কৃষি ও পানি সম্পদ সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

নিবিড় পরিবীক্ষণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে
পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প

প্রণয়নে

MIDAS
Since 1982

মাইক্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্স এন্ড সার্ভিসেস (মাইডাস)

জুন ২০১৭

দাখিলকৃত ২য় খসড়া প্রতিবেদনের এর উপর ১৮/০৬/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত সংশোধনী

ক্রমিক নং	সুপারিশ সমূহ	গৃহীত সংশোধনী
২.১	প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের অবশিষ্ট ০২ বছরে করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরামর্শ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প প্রণয়নে দিক নির্দেশনা প্রতিবেদনে থাকতে হবে;	করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং-৭৩,৭৪)
২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকল্পের উপর Specific পরামর্শ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	করা হয়েছে
২.৩	প্রকল্পের Strength বিশ্লেষণে বেজ লাইন ডেটা উল্লেখ করতে হবে;	করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং-৪০)
২.৪	প্রতিবেদনে সুপারিশের সাথে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণ সমূহের লিংকসমূহ উল্লেখ করতে হবে;	করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং-৭৩,৭৪)
২.৫	প্রতিবেদনে ৫ম অধ্যায়ে (পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অপ্রতুল এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে হবে;	করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং-৭১)
২.৬	নির্বাহী সার সংক্ষেপ ১ম অনুচ্ছেদে শুধুমাত্র সমীক্ষার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা সমীচীন হবে;	করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং-i)
২.৭	প্রতিবেদনে সকল ছবির লোকেশন ও টাইটেল উল্লেখ করতে হবে। যে সকল ছবির কোন বর্ণনা নেই এমন অপ্রাসংগিকভাবে অন্তর্ভুক্ত ছবি বাদ দিতে হবে;	করা হয়েছে

Acronyms

AOI	Area of Influence
BIRTAN	Bangladesh Institute of Research and Training on Applied Nutrition
DAE	Department of Agricultural Extension
DCI	Data Collecting Instrument
DID	Difference in Differences
DPA	Direct Project Aid
DPP	Development Project Proposal
EPI	Expanded Program of Immunization
FGD	Focus Group Discussion
IMED	Implementation Monitoring & Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
PPR	Public Procurement Rules
RPA	Reimbursable Project Aid
SWOT	Strength, Weakness, Opportunity and Threat
TOR	Terms of Reference

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	নির্বাহী সার সংক্ষেপ	i-iii
প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য		১-৪
TOR-১: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যের পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপন		১
দ্বিতীয় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কর্ম-পরিকল্পনা, কর্ম-পদ্ধতি ও নমুনা ডিজাইন		৫-১৭
তৃতীয় অধ্যায়: প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা		১৮-৬০
TOR-২: প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক এবং সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ভৌত ও আর্থিক)		১৮
TOR-৩: প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা মূল্যায়ন		৩০
TOR-৪,৫,৬: প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা		৩৩
TOR-৭: প্রকল্পে সৃষ্ট সুবিধা/উপযোগিতা অব্যাহত রাখার সুপারিশ		৩৮
TOR-৮: SWOT বিশ্লেষণ		৩৯
TOR ৯-১০: পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থান		৪১
TOR-১১: পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য আদর্শ গ্রাম গঠনের বিষয় মূল্যায়ন		৪৬
TOR-১২: উচ্চ মূল্যের ফসল এবং স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদ		৫০
TOR-১৩: কৃষি যান্ত্রিকীকরণ		৫২
TOR-১৪: কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা		৫৪
TOR-১৫: পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টি ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতা পর্যালোচনা		৫৬
চতুর্থ অধ্যায়: ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, মূল তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII) এবং আঞ্চলিক কর্মশালা এর ফলাফল		৬১-৭০
পঞ্চম অধ্যায়: পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল		৭১-৭২
ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশ ও প্রকল্পের প্রস্থান পরিকল্পনা		৭৩-৭৫
TOR-১৬: প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়নে করণীয় / শিক্ষণীয় বিষয়		৭৩
TOR-১৭: প্রকল্পের প্রস্থান পরিকল্পনা (Exit Plan)		৭৪

নির্বাহী সার সংক্ষেপ

১। সমীক্ষার উদ্দেশ্য:

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে একটি বিভাগ হিসাবে পাবলিক সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্প মূল্যায়ন ও তার বাধা বিপত্তি উত্তরণে ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। এর ধারাবাহিকতায় আইএমইডি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প "সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ" নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে। মাইডাস এ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনা করে খসড়া প্রতিবেদন স্টিয়ারিং কমিটিতে দাখিল করে। কমিটির সুপারিশসমূহ অর্ন্তভুক্ত করে চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। প্রকল্পের মৌলিক তথ্য ও অগ্রগতি:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে ৬টি বিভাগ, ২৯ টি জেলা, ৮৮ টি উপজেলায় ৮৮০ কৃষক গ্রুপের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু প্রকল্পটি শুরু করতে ৬মাস দেরী হওয়ায় প্রকৃত পক্ষে কাজ শুরু হয়েছে জানুয়ারি ২০১৫ সালে এবং মাঠ পর্যায়ে কাজ আরম্ভ হয়েছে জুলাই ২০১৫ থেকে। প্রকল্পে ৮৮টি উপজেরায় ৮৮০টি কৃষক দল গঠন করা হয়েছে, এরই সাথে ১৫৭ টি পুরাতন দলেরও উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিএই অঙ্গে ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে প্রায় ১০০%, প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে ৫৬%, প্রদর্শনী সম্পন্ন হয়েছে প্রায় ৬১%, উদ্বুদ্ধকরণ সফর সম্পন্ন হয়েছে প্রায় ৬৫%। আর্থিক অগ্রগতি ডিএই অঙ্গের প্রকল্প ৬৬ কোটি টাকা এবং প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ৭২%।

প্রকল্পের বারটান অঙ্গে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষনের অগ্রগতি শতকরা ৬০ ভাগ। বারটানে পুষ্টি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ অদ্যাবধি না হওয়ায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রভাব পড়েছে। বারটানের প্রকল্প ব্যবস্থাপক অবসরে গেলে, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্পের স্বার্থে প্রকল্প ব্যবস্থাপক নিয়োগ জরুরি হয়ে পড়েছে। সমাজের পেশাজীবি : ইমাম, পুরোহিত, স্কুল শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার ফলে পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিধি সমাজে গুনিতক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিএই অঙ্গে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুসারে সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু বারটান অঙ্গে একটি পিকআপ ভ্যান ক্রয়ে অডিট আপত্তি হয়েছে। বারটান অঙ্গের প্রাক্কলিত ৭ কোটি টাকা আর্থিক অগ্রগতি এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ৫০%।

৩। মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিষয়ক অগ্রগতি:

মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী কৃষক, গৃহিণী, কৃষক গ্রুপ নেতা, সরকারি কর্মকর্তা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিকট হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। কৃষি উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৬% কৃষক গ্রুপের উত্তরদাতা প্রাইমারি থেকে এসএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। এতে প্রতিয়মান হয় যে, সমাজের একটি বৃহৎ অংশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৬% পুরুষ, ৪% মহিলা রয়েছে। কৃষক গ্রুপের পুরুষ ও মহিলা সদস্য সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ জন । এদের প্রায় ২০% মহিলা সদস্য রয়েছে। প্রায় ৮৬% উত্তরদাতার গড়ে বসতবাড়ির পরিমান ২২ শতক। তারা জমি বর্গা নিয়ে অথবা বর্গা দিয়েও ফসল উৎপাদন করে থাকে। প্রকল্প এলাকায় শস্য বিন্যাসে শীতকালীন ফসলের পরিমান বেড়েছে এবং শাক সব্জি, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন যুক্ত হয়েছে। শস্য প্রাচুর্য প্রায় ১০-১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে ৯৮% মনে করেন যে, প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে। ৬৮% মনে করেন প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। ৮২% মনে করেন যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনা করে তাদের জ্ঞান বেড়েছে। শতভাগ উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের গ্রুপে পাওয়ার টিলার প্রকল্প থেকে বরাদ্দ পেয়েছেন, ৮০% এর উপর এলএলপি, পাওয়ার স্পেয়ার, থ্রেসার ও হ্যান্ড স্প্রেয়ার বরাদ্দ পেয়েছেন ও তা ব্যবহার করছেন অথবা গ্রুপের বাইরের কৃষকদের কাছে ভাড়া দিচ্ছেন। প্রায় ৯২ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের গ্রুপে সঞ্চয় আছে এবং তার পরিমান প্রায় ৩৯ হাজার টাকা। তাছাড়া যন্ত্রপাতি ভাড়া দিয়ে আয় করেছেন। নিরাপদ জামানত হিসেবে প্রতি গ্রুপে প্রায় ২৬ হাজার টাকা রয়েছে। উত্তরদাতাগন প্রশিক্ষণ নিয়ে আয় বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন, এদের মধ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে ফল বাগান, কেঁচো সার উৎপাদন কৌশল, নিরাপদ ফসল উৎপাদন, ভাসমান শাক সবজি উৎপাদন ইত্যাদি। প্রায় ৭% উত্তরদাতা বলেছেন তারা ক্ষুদ্র খামার বা কুটির শিল্প স্থাপন করেছেন। তমধ্যে চাতাল, বসতবাড়িতে সবজি বাগান, হাঁস মুরগী খামার, মৎস্য খামার ইত্যাদি

হয়েছে। ৮৫ ভাগ উত্তরদাতার বলেছেন বর্ণনায় তাদের উৎপাদিত খাদ্যে বছরের খোরাক হয়ে থাকে। তবে অনেক পরিবারে বছরে এক থেকে দুই মাসের খাবার ক্রয় করতে হয়। প্রকল্পের কারণে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

৪। মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি বিষয়ক অগ্রগতি:

মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় ৪৬% পুরুষ ও ৫৪% মহিলা ছিল। এদের মধ্যে ৩৯% উত্তরদাতার বয়স ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। পুষ্টি ও সাধারন জ্ঞান নিরুপনের জন্য ২৮টি প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নসমূহ হলো একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের প্রতিদিন কত লিটার পানি পান করা প্রয়োজন, কত মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের মায়ের দুধ পান করা প্রয়োজন, মায়েদের রক্ত শূন্যতা কি কারণে হয় এবং খাদ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কিত প্রশ্ন। ৩৯% উত্তরদাতা সঠিক উত্তর দিয়েছে। প্রকল্প থেকে পুষ্টি এবং সুষম খাদ্য গ্রহণের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন প্রায় ৭৭%, অন্যান্য প্রশিক্ষণের মধ্যে পুষ্টি সম্মত খাদ্য তৈরী, বসতবাড়িতে শাক সবজি ও ফল চাষ, পুষ্টি উন্নয়নে নারীর ভূমিকা ইত্যাদি। বসতবাড়িতে শাক সবজি ও ফল বাগান করেছে ৫৩%। ৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা বিদ্যালয়ে পুষ্টি সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও বিদ্যালয়ে শাক-সবজি বাগান স্থাপন করেছেন। ৫০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করেন। পণ্যসমূহ হলো: চাল, মুড়ি, চিড়া ইত্যাদি। এ প্রক্রিয়ায় প্রায় ৩% উত্তরদাতা বেতনভুক্ত লোকবল নিয়োগ করেন। প্রকল্পে অংশগ্রহনের ফলে অধিকাংশ পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা এসেছে এবং পারিবারিক গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। ফলাফল (Findings)

- প্রকল্পে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য ও প্রোটিনের অভাব পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে; প্রকল্পের শস্য বিন্যাসে বহুমুখী শস্য আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্বল্প পানির চাহিদার ফসল যুক্ত হয়েছে, নিরাপদ ফসল উৎপাদনে কৃষক উৎসাহিত হচ্ছে;
- কৃষকদের মধ্যে দলবদ্ধতা, সঞ্চয়ী মনোভাব এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে চাষাবাদে আধুনিকায়ন হচ্ছে, উন্নত কৃষি কৌশল ব্যবহারে জনগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হচ্ছে।
- মানুষের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হচ্ছে, দৈনিক খাদ্য তালিকায় পুষ্টিমান সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে, শাকসবজি পুষ্টিমান বজায় রেখে রান্নার নিয়ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হচ্ছে এবং সুষম খাবার গ্রহনে উৎসাহিত হচ্ছে;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং সুফলভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- চাষাবাদের খরচ কমার ফলে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্তানরা স্কুলে যাচ্ছে এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ সাল হতে চালু হলেও কৃষকরা জুলাই ২০১৫ সালের পর থেকেসুযোগ সুবিধা পাওয়া শুরু করেছে।
- একটি ইউনিয়নের একটি গ্রাম নিয়ে কৃষক গ্রুপ গঠন করার কারণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষক গ্রুপের গঠণতন্ত্র নাই , ফলে গ্রুপের সরকারি নিবন্ধন করা যাচ্ছে না;
- প্রকল্পে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অপ্রতুল;
- প্রকল্প ডিজাইনের দুর্বলতা আছে, স্থানীয়ভাবে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের সুযোগ নাই; কৃষক গ্রুপের সদস্যদের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নাই। পাওয়ার থ্রেসারের সাথে মোটর সরবরাহ করা হয়নি ফলে মোটরের অভাবে থ্রেসার বন্ধ থাকে; এবং রিপার ডায়ার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ও সিডার এর ব্যবস্থা না থাকায় মৌসুমী কর্মকান্ড ধীর গতিতে সম্পন্ন হয় ও ফসলের অপচয় হয়; এবং
- প্রকল্পে পুষ্টি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ নাই, ফলে প্রকল্প কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে।

৬। সুপারিশমালা:

স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের কৃষক দলের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে;
- মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে নিবিড় তদারকি আরো জোরদার করতে হবে;

- যাবতীয় প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী এবং উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে;
- কৃষক গ্রুপের জন্য একটি নীতিমালা তৈরী করতে হবে;
- কৃষক গ্রুপের সঞ্চয় ও জামানত, বিনিয়োগের নীতিমালা তৈরী করতে হবে;
- প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার আওতায় অবশিষ্ট ক্রয়ের কাজ বিশেষ করে বারটান অঙ্গে পরামর্শক নিয়োগ ত্বরান্বিত করতে হবে;
- পুষ্টি প্রশিক্ষণ ও প্রচারনা কৃষক এবং স্কুল ছাত্রদের মধ্যে জোরদার করতে হবে। এ ব্যাপারে ক্ষুদে বার্তা, রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে; এবং
- বারটানের প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে হবে।

দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য:

- সংগঠন ব্যবস্থাপনা নেতৃত্বের উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুফলভোগী দল শক্তিশালী হলে প্রকল্প শেষ হয়ে গেলেও সংগঠনগুলো নিজেদের চেষ্টায় প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘস্থায়ীভাবে কাজ করে যেতে পারে;
- সমিতির খসড়া গঠনতন্ত্র তৈরী করা যেতে পারে এবং সমিতি গুলোকে রেজিষ্ট্রেশন করতে উদ্যোগ গ্রহন করতে পারে ।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ বিষয়ে কৃষক গ্রুপের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে বার্ড, কুমিল্লা ও আরডিএ, বগুড়ার সহিত যোগাযোগ করা যেতে পারে;
- প্রশিক্ষণ কার্যকরি করার জন্য প্রশিক্ষনার্থীদের ভাতা প্রদান বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ব্যবসা সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শন, সফল চাষীদের কার্য পরিদর্শন এবং আর্থিক ফসল বাজারজাতকরণে মডিউল প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে;

৭। বহির্গমন কৌশল:

প্রকল্প শেষে এর বহির্গমন কৌশল (Exit Plan) নির্ধারণ করা জরুরি যাতে, উন্নয়ন কর্মকান্ড দীর্ঘমেয়াদী হয় ও চলমান থাকে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে বাস্তবায়নকারী সংস্থার বর্তমান ভূমিকা কে পালন করবে, জামানত ও প্রকল্পের যন্ত্রপাতির মালিক কে হবে বিষয়গুলো পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকতে হবে। প্রকল্পের আওতায় ৮৮টি উপজেলায় ৮৮০টি কৃষক গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। কৃষক গ্রুপের কার্যক্রম মনিটরিং এবং কৃষক গ্রুপে সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারের সভাপতিত্বে উপজেলা পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ শেষে উপজেলা কৃষি অফিসার তথা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ গঠিত গ্রুপের কৃষি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তদারকিকরবেন এবং কৃষি উন্নয়নমূলক কাজে পরামর্শ প্রদান করবেন। ডিএই'র জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাগণের মনিটরিং কার্যক্রমে কৃষক গ্রুপের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। এ ছাড়া বারটান শক্তিশালী করা হচ্ছে ফলে পুষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, প্রচার রাজস্ব অর্থায়ণ নির্বাহ করা যাবে।

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য

TOR-১: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, অর্থায়ন, বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য ইত্যাদি) এর পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপন

১.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশের গ্রামীন অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১১.৬৮% এবং দেশের শ্রম শক্তির প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থান হয় কৃষি খাতে (সূত্রঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষ-২০১৬)। জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সাথে কৃষি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সীমিত সম্পদ ও জমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং পুষ্টি জ্ঞান সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে সকল স্তরে জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব। চর, হাওর ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে স্থানীয় জন-সাধারণের আয় বৃদ্ধি, খাদ্য প্রাপ্যতা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয় ও গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সহজতর হবে।

ইতঃপূর্বে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় "দারিদ্র দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা জন্য সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প (২০১০-২০১৪) দেশের ৪টি জেলার ২০টি উপজেলার বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় বহুবিধ শস্য প্রবর্তন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও নীতিমালার ভিত্তিতে দারিদ্র দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের সফলতার ধারাবাহিকতায় দেশের চর, হাওর, দারিদ্র প্রবণ এবং কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য "সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা গেলে দেশের ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় বহুবিধ শস্য প্রবর্তন, আধুনিক উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব হবে।

১.২ প্রকল্পের মৌলিক তথ্য

১. প্রকল্পের নাম	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ			
২. প্রকল্প পরিচালক	জনাব মহাম্মদ মাইদুর রহমান			
৩. প্রকল্পের ধরণ	বিনিয়োগ			
৪. অর্থায়নের উৎস	সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে			
৫. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	কৃষি মন্ত্রণালয়			
৬.প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	১.লিড এজেন্সী: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)* ২.অঙ্গ প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বারটান)**			
৭. বাস্তবায়নকাল	**মেয়াদকাল**	**অনুমোদনের তারিখ**		
৭.১ অনুমোদিত মেয়াদ	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯	০২/০৭/২০১৪		
৮.অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	**মোট ব্যয়**		ডিএই অঙ্গ	বারটান অঙ্গ
৮.১ মূল অনুমোদিত ব্যয়	৭৩০০.০০		৬৬০০.০০	৭০০.০০
৯. প্রকল্প এলাকা	৬টি বিভাগের ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় বিস্তৃত।			
১০. এপ্রিল, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫১০৪.৯২ লক্ষ টাকা বা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬৯.৯৩%				

*ডিএই : ১৮৭০ সালের রাজস্ব বিভাগে অংশ হিসাবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। ১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু করা হয়। পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডকে জোরদার করা হয় এবং ডিএই সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত "প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে সেবা প্রদান করছে। পরিকল্পিত এবং অংশিদারীত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য ১৯৯৬ সালে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। বর্তমান ৮টি উইং এর সমন্বয়ে ডিএই দায়িত্ব হলো সকল শ্রেণির চাষীদের চাহিদা ভিত্তিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা, যাতে তারা তাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে স্থায়ী কৃষি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।"

** **বারটান :** জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সাল থেকে বারটান কাজ করে আসছে। দেশে খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন তথা প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ উদ্দেশ্যে বারটান কৃষি ও খাদ্য সেক্টরে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণা মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধানে ও আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য। জনগণের পুষ্টির উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণপূর্বক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য ফলিত পুষ্টি গবেষনা কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য বারটান আইন – ২০১২ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়, যা বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুন, ২০১২ ইং তারিখে প্রকাশিত হয় ।

বর্তমানে নোয়াখালী, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ ও সিলেট এ চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে এ সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । বারটানের কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষনা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প" জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে । এ প্রকল্পের আওতায় ৪ (চার) টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের (ঝিনাইদহ, নেএকোনা, সুনামগঞ্জ ও রংপুর) জমি অধিগ্রহণ এবং প্রধান কার্যলয় (নারায়গঞ্জ জেলার আড়াইহাজার) এবং ৭ (সাত) টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের (নোয়াখালী, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেএকোনা, সুনামগঞ্জ ও রংপুর) অফিস ভবন, গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডরমেটরী ভবন, স্কুল ভবন, মসজিদ ও আবাসিক ভবনসহ অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে ।

১.৩ প্রকল্পের অবস্থান: ৬টি বিভাগের ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় বিস্তৃত।

সারণি-১ বিভাগ, জেলা ও উপজেলাসমূহের নাম দেয়া হল

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর	রাজশাহী	বগুড়া	ধুনট, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও শেরপুর
	মুন্সীগঞ্জ	টঙ্গীবাড়ী, লৌহজং ও গজারিয়া		সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর, কাজিপুর ও চৌহালী
	টাঙ্গাইল	নাগরপুর ও দেলদোয়ার		নাটোর	লালপুর ও বাগাতিপাড়া
	শেরপুর	নালিতাবাড়ি, নকলা ও ঝিনাইগাতী	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বিজয়নগর ও নাছিরনগর
	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া		চট্টগ্রাম	বাঁশখালী ও হাটহাজারী
	শরিয়তপুর	ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা, গোসাইরহাট ও জাজিরা		কক্সবাজার	টেকনাফ ও কুতুবদিয়া
	মাদারীপুর	সদর, রাজৈর, কালকিনি ও শিবচর		নোয়াখালী	হাতিয়া ও সুবর্ণচর
	ময়মনসিংহ	সদর, ধোবাউড়া, হালুয়াঘাট ও ফুলপুর		লক্ষীপুর	রায়পুর ও রামগতি
	নেত্রকোনা	সদর, কালিগঞ্জ, কলমাকান্দা, মদন ও মোহনগঞ্জ	সিলেট	সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ, জৈন্তাপুর ও বালাগঞ্জ

	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন, নিকলি, অষ্টগ্রাম ও পাকুন্দিয়া		মৌলভীবাজার	কূলাউড়া, বড়লেখা, জুড়ি ও শ্রীমঙ্গল
রংপুর	রংপুর	গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া, পীরগাছা ও পীরগঞ্জ		হবিগঞ্জ	বাহুবল,বানিয়াচং ও লাখাই
	গাইবান্ধা	সাঘাটা, ফুলছড়ি, পলাশবাড়ি, সুন্দরগঞ্জ ও সাদুল্লাপুর		সুনামগঞ্জ	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ধর্মপাশা ও জামালগঞ্জ
	নীলফামারী	সৈয়দপুর, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ	খুলনা	মাগুরা	শ্রীপুর, শালিখা,মহম্মদপুর
	লালমনিরহাট	কালিগঞ্জ ও হাতিবান্ধা		বাগেরহাট	ফকিরহাট ও কচুয়া
	কুড়িগ্রাম	উলিপুর, চিলমারি ও ভূরুঙ্গামারী			

১.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(ক) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর, হাওর ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

(খ) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম গঠন;

(গ) বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উচ্চমূল্যের ফসল এবং স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদের মাধ্যমে বহুমুখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি;

(ঘ) কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষক গ্রুপ গঠন ও বিদ্যমান কৃষক গ্রুপের কার্যক্রম জোরদারকরণ;

(ঙ) আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা ২৫-৩০% বৃদ্ধি;

(চ) বসতবাড়ি ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফল-সবজি বাগান স্থাপন এবং সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মহিলা, ছাত্র-ছাত্রী এবং জনসাধারণের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টি; এবং

(ছ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষাণ-কৃষাণী, ডিএই কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর কৃষি, পুষ্টি ও আয়বর্ধক কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ

(ক) কৃষক গ্রুপ গঠন

(খ) প্রশিক্ষণ

- প্রযুক্তি ভিত্তিক কৃষক প্রশিক্ষণ;
- নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ; এবং
- উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ইমাম, এনজিও কর্মী, স্কুল শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

(গ) প্রদর্শনী

- উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড ধানের জাত প্রদর্শনী;
- ধানের গুণগত বীজ উৎপাদন;
- গম উৎপাদন;
- ভুট্টা উৎপাদন;
- বসত বাড়িতে সবজি ও ফল বাগান স্থাপন;
- স্কুল প্রাঙ্গণে সবজি ও ফল বাগান স্থাপন;
- ডাল জাতীয় ফসল (মসূর, মুগ, ছোলা, মাসকলাই) উৎপাদন;
- তৈলবীজ (সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, অন্যান্য) উৎপাদন;
- মসলা জাতীয় ফসল (কালজিরা, আদা, রসুন, পেয়াঁজ) উৎপাদন;
- আলু উৎপাদন;
- তরমুজ, মিষ্টি আলু, শষা ও খিরা উৎপাদন;

- নিরাপদ (রাসায়নিক বালাইনাশক মুক্ত) সবজি উৎপাদন;
- অপ্রচলিত মিশ্র ফল বাগান স্থাপন; এবং
- খামারজাত সার, কম্পোষ্ট, ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী।

১.৬ প্রকল্পের উপকারভোগী :

সকল শ্রেণীর কৃষক তবে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। হত দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ১,৩৩,১৪৫ টি পরিবার এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবে এবং ৮৮০ টি ইউনিয়ন/ পৌরসভার প্রায় ১১০০ গ্রামের ৩৩ লক্ষ কৃষক-কৃষাণী পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কর্ম-পরিকল্পনা, কর্ম-পদ্ধতি ও নমুনা ডিজাইন

২.১ পটভূমি

জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও নীতিমালার ভিত্তিতে দারিদ্র দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের সফলতার ধারাবাহিকতায় দেশের চর, হাওর, দারিদ্র প্রবণ এবং কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য "সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দেশের ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব হবে। আইএমইডি পাবলিক সেক্টরের উন্নয়নশীল প্রকল্প গুলি মূল্যায়ন করে, তার বাধা বিপত্তি উত্তরণে ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। এর ধারাবাহিকতায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প "সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ" নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রকর্পটি মাইডাসকে প্রতিযোগিতামূলক বাছাইয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়েছে।

২.২ চুক্তি স্বাক্ষর এবং প্রারম্ভিক প্রতিবেদন

বিগত ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে মাইডাস এবং আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে নিবিড় পরিবীক্ষণের প্রারম্ভিক প্রতিবেদন আইএমইডি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণের ১ম খসড়া প্রতিবেদন ২১ মে ২০১৭ তারিখে আইএমইডিতে দাখিল করা হয়।

২.৩ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব (TOR)

i. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, অর্থায়ন, বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য ইত্যাদি) এর পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপন;

ii. প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক এবং সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ভৌত ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন;

iii. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা মূল্যায়ন;

iv. প্রকল্পের আওতায় পণ্য ও মেধা ভিত্তিক সেবা সংগ্রহের (procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধি (পিপিএ, পিপিআর এর গাইডলাইন) প্রতিপালন করা হয়েছে/ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা;

v. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত / সংগ্রহ করা হচ্ছে এমন পণ্য ও সেবার অবস্থা এবং প্রয়োজনীয়/ যথার্থ জনবলের মাধ্যমে এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা;

vi. অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, সেবাক্রয়/ সংগ্রহে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনা অদক্ষতা, প্রকল্পের ব্যয় বা মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা ও পর্যালোচনা এবং সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ;

vii. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধা/উপযোগিতা অব্যাহত রাখার সুপারিশ প্রদান এবং বিশেষ সফলতার গল্পের (Success Stories যদি থাকে) আলোকপাত;

viii. প্রকল্পের শক্তি (Strength), দুর্বলতা (Weakness), সুযোগ (Opportunity), এবং ভীতি (Threat)বিশ্লেষণ;

ix. খামার উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন পন্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে চর, হাওর, দারিদ্র প্রবণ এবং কৃষিতে সম্ভাবনায় এলাকায় বসবাসরত জন সাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গৃহীত ব্যবস্থা সমূহ কেমন কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয়েছে তার পর্যালোচনা;

x. চর, হাওর, দারিদ্র প্রবণ ও কৃষিতে সম্ভাবনায় এলাকায় পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা অবস্থা এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ ক্রমাগত ভাবে উন্নত হচ্ছে তার পর্যালোচনা;

xi. পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য স্ব-নির্ভর আদর্শ গ্রাম গঠনের বিষয় মূল্যায়ন, যেখানে জন সাধারণ দারিদ্র ও ক্ষুধা মুক্ত সুস্থ জীবন লাভ করবে;

xii. বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উচ্চ মূল্যের ফসল এবং স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদের মাধ্যমে বহুমুখী শস্য আবাদ এলাকা ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতা পর্যালোচনা;

xiii. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারনের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন এবং বিদ্যমান কৃষক দল জোরদারকরনের সাথে কৃষক দল গঠন ও উন্নয়ন কার্যক্রম ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতা পর্যালোচনা;

xiv. আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা (ডিপিপিতে শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০% পর্যন্ত বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা দেয়া আছে) ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতা পর্যালোচনা;

xv. প্রশিক্ষণ, অবহিতকরণ, বসতবাড়ি ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ফল - সবজি বাগান স্থাপন এবং সচেতনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যম কৃষক, মহিলা, বিদ্যালয়ের ছাত্র – ছাত্রীদের মাঝে পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টির ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতা পর্যালোচনা;

xvi. এই গবেষণার প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়নে করণীয় / শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান; এবং

xvii. প্রকল্পের প্রস্থান পরিকল্পনা (Exit Plan) সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পরামর্শ প্রদান।

২.৪ কর্ম-পরিকল্পনা (Work Plan):

ক) "সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের" নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যক্রম চার মাসের (ফেব্রুয়ারি হইতে মে, ২০১৭) মধ্যে সমাপ্ত করা হবে। আইএমইডির সেক্টরের কর্মকর্তা, ডিএই, বারটান, প্রকল্প পরিচালক এবং কর্মকর্তাদের সাথে প্রারম্ভিক সভা করে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রকল্পের ডিপিপি এবং অন্যান্য প্রতিবেদন সংগ্রহের মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। ডক্যুমেন্টসমূহ এবং সম্পাদিত চুক্তির কর্ম-পরিধি (TOR) এর ভিত্তিতে সমীক্ষা পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পন্থা ব্যবহার করা হয়। কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা, উপাত্ত সংগ্রহের নমুনা ডিজাইন করা, মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংগৃহীত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষিত তথ্য-উপাত্তের সাহায্যে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ চার পর্যায়ে সম্পন্ন হবে; যথাঃ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন, খসড়া প্রতিবেদন, চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন। নিম্নে প্রবাহ-চিত্রের সাহায্যে কর্ম-পরিকল্পনার প্রধান প্রধান কার্যক্রম দেখানো হলোঃ

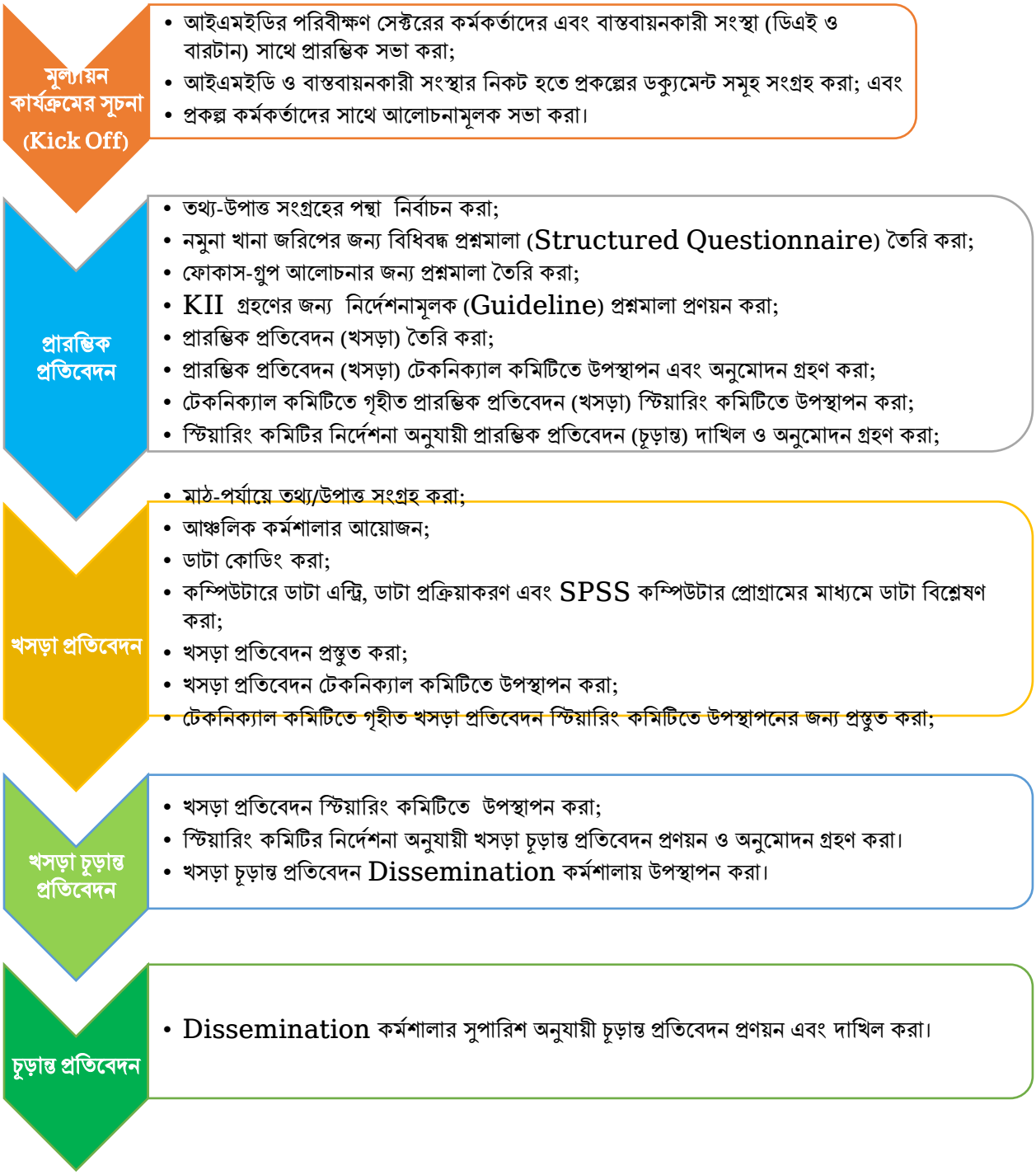

চিত্র ২.১ কার্যক্রমের প্রবাহ-চিত্র

খ)“সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যক্রম চার মাসের মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যে সময়-ভিত্তিক কর্মসূচি অনুসরণ করা হয়, তা নিম্নে বার-চার্টের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

ক্রম নং	কার্যক্রম	তারিখ ভিত্তিক কর্মসূচি (বার-চার্টে)																			
		ফেব্রুয়ারি ২০১৭				মার্চ ২০১৭				এপ্রিল ২০১৭				মে ২০১৭				জুন ২০১৭			
		১-৭	৮-১৫	১৬-২১	২৪-২৮	১-৭	৮-১৫	১৬-২১	২৪-৩১	১-৭	৮-১৫	১৬-২১	২৪-৩০	১-৭	৮-১৫	১৬-২১	২১৪-৩১	১-৭	৮-১৫	১৬-২১	২৪-২৯
১	প্রকল্পের ডক্যুমেন্টসমূহ সংগ্রহ করা, আইএমইডি ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা																				
২	প্রশ্নমালাসহ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন																				
৩	টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রতিবেদন সংশোধন করতঃ ষ্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন এবং চূড়ান্ত অনুমোদন																				
৪	তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহঃ মাঠ পর্যায়ে সংখ্যাগত খানা জরিপের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ																				
৫	গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ																				
৬	সংগৃহীত ডাটা কোডিং, কম্পিউটারে এন্ট্রি এবং বিশ্লেষণ																				
৭	খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন																				
৮	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন																				
৯	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন অবহিতকরণ ওয়ার্কশপে উপস্থাপন																				
১০	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন																				

চিত্র- ২.২ সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

(গ) সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট তারিখ ভিত্তিক কর্মসূচি সারণি ২-এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি ২- তারিখ ভিত্তিক কর্ম- পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কার্যাবলী	সময়
১.	প্রকল্পের ডক্যুমেন্ট সমূহ সংগ্রহ করা, আইএমইডি ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা	১-৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
২.	প্রশ্নমালাসহ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন	৮-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৩.	টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রতিবেদন সংশোধন করতঃ স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন এবং চূড়ান্ত অনুমোদন	১৬-২৮ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৪.	তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহঃ মাঠ পর্যায়ে সংখ্যাগত খানা জরিপের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ	১-৩১ মার্চ ২০১৭
৫.	গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও আঞ্চলিক কর্মশালা	১-৩১ মার্চ ২০১৭
৬.	সংগৃহীত ডাটা কোডিং, কম্পিউটারে এন্ট্রি এবং বিশ্লেষণ	২৪ মার্চ - ৩০ এপ্রিল ২০১৭
৭.	খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন	১-২৩ মে ২০১৭
৮.	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন	২৪ মে – ৩১ মে ২০১৭
৯.	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন Dissemination ওয়ার্কশপে উপস্থাপন	১ জুন-১০ জুন ২০১৭
১০.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন	১১ জুন-২৯ ২০১৭

২.৬ সমীক্ষার কর্ম-পদ্ধতি (Methodology):

(ক) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পন্থাসমূহ:

১) প্রকল্পের পরিবীক্ষণ সমীক্ষা তথা কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি, দুঃস্থ মহিলাদের কর্ম-সংস্থান, আত্ম কর্ম-সংস্থান, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যবসা বাণিজ্যিক প্রসার, পরিবেশ উন্নয়ন, এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস ইত্যাদি বিষয়ে সরেজমিনে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে কাঠামোগত প্রশ্নমালার (Structured Questionnaire) মাধ্যমে প্রায় ৫৬০০ খানা জরিপ পরিচালনা করা হয়।

২) প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজের জন্যে অনুমোদিত গাইড-লাইন অনুযায়ী প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জন প্রতিনিধি, শিক্ষক, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, মসজিদের ইমাম, উপকারভোগী তথা প্রকল্প সম্পর্কে জ্ঞাত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ করা হয়। এজন্যে KII Guideline ১৪ টি উপজেলার প্রতি উপজেলায় ৩টি করে তথ্য সংগ্রহ করা হয় (পরিশিষ্ট-২.২অনুযায়ী)। এছাড়া প্রকল্প পরিচালক/উপ-পরিচালকের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় (পরিশিষ্ট -২.১ অনুযায়ী)

৩) প্রকল্পের পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্যে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, জন প্রতিনিধি, কৃষির সাথে জড়িত ব্যক্তি, কৃষিজ ব্যবসায়ী, প্রান্তিক চাষি, উপকারভোগী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD), ১২টি উপজেলায়, প্রতি জেলায় ১টি করে FGD পরিচালনা করা হয় । প্রতি FGD তে প্রায় ১০ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করে। প্রকল্পের সাথে জড়িত ১২০ জন ব্যক্তি ও উপকারভোগী মতামত প্রদান করেন। FGD প্রশ্নমালা (পরিশিষ্ট -৩) অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৪) প্রকল্পের পরিবীক্ষণ সম্পর্কে মতবিনিময় করার জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে ২টি (চট্টগ্রাম ও রংপুর) কর্মশালার আয়োজন করা হয়, এতে প্রায় ৬০ জন প্রকল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও উপকারভোগী অংশগ্রহণ করেন।

সারণি-৩ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা :

বিভাগ	তারিখ	অংশগ্রহণকারীর পদবী	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
চট্টগ্রাম	৩০/০৪/২০১৭	উপ/অতিরিক্ত পরিচালক	২
		উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	১
		উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (এসএসএও)	১২
		কৃষক	৭
		অন্যান্য	৮
		মোট	৩০
রংপুর	০৪/০৫/২০১৭	উপ/অতিরিক্ত পরিচালক	৩
		উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	৪
		উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (এসএসএও)	৯
		কৃষক	১১
		অন্যান্য	৫
		মোট	৩২

৫) পরিবীক্ষণ সমীক্ষার খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেন আইএমইডিতে অনুষ্ঠিত একটি জাতীয় কর্মশালায় প্রায় ৬০ জন অংশগ্রহণকারীর সম্মুখে মতামতের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

৬) প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতি পর্যালোচনা, বাস্তবায়িত কাজসমূহের গুণগত মান পর্যালোচনা, ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ডক্যুমেন্টসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। ক্রয়-প্রক্রিয়া পরীক্ষা করার জন্যে চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্প এলাকা ও নিয়ন্ত্রণ এলাকা নির্বাচন কৌশল:

বর্তমান পরিবীক্ষণ সমীক্ষা অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কাজের বিভিন্ন অঙ্গের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি, কাজের গুণগত অবস্থা যাচাই এবং সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি নিরূপণ করা। প্রকল্প কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার ৮৮০ টি কৃষক গ্রুপের মধ্য থেকে ৫৬০০ সুবিধাভোগীর মতামত নেয়া হয়। পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য নমুনা হিসেবে প্রকল্প এলাকা থেকে নমুনা গ্রাম নির্বাচন করা হয়। যে সকল এলাকায় প্রকল্পের আওতায় কার্য সম্পাদিত হয়েছে, তাদের প্রকল্প এলাকা (Project Area) হিসেবে বিবেচনা করা হয়; আর বিপরীতে, যে সকল এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম একেবারেই হয়নি সেই সকল এলাকাকে Control Area হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের অন্যান্য পন্থাসমূহের (Tools) (যেখানে প্রযোজ্য) সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে হয় খানা পর্যায় অথবা জনগোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠানগত স্তর থেকে প্রকল্প-পূর্ব (২০১০-২০১৪ অথবা তৎপূর্বের) এবং প্রকল্প বর্তমান (২০১৭) অবস্থা সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

(গ) নমুনা ডিজাইনের কৌশলঃ

গুণগত খানা জরিপের এবং পরিমাণগত নিবিড় পরিবীক্ষণ উভয় লক্ষ্যে নমুনায়ন করা হয়। পরিমাণগত জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগী পর্যায়ে যে প্রভাব পড়েছে তা নিরূপণ করা হয়। আর গুণগত অনুসন্ধানের দ্বারা প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা যাচাই করা হয় এবং সচেতন ব্যক্তিবর্গ ও প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য ও মতামত গ্রহণ করা হয়।

২.৭ সংখ্যাগত উপকারভোগী খানা জরিপের নমুনার আকার (Sample Size) ও নমুনায়ন বিন্যাস (Sampling Distribution) :

সমীক্ষার কাজে খানা নির্বাচনের জন্য একটি বহু-পর্যায়ী স্তরিত নমুনায়ন (Multi-Stage Stratified Sampling) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। প্রকল্পের প্রধান ৩টি ক্যাটাগরি যথা- (ক) প্রযুক্তি হস্তান্তর, (খ) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং (গ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা। প্রকল্পের ডিএই অঙ্গের প্রধান কর্মসমূহ হচ্ছে-

(ক) কৃষক গ্রুপ গঠন ও উন্নয়ন (৮৮০টি)

(খ) প্রশিক্ষণ

i. প্রযুক্তি ভিত্তিক কৃষক প্রশিক্ষণ (২০০০ ব্যাচ);
ii. নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ (৪১৬ব্যাচ); এবং
iii. উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ইমাম, এনজিওকর্মী, স্কুল শিক্ষক প্রশিক্ষণ (২৪৫ব্যাচ)

(গ) বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী স্থাপন ও উপকরণ সরবরাহ (মোট ১৫৫০৫টি)

i. উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড ধানের জাত প্রদর্শন;
ii. ধানের গুণগত বীজ উৎপাদন;
iii. গম উৎপাদন;
iv. ভুট্টা উৎপাদন;
v. বসত বাড়িতে সবজি ও ফল বাগান স্থাপন;
vi. স্কুল প্রাঙ্গণে সবজি ও ফল বাগান স্থাপন;
vii. ডাল জাতীয় ফসল (মসূর, মুগ, ছোলা, মাসকলাই) উৎপাদন;
viii. তৈলবীজ (সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, অন্যান্য) উৎপাদন;
ix. মসলা জাতীয় ফসল (কালজিরা, আদা, রসুন, পেয়াঁজ) উৎপাদন;
x. আলু উৎপাদন;
xi. তরমুজ, মিষ্টি আলু, শষা ও খিরা উৎপাদন;
xii. নিরাপদ (রাসায়নিক বালাইনাশক মুক্ত) সবজি উৎপাদন;
xiii. অপ্রচলিত মিশ্র ফল বাগান স্থাপন; এবং
xiv. খামারজাত সার, কম্পোষ্ট, ভার্মিকম্পোষ্ট

(ঘ) উদ্বুদ্ধকরণ সফর

(ঙ) কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

i. পাওয়ার টিলার-৮৮০টি
ii. এলএলপি-৮৮০টি
iii. পাওয়ার স্প্রেয়ার- ২০০টি
iv. ফুট পাম্প- ৮৮০টি
v. হ্যান্ড স্প্রেয়ার-৫২৮০টি
vi. পাওয়ার থ্রেসার-১০৫০টি

(চ) জেলা পর্যায়ে কৃষি প্রযুক্তি মেলা (৪৫টি)

প্রকল্পের বারটান অঙ্গের প্রধান কর্মসমূহ হচ্ছে-

(ক) প্রশিক্ষণ

i. পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (কৃষক/কৃষাণী) (১৭৫ ব্যাচ);
ii. পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ শিক্ষক/ এনজিও কর্মী/ ইমাম) (১৪৫ ব্যাচ); এবং
iii. পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (২৯ ব্যাচ)

(খ) পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা প্রচারণা-১৫০টি

প্রথম পর্যায়ে কম্পোনেন্টের গুরুত্ব অনুপাতে ২৯টি জেলা থেকে Random Sampling এর মাধ্যমে ১৪টি জেলা নির্বাচন করা হয়। একইভাবে নির্ধারিত জেলাসমূহ থেকে প্রতি জেলায় ২টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়। সকল শ্রেণীর কৃষক, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, হত দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলা, বিদ্যালয়, মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী এবং ব্যবসায়ীকে এই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্প থেকে তালিকা সংগ্রহ করে উত্তরদাতাগনকে Random Sampling এর মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রামকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পর্যায়ে Multi-Stage Sampling-এর অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। সর্বশেষে, প্রতিটি নির্ধারিত মডেল গ্রাম /কৃষক গ্রুপ থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খানা দৈবচয়নের মাধ্যমে (Randomly) নির্বাচন করা হয়। মূলতঃ নির্বাচিত খানাসমূহই হচ্ছে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য অত্র সমীক্ষার নমুনা একক (Sampling Unit)।

নমুনা আকার: দৈব চয়নে নির্বাচিত ১৪টি জেলায় মোট কৃষক গ্রুপের সংখ্যা ২৮৭ টি। এখন কম্পিউটার ভিত্তিক ক্যালকুলেটরে (http://www.raosoft.com/samplesize.html) নিচের সূত্র ব্যবহার করে নমুনা আকার ১৬৫ টি কৃষক গ্রুপ পাওয়া যায়। এরপর আনুপাতিক হারে নির্বাচিত জেলাসমূহে কৃষক গ্রুপ নির্বাচন করা হয়।

$x = Z(c/100)^2 r(100-r)$
$n = N\,x/((N-1)E^2 + x)$
$E = Sqrt[(N - n)x/n(N-1)]$

n: নমুনা আকার
E: মার্জিন অফ এররঃ ৫%
N: পপুলেশন সাইজঃ ২৮৭
c: কনফিডেন্স লেভেলঃ ৯৫%
Z(c/100): ক্রিটিকাল ভ্যালু
r: রেসপন্স ডিস্ট্রি বিউশনঃ ৫০%

নমুনা কৃষক গ্রুপের সংখ্যা নির্ধারণ করার পর দৈব চয়ন ভিত্তিতে প্রতি গ্রুপ হতে ২০ জন সদস্য নির্বাচন করা হয়। ১৪ টি জেলার নির্বাচিত উপজেলাভুক্ত প্রকল্প এলাকায় মোট ৩৩০০ জন উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ এলাকায় জেলা প্রতি ১৬৪-১৬৫ করে ২৩০০ জন উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে।
বিস্তারিত সারণি-৪ এ দেখান হয়েছেঃ

সারণি-৪ জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প এলাকার ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার নমুনার আকার ও বিন্যাস

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	কৃষক গ্রুপের সদস্য সংখ্যা (কৃষক গ্রুপের সংখ্যা **x** সদস্য সংখ্যা)	মোট কৃষক গ্রুপের শতকরা	কৃষক গ্রুপের নমুনাসংখ্যা	উত্তর দাতার সংখ্যা/ উপজেলা		মোট
						প্রকল্প এলাকা	নিয়ন্ত্রণ এলাকা	
ঢাকা	নেত্রকোনা	সদর, মোহনগঞ্জ	২১X৩৫=৭৩৫	৭.৩২%	১২	২৪০	১৬৪	৪০৪

	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া	১৯X৩৫=৬৬৫	৬.৬২%	১১	২২০	১৬৫	৩৮৫
	ময়মনসিংহ	ফুলপুর, হালুয়াঘাট	২৪X৩৫=৮৪০	৮.৩৬%	১৫	৩০০	১৬৫	৪৬৫
রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর, কাজিপুর	২৭X৩৫=৯৪৫	৯.৪১%	১৫	৩০০	১৬৫	৪৬৫
	বগুড়া	সোনাতলা, ধুনট	১৯X৩৫=৬৬৫	৬.৬২%	১১	২২০	১৬৪	৩৮৪
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী ও হাটহাজারী	৩০X৩৫=১০৫০	১০.৪৫%	১৭	৩৪০	১৬৫	৫০৫
	লক্ষীপুর	রায়পুর ও রামগতি	২০X২৫=৭০০	৬.৯৭%	১১	২২০	১৬৪	৩৮৪
সিলেট	হবিগঞ্জ	বাহুবল,বানিয়াচং	২২X৩৫=৭০০	৭.৬৭%	১৩	২৬০	১৬৪	৪২৪
	মৌলভীবাজার	জুড়ি, বড়লেখা	২২X৩৫=৭০০	৫.৯২%	১০	২০০	১৬৪	৩৬৪
রংপুর	রংপুর	গঙ্গাচড়া, পীরগঞ্জ	১৮X৩৫=৬৩০	৬.২৭%	১০	২০০	১৬৪	৩৬৪
	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ি, সাদুল্যাপুর	২০X৩৫=৭০০	৬.৯৭%	১১	২২০	১৬৪	৩৮৪
	কুড়িগ্রাম	উলিপুর, চিলমারি	২০X৩৫=৭০০	৬.৯৭%	১১	২২০	১৬৪	৩৮৪
খুলনা	মাগুড়া	শ্রীপুর, শালিখা	১৫X৩৫=৫২৫	৫.২৩%	৯	১৮০	১৬৪	৩৪৪
	বাগেরহাট	ফকিরহাট ও কচুয়া	১৫X৩৫=৫২৫	৫.২৩%	৯	১৮০	১৬৪	৩৪৪
মোট			২৮৭X৩৫=১০০৪৫	১০০%	১৬৫	৩৩০০	২৩০০	৫৬০০
FGD						১২ X ১০		১২০
KII						২৮X৩		৮৪
আঞ্চলিক কর্মশালা						২X৩০		৬০
জাতীয় কর্মশালা						১X৬০		৬০
সর্বমোট								৫৯২৪

সূত্র: ডিএই এর তথ্য অবলম্বনে

সারণি-৫ কর্মশালা, FGD এবং KII এর কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	কার্যক্রম						
				কর্মশালা সংখ্যা	তারিখ (সন ২০১৭)	FGD সংখ্যা	তারিখ	KII সংখ্যা	(প্রাপ্ত) KII সংখ্যা	তারিখ (সন ২০১৭)
১.	রংপুর	রংপুর	পীরগঞ্জ	১	০২ রা মে					
		গাইবান্ধা	পলাশবাড়ি					৬		২-৩রা এপ্রিল
			সাদুল্যাপুর					৬		
		কুড়িগ্রাম	উলিপুর					৬		৫-৬ই এপ্রিল
			চিলমারি					৬		

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	কার্যক্রম						
				কর্মশালা সংখ্যা	তারিখ (সন ২০১৭)	FGD সংখ্যা	তারিখ	KII সংখ্যা	(প্রাপ্ত) KII সংখ্যা	তারিখ (সন ২০১৭)
২.	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	১	৩০ শে এপ্রিল					
		লক্ষীপুর	রায়পুর					৬	৬	২৫-২৬ শে এপ্রিল
			রামগতি					৬	৬	
৩.	সিলেট	হবিগঞ্জ	বাহুবল			১	৭ই এপ্রিল			
			বানিয়াচং			১	৯ই এপ্রিল			
		মৌলভীবাজার	জুড়ি					৬	৬	১৯-২১শে এপ্রিল
			বড়লেখা					৬	৬	
৪.	খুলনা	বাগেরহাট	ফকিরহাট			১	৫ই এপ্রিল			
			কচুয়া			১	১১ই এপ্রিল			
		মাগুড়া	শ্রীপুর					৬	৬	১০-১২ই এপ্রিল
			শালিখা					৬	৬	
৫.	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর			১	১০ই এপ্রিল			
			কাজিপুর			১	৪ঠা এপ্রিল			
		বগুড়া	সোনাতলা					৬	৬	১৮-২০ শে এপ্রিল
			ধুনট					৬	৬	
৬.	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া			১				
			টুঙ্গিপাড়া			১	১৬ই এপ্রিল			
		নেত্রকোনা	সদর			১				
			মোহনগঞ্জ			১	১৭ই এপ্রিল			
		ময়মনসিংহ	ফুলপুর					৬	৬	

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	কার্যক্রম						
				কর্মশালা সংখ্যা	তারিখ (সন ২০১৭)	FGD সংখ্যা	তারিখ	KII সংখ্যা	(প্রাপ্ত) KII সংখ্যা	তারিখ (সন ২০১৭)
			হালুয়াঘাট					৬	৬	২৪-২৬শে এপ্রিল
মোট				২		১০		৮৪	৮৪	

২.৮ গুণগত (Qualitative) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহঃ গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সমীক্ষার কর্ম-পদ্ধতিতে **(Methodology)** বর্ণিত ৪টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ঃ

(ক) Documents পর্যালোচনাঃ

প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি, প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্য মাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতির তুলনা ইত্যাদি ছাড়া ও প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্যে মূলতঃ প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও আইএমইডি ও প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে অন্যান্য প্রতিবেদন যথা: আইএমইডির প্রতিবেদন, প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্পের ক্রয়-প্রক্রিয়া পরীক্ষা করার জন্যে প্রকল্পের সেবা (Service) ও মালামাল (Goods) ক্রয়-এর ডক্যুমেন্ট সমূহ পর্যালোচনা করা হয়। এজন্য সংযুক্তি-৪ এ বর্ণিত চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.৯ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগঃ

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রী ধারী যাদের তথ্য সংগ্রহে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ২০ জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করা হয়। তথ্য সংগ্রহ কারীদের কাজ তদারকির জন্য ১ জনকে সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়।

২.১০ উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ :

পরিমাণগত অংশের জন্য প্রথমে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ প্রশ্নমালার সাহায্যে (পরিশিষ্ট ১.১ ও ১.২) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এরপর সংগৃহীত অপরিমার্জিত তথ্য-উপাত্ত সমূহ পরিমার্জন করা হয় এবং কম্পিউটারে Entry করার লক্ষ্যে কোডিং করা হয়। তথ্য-উপাত্ত নিবেশন এবং প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের জন্যে কম্পিউটার মডেল প্রোগ্রাম SPSS প্যাকেজ ব্যবহৃত হয় এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়।

গুণগত অংশের জন্যে অবশিষ্ট ৪টি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহকারীগণ এবং সমন্বয়কারী প্রশ্নমালা, নির্দেশিকা এবং চেক-লিস্টের সাহায্যে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত সমূহ কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। তথ্য-সংগ্রহকারী কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের **KII** তদারকি করেন।

২.১১ FGD

প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বর্তমান অবস্থা, এর সাথে বর্তমান জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী কীভাবে এ প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হচ্ছে, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা গ্রহণের জন্য

পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর (সুফলভোগী, কৃষক, নারী এবং প্রকল্পের সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মোট ১০ টি FGD আয়োজন করা হয়।

২.১২ KII

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন, প্রকল্পের অবকাঠামো সমূহের গুণগতমান ও পরিমাণ/সংখ্যা, ক্রয় পদ্ধতি, প্রকল্পের কার্যক্রমের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি, সময়মত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে কী না, প্রকল্পটি আরো বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার নিমিত্ত প্রকল্পের নকশা উন্নয়নে আরো কিছু প্রয়োজন আছে কী না তা যাচাই ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং সুফলভোগী কৃষক দলনেতাসহ ৮৩ জন KII এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া নির্বাচিত ২৮ টি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের স্থানীয় গন্যমান্য ও পেশাজীবীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

২.১৩ বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা :

বিভাগীয় পর্যায়ে দুইটি (চট্টগ্রাম ও রংপুর) কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রকল্পভূক্ত সুফলভোগী দলের বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সদস্য কৃষক-কৃষাণী এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

২.১৪ মুদ্রিত রচনাবলী/ডকুমেন্টস পর্যালোচনা :

প্রকল্পের ডকুমেন্টস যথা ডিপিপি, প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং প্রারম্ভিক সমীক্ষা তথ্য ও পূর্বের প্রকল্পের মূল্যায়ন জরিপের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.১৫ পিপিএ -২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ :

মালামাল, নির্মাণ ও সেবা ক্রয়ে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কী না এবং টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে কোন ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মালামাল, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ের প্রধান প্রধান কয়েকটি প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সম্পদিত কাজের গুনগত মান তথা টেন্ডারের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়েছে কী না সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.১৬ তথ্য সংগ্রহের মান নিয়ন্ত্রণ :

গুণগতমানসম্পন্ন তথ্য যে কোন সমীক্ষারই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার ওপর নির্ভর করে একটি গুণগত মানের প্রতিবেদন। গুণগতমানের তথ্য প্রবাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ নিবিড় পরিবীক্ষণের তথ্য সংগ্রহ থেকে যাচাই ও বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্বসহ প্রতি ধাপে কাজ করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

২.১৭ তথ্য সংগ্রহ :

তথ্য সংগ্রহকারীগণ প্রাপ্ত তথ্য প্রতিদিন শেষে সংশোধন ও কোডিং করতেন। এ সময় তথ্যে কোন অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নিতেন।

২.১৮ তথ্য যাচাই :

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যগুলো পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তরে যাচাই করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রেখে তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিবীক্ষণের টিম লিডার ও অন্যান্য পরামর্শক তথ্য সংগ্রহকারীদের কাজের নমুনা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এছাড়া প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পরিচালক, কৃষক গ্রুপ, পুষ্টি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকদের সাথে খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টি উন্নয়নের বর্তমান অবস্থা বিশেষ করে কোন সমস্যা আছে কী না সে ব্যাপারে মত বিনিময় করেন। এছাড় টেন্ডার ডকুমেন্টস পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং টেন্ডার ডকুমেন্টস এ বর্ণিত ও সমাপ্ত কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কী না তা যাচাই করা হয়েছে।

২.১৯ অবজারভেশন চেক লিস্ট :

কৃষক গ্রুপের সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎ গ্রহণকারী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং ক্ষেত্র বিশেষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টদের সহায়তা নিয়ে এ কাজ সম্পাদন করেছেন।

২.২০ সুফলভোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দলিলাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ও তার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কী না তা যাচাই, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন সুফলভোগীর সাথে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২.২১ প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা:

প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সবল ও দুর্বল দিক, প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ অর্থ অবমুক্তি, বিভিন্ন কার্যক্রমের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২.২২ এডিটিং ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ:

পূরণকৃত প্রশ্নাবলী সমূহকে প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে Tabulation Plan করা হয়েছে। নিম্নোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ক) প্রশ্নাবলী সম্পাদনা ও কোডিং: কম্পিউটারে অন্তর্ভূক্তির পূর্বে প্রতিটি প্রশ্নপত্রকে সম্পাদনা ও কোডিং করা হয়েছে।
খ) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ: সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য কম্পিউটারে ডেটাবেজ তৈরি করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে SPSS প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে ।

২.২৩ SWOT বিশ্লেষণ:

প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ অনুশীলন থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং SWOT বিশ্লেষণ এর ক্ষেত্রে Brain Storming পদ্ধতিটি মাঠ পর্যায়ে অনুশীলন করা হয়েছে। এ অনুশীলনের অংশগ্রহণকারী হিসেবে প্রকল্পের সুফলভোগী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মীদেরকে চিহ্নিত ও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় :
প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

TOR-২: প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক এবং সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ভৌত ও আর্থিক)

৩.১ ডিএই অঙ্গে ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পের ৬টি বিভাগে, ২৯টি জেলায়, ৮৮টি উপজেলায় ৮৩৮টি ইউনিয়নে ও ৪৬টি পৌরসভায় ৮৮০ টি কৃষক গ্রুপ বা আদর্শ গ্রাম স্থাপন করা হয়েছে। এই গ্রুপের মাধ্যমে প্রকল্পের সামগ্রিক কর্মকান্ড সম্পাদন করা হচ্ছে।

সারণি-৬ প্রকল্পে সুবিধাভোগী কৃষক গ্রুপের সংখ্যা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	পৌরসভা	মোট	কৃষক গ্রুপের সংখ্যা	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
ঢাকা	১০টি	৩২টি	৩১৬	১৯	৩৩৫	৩৩৫	৮৮০	১০০
চট্টগ্রাম	৫	১০	৯৮	৬	১০৪	১০৩		
সিলেট	৪	১৩	১১৫	৩	১১৮	১১৮		
রংপুর	৫	১৯	১৮৫	৭	১৯২	১৯২		
রাজশাহী	৩	৯	৮৬	৮	৯৪	৯৪		
খুলনা	২	৫	৩৮	-	৩৮	৩৮		
মোট =	২৯	৮৮	৮৩৮	৪৩	৮৮১	৮৮০		

উৎস : লিখিতভাবে ডিএই থেকে এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত

উপরি উক্ত সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ঢাকা বিভাগে কৃষক গ্রুপের সংখ্যা (৩৩৫) সবচেয়ে বেশি এবং খুলনা বিভাগে সবচেয়ে কম (৩৮)। এখানে উল্লেখ্য যে, ৮৮০টি কৃষক গ্রুপ গঠন ছাড়াও বিদ্যমান ১৫৭টি কৃষক গ্রুপের কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য প্রত্যেক গ্রুপকে যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষন এবং তহবিল পূনর্গঠনের বিষয়ে প্রশিক্ষন দেয়া হয়। কৃষক গ্রুপ গঠন ও পরিচালনা এবং কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নির্দেশিকা রয়েছে। প্রকল্পের ডকুমেন্ট এবং মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে, কৃষক গ্রুপ গঠনের ক্ষেত্রে নির্দেশিকায় বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণ করে করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের অগ্রগতি: ডিএই অঙ্গে প্রশিক্ষণের অগ্রগতি ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রার ৫৫.৮৬%। তবে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ অপ্রতুল (২০%)। [সারণি-৭]

সারণি-৭ ডিএই অঙ্গের প্রশিক্ষণ প্রদানের অগ্রগতি

প্রশিক্ষণের নাম	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা (ব্যাচ সংখ্যা)	অর্জন ব্যাচ সংখ্যা (এপ্রিল'১৭ পর্যন্ত)	অগ্রগতি (%)	অংশগ্রহনকারী	প্রশিক্ষণের স্থান
প্রযুক্তি ভিত্তিক কৃষক প্রশিক্ষণ	২০০০	১২৪৭	৬২.৩৫	কৃষক/কৃষাণী	উপজেলা পর্যায়
নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ	৪১৬	৮৪	২০	কৃষক/কৃষাণী	জেলা পর্যায়
উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	২২০	১৪৩	৬৫	এসএএও	জেলা পর্যায়
কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	৩৫	১৮	৫১.৪৩	কৃষি অফিসার	সদর দপ্তর
মোট	২৬৭১	১৪৯২	৫৫.৮৬		

উৎস : লিখিতভাবে ডিএই থেকে এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত

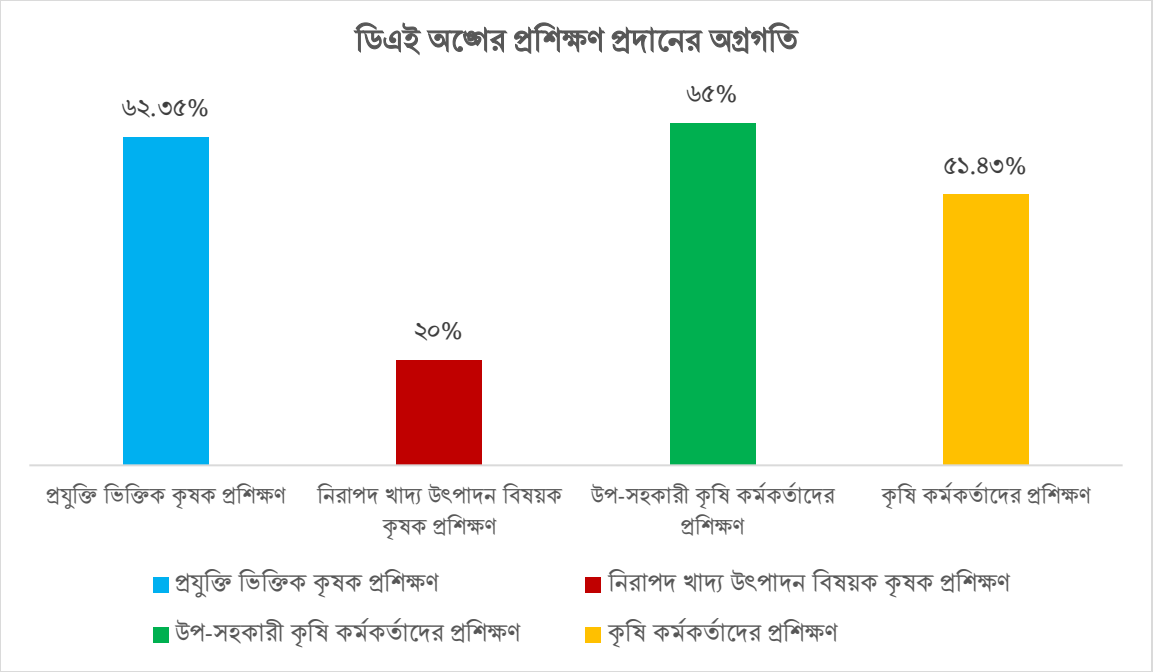

লেখচিত্র- ১ ডিএই অঞ্চের প্রশিক্ষণ প্রদানের অগ্রগতি

প্রদর্শনীর অগ্রগতি: ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদর্শনী কার্যক্রম করা হচ্ছে। এদের মধ্যে উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড ধানের জাত প্রদর্শন, ধানের গুণগত বীজ উৎপাদন, গম উৎপাদন, ভুট্টা উৎপাদন, বসতবাড়িতে সবজী ও ফলবাগান স্থাপন, স্কুল প্রাঙ্গণে সবজী ও ফল বাগান স্থাপন ইত্যাদি। নিরাপদ সবজী উৎপাদন ৩৮%, অপ্রচলিত মিশ্র ফলবাগান স্থাপন ৮৮%, অপ্রতুল অগ্রগতি হয়েছে নিরাপদ সবজী উৎপাদন ৩৮%, তরমুজ, মিষ্টি কুমড়া, শসা উৎপাদন ও মশলা জাতীয় ফসল উৎপাদন ৪৫%। এদিকে বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রদর্শনী কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। [সারণি-৮]

সারণি-৮ ডিএই অঞ্চের প্রদর্শনীর অগ্রগতি

প্রদর্শনীর নাম	**প্রদর্শনীর (ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা)**	**প্রদর্শনী স্থাপন (সংখ্যা) (এপ্রিল'১৭ পর্যন্ত)**	**অর্জন** (%)
উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড ধানের জাত প্রদর্শন	১২০০	৭৯৬	৬৬
ধানের গুণগত বীজ উৎপাদন	১০০০	৬৩৮	৬৪
গম উৎপাদন	৬০০	৪৫০	৭৫
ভুট্টা উৎপাদন	৬৫০	৫২৮	৮১
বসত বাড়িতে সবজি ও ফল বাগান স্থাপন	৪৬০০	২৮৭১	৬২
স্কুল প্রাঙ্গণে সবজি ও ফল বাগান স্থাপন	৪০০	২৮৮	৭২
ডাল জাতীয় ফসল (মসূর, মুগ, ছোলা, মাসকলাই)উৎপাদন	৮০০	৫৩৮	৬৭
তৈলবীজ (সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, অন্যান্য) উৎপাদন	৮০০	৬০৬	৭৬
মসলা জাতীয়ফসল (কালজিরা, আদা, রসুন, পেয়াঁজ) উৎপাদন	১০০০	৪৫১	৪৫
আলু উৎপাদন	৫২৫	৩৫০	৬৭
তরমুজ, মিষ্টি আলু, শষা ও খিরা উৎপাদন	১০০০	৪৫০	৪৫
নিরাপদ (রাসায়নিক বালাইনাশক মুক্ত) সবজি উৎপাদন	১৩০০	৫০০	৩৮
অপ্রচলিত মিশ্র ফল বাগান স্থাপন	৬৩০	৫৫৬	৮৮
খামারজাত সার, কম্পোস্ট, ভার্মিকম্পোস্ট	১০০০	৭২৫	৭৩
মোট	**১২০৫৫**	**৭৩৩৫**	**৬০.৮৪**

উৎস : লিখিতভাবে ডিএই থেকে এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত

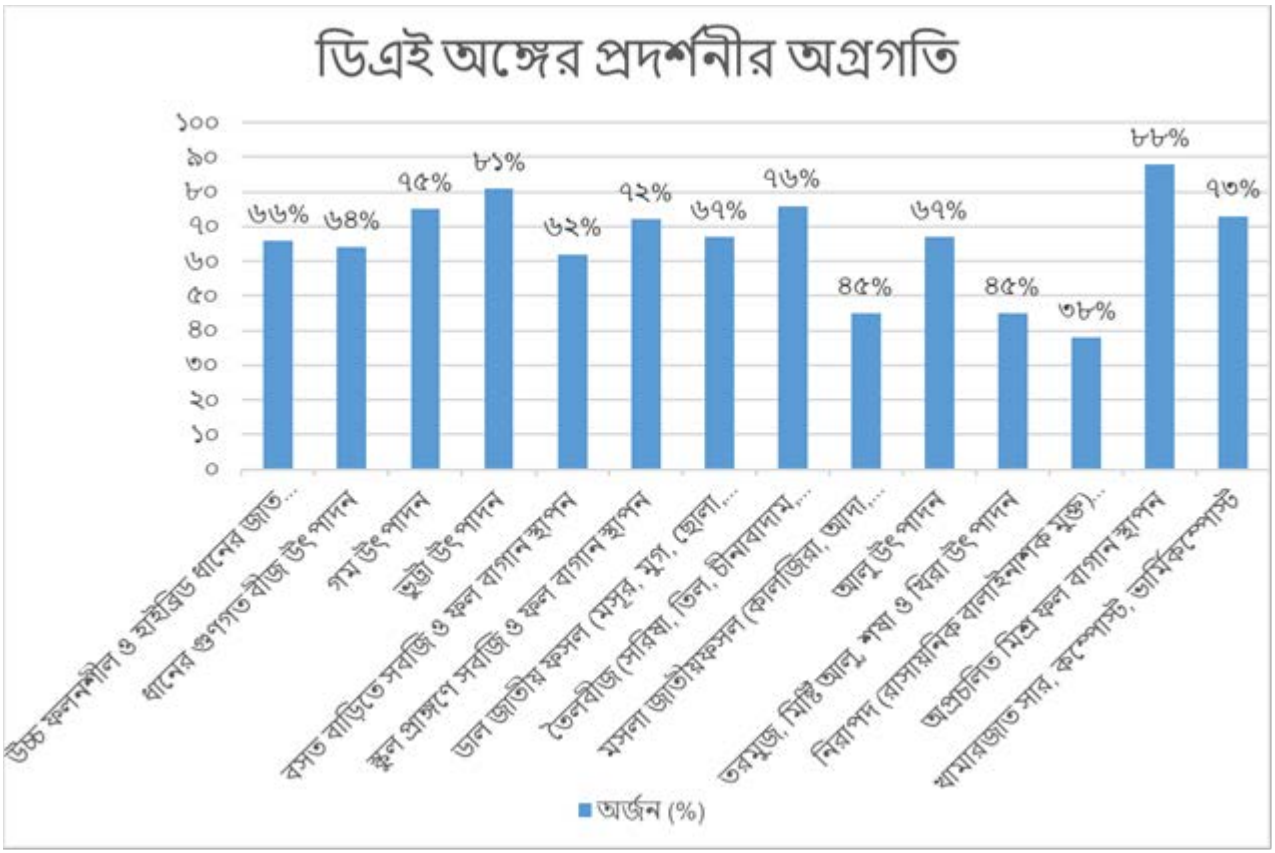

লেখচিত্র-২: ডিএই অঙ্গের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি

উদ্বুদ্ধকরণ সফর : ডিপিপি বরাদ্দ ৭২ ব্যাচ উদ্বুদ্ধকরণ সফরের মধ্যে ৪৭ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে, অগ্রগতি ৬৫%। [সারণি-৯]

সারণি-৯ উদ্বুদ্ধকরণ সফর এর অগ্রগতি

উদ্বুদ্ধকরণ সফর নাম	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (এপ্রিল'১৭ পর্যন্ত)	অগ্রগতি (%)	অংশগ্রহণকারীর (সংখ্যা)
কর্মকর্তা (লোকাল)	১২ ব্যাচ	৭	৫৮	১২০
কর্মকর্তা (বিদেশ)	৫ ব্যাচ	৪	৮০	২০
উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	১৫ ব্যাচ	১১	৭৩	৩৩০
কৃষক	৪০ ব্যাচ	২৫	৬৩	৭৫০
মোট	**৭২**	**৪৭**	**৬৫**	

উৎস : লিখিতভাবে ডিএই থেকে এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত

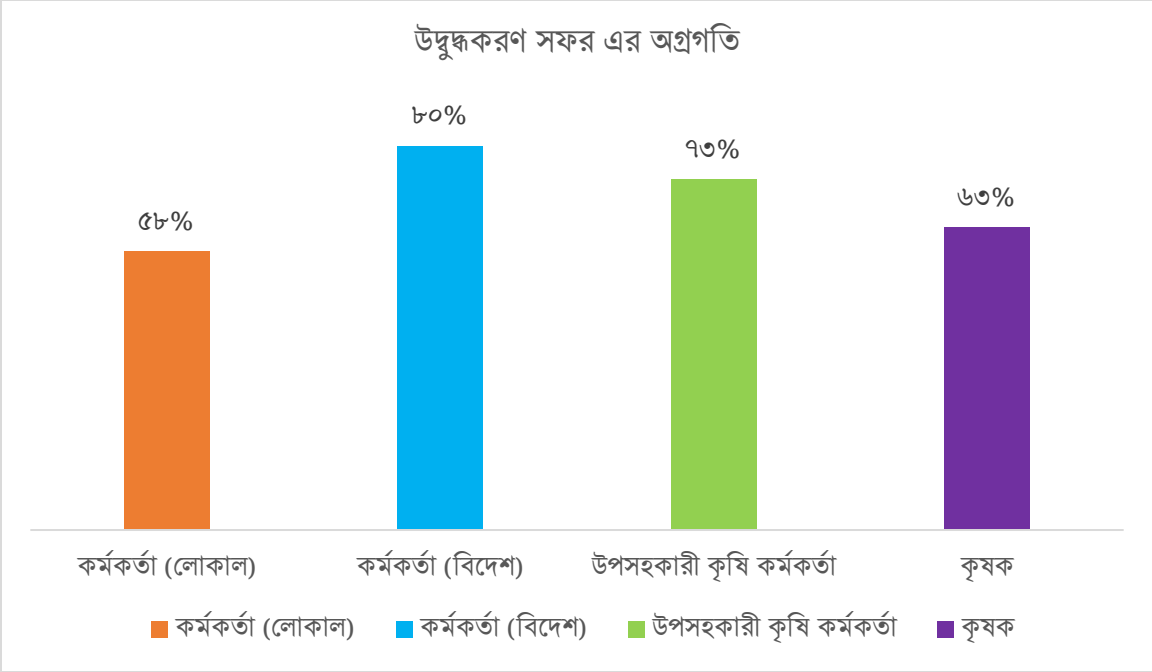

লেখচিত্র ৩:উদ্বুদ্ধকরণ সফরের অগ্রগতি

কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের অগ্রগতি: পাওয়ার টিলার, হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ফুট পাম্প, পাওয়ার থ্রেসার এবং পাওয়ার স্প্রেয়ার ১০০% সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু অর্থের অপ্রতুলতার কারনে এলএলপি সরবরাহের অগ্রগতি ৯২%। [সারণি-১০]

সারণি-১০ কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের অগ্রগতি :

কৃষি যন্ত্রপাতি নাম	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা) (এপ্রিল'১৭ পর্যন্ত)	অগ্রগতি (%)	উপজেলার সংখ্যা
পাওয়ার টিলার	৮৮০	৮৮০	১০০	৮৮
হ্যান্ড স্প্রেয়ার	৫২৮০	৫২৮০	১০০	৮৮
ফুট পাম্প	৮৮০	৮৮০	১০০	৮৮
পাওয়ার থ্রেসার	১০৫০	১০৫০	১০০	৮৮
পাওয়ার স্প্রেয়ার	২০০	২০০	১০০	৫৫
এলএলপি	৮৮০	৮০৯	৯২	৮০

উৎস : লিখিতভাবে ডিএই থেকে এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, ৩৩৩ টি পাওয়ার টিলার সরবরাহ করা হয়েছে ৩১/০৪/২০১৫ সালে। বাকী ৫৪৭ টি পাওয়ার টিলার সরবরাহ করা হয়েছে ২১/০৭/২০১৬ সালে। প্রায় এক বছর পর এগুলি কৃষকের হাতে গিয়ে পৌঁছায় যা প্রায় এক থেকে দুই বছর পরে কৃষকের উপকারে আসে। একইভাবে অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ বিলম্বিত হয়েছে। তবে প্রকল্পের ডকুমেন্ট এবং মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে, কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের ক্ষেত্রে নির্দেশিকায় বিদ্যমান নীতিমালা (কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, কমিটির কার্য পরিধি, যন্ত্রপাতি বিতরণ ও ব্যবহার, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন, বরাদ্দ ও সংরক্ষণ, তহবিল ব্যবহারের নিয়ম ইত্যাদি) অনুসরণ করে করা হয়েছে।

কৃষি মেলা আয়োজনের অগ্রগতি : ডিপিপি বরাদ্দকৃত কৃষি মেলা আয়োজন ৬৪% সম্পন্ন হয়েছে। [সারণি -১১]

সারণি -১১ কৃষি মেলা আয়োজনের অগ্রগতি

ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা)	অগ্রগতি (%)	স্টল দর্শনার্থীর সংখ্যা
৪৫	২৯	৬৪	৩২৫৩০ জন

উৎস : লিখিতভাবে ডিএই থেকে এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত

জনশক্তি নিয়োগের অগ্রগতি : প্রকল্পে বরাদ্দকৃত সকল জনশক্তি ডিএই নিয়োগ করেছে। [সারণি-১২]

সারণি-১২ জনশক্তি নিয়োগের অগ্রগতি

পদবী	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা)	অগ্রগতি (%)	নিয়োগের তারিখ	নিয়োগ পদ্ধতি
প্রকল্প পরিচালক	১	১	১০০	৭/১/১৫	ডেপুটেসন
উপ প্রকল্প পরিচালক	১	১	১০০	১০/২/১৫	ডেপুটেসন
মনিটরিং কর্মকর্তা	১	১	১০০	১৫/৪/১৫	ডেপুটেসন
এ্যাকাউন্টেন্ট / ক্যাশিয়ার	১	১	১০০	১/৪/১৫	সরাসরি নিয়োগ
গাড়ি চালক	২	২	১০০	১/৪/১৫	আউটসোর্সিং
এম এল এস এস	১	১	১০০	১/৪/১৫	আউটসোর্সিং

উৎস : লিখিতভাবে ডিএই থেকে এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত

পর্যবেক্ষন: প্রকল্পটি জুন,২০১৪ সালে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসনিক জটিলতার কারনে অর্থ বরাদ্দ বিলম্বিত হওয়ায় জনবল নিয়োগ সঠিক সময়ে করা সম্ভব হয়নি।

৩.২ বারটান অঙ্গের ভৌত অগ্রগতি

অঙ্গের কর্মশালা/সেমিনার/ সচেতনতা প্রচারণা এর অগ্রগতি : পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা প্রচারণা ৩৯% সম্পন্ন হয়েছে। এ ব্যাপারে বারটানের আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন করা বাঞ্ছনীয়। [সারণি-১৩]

সারণি-১৩ কর্মশালা/সেমিনার/ সচেতনতা প্রচারণা এর অগ্রগতি

কর্মশালা / সেমিনার নাম	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা) (এপ্রিল'১৭ পর্যন্ত)	অগ্রগতি (%)	কর্মশালার স্থান
প্রারম্ভিক কর্মশালা	০১	১	১০০	মিল্কি অডিটরিয়াম
পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা প্রচারণা	১৫০	৫৮	৩৯	মিল্কি অডিটরিয়াম
সমাপনী কর্মশালা	০১			২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত হবে

উৎস : লিখিতভাবে বারটান থেকে এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত

পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের অগ্রগতি : পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের অগ্রগতি শতকরা ৫৯ ভাগ। বাকী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা অতীব জরুরী। [সারণি-১৪]

সারণি-১৪ পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের অগ্রগতি

প্রশিক্ষণের নাম	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (সংখ্যা) (এপ্রিল'১৭ পর্যন্ত)	অগ্রগতি (%)	অংশগ্রহন কারী	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী
পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৭৫ ব্যাচ	৯৪	৫৪	২৮২৫	কৃষক
পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৪৫ ব্যাচ	৯৭	৬৭	২৯৩১	উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ শিক্ষক/ এনজিও কর্মী/ ইমাম
পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	২৯ ব্যাচ	১৫	৫২	৪৫৪+৩০=৪৮৪	বিসিএস কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইমাম ও এনজিও বিষয়ক কর্মী
মোট	৩৪৯	২০৬	৫৯		

উৎস : লিখিতভাবে বারটান থেকে এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত

জনশক্তি নিয়োগের অগ্রগতি: সকল জনশক্তি বারটান অঙ্গে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক অবসরে যাওয়ার ফলে জনাব জ্যোতিলাল বড়ুয়া বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপক দায়িত্ব পালন করছেন। অফিস সহকারীর পদ খালি থাকা সত্বেও এখন পর্যন্ত নিয়োগের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। [সারণি-১৫]

সারণি-১৫ বারটান অঙ্গের জনশক্তি নিয়োগের অগ্রগতি

পদবী	লক্ষ্য মাত্রা (ডিপিপি লক্ষ্য)	অর্জন (সংখ্যা)	অগ্রগতি (%)	নিয়োগের তারিখ	নিয়োগ পদ্ধতি	মন্তব্য
প্রকল্প ব্যবস্থাপক	১	১	১০০	৫/২/১৫	ডেপুটেসন	
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১	১	১০০	২/৮/১৫	ডেপুটেসন	
অফিস সহকারী/ কম্পিউটার টাইপিস্ট	১	হয় নাই	হয় নাই	হয় নাই	সরাসরি নিয়োগ	
গাড়ি চালক	১	১	১০০	৪/৫/১৫	আউটসোর্সিং	
এম এল এস এস	১	১	১০০	৭/৫/১৫	আউটসোর্সিং	
পরামর্শক পুষ্টি বিশেষজ্ঞ	১	প্রক্রিয়াধীন			পি পি আর ২০০৮ অনুযায়ী	

পর্যবেক্ষন: প্রকল্পটি জুন,২০১৪ সালে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসনিক জটিলতার কারনে অর্থ বরাদ্দ বিলম্বিত হওয়ায় জনবল নিয়োগ সঠিক সময়ে করা সম্ভব হয়নি।

৩.৩ ডিএই অঙ্গের আর্থিক অগ্রগতি

(ক) প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি: ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দ ছিল ৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ১০০ ভাগ। ২০১৫-১৬ সাল পর্যন্ত অগ্রগতি হয়েছে ১০০ ভাগ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত অগ্রগতি হয়েছে ৯৫ ভাগ। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭২.০৭ ভাগ যা সন্তোষজনক।

সারণি-১৬ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/আরএডিপি	প্রকৃত অর্থ বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	প্রকৃত ব্যয়		মন্তব্য
				আর্থিক(%)	ভৌত (%)	
২০১৪-১৫	৪০৫.০০	৪০৫.০০	৪০৫.০০	৪০৪.৫৭ (৯৯.৮৯%)	১০০	
২০১৫-১৬	২১০০.০০	২১০০.০০	২০৯১.৫০	২০৮৭.১৯ (৯৯.৩৯%)	১০০	
২০১৬-১৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২২৬৫.৩৪ (৯০.৬১%)	৯৫	এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				৪৭৫৭.১ (৭২.০৭%)	৭৫	

উৎস: লিখিতভাবে ডিএই থেকে এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত

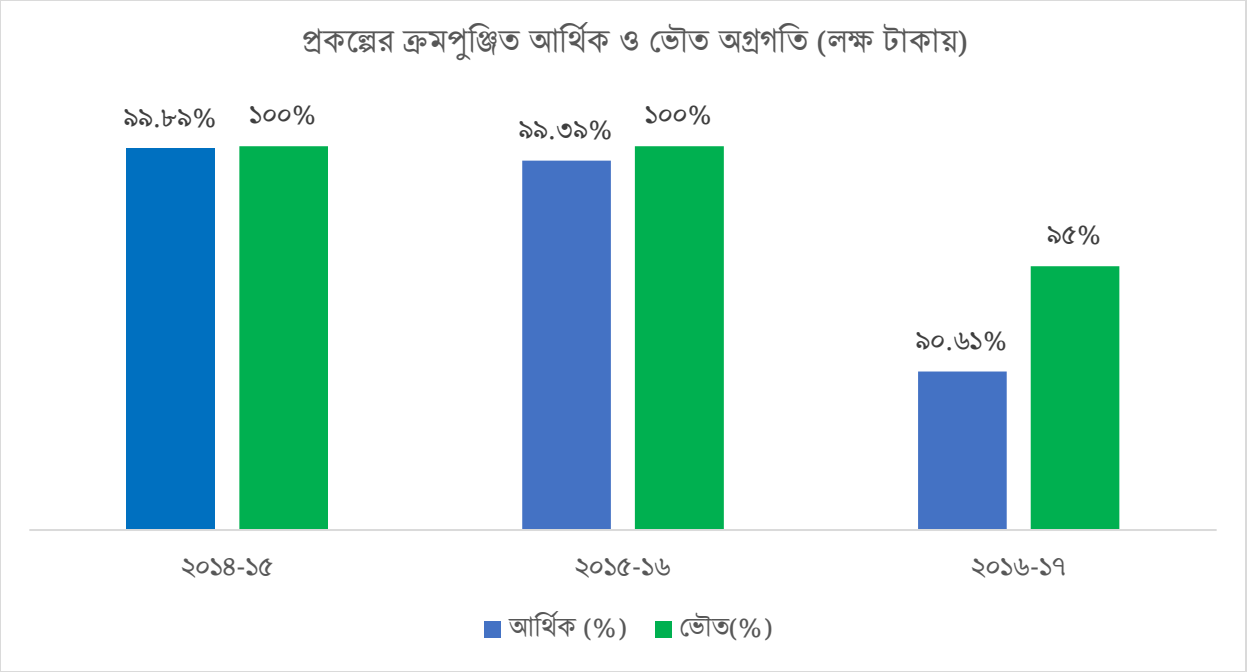

লেখচিত্র ৪ – প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

সারণি-১৭ আনুমানিক ভৌত অগ্রগতি (Estimated Cost): (লক্ষ টাকায়)

		মোট	টাকা	প্রকল্পের মোট ভৌত অগ্রগতি (%)
ক)	i. মূল	৬,৬০০.০০	৬,৬০০.০০	৭৫%
	ii. সংশোধিত	--	--	
খ)	২০১৬ এর জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২৪৯১.৭৬	২৪৯১.৭৬	
গ)	চলতি বছরের বরাদ্দ ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	২,৫০০.০০	২,৫০০.০০	
ঘ)	চলতি মাসের অগ্রগতি (এপ্রিল-২০১৭)	৪৭৬.১৭	৪৭৬.১৭	
ঙ)	বছরের চলতিমাস পর্যন্ত অগ্রগতি (এপ্রিল-২০১৭)	২২৬৫.৩৪	২২৬৫.৩৪	
চ)	চলতি মাস পর্যন্ত ছাড়কৃত তহবিল	২৫০০.০০	২৫০০.০০	

সর্বোপরি ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি হয়েছে শতকরা ৭৫ ভাগ।

সারণি-১৮ প্রকল্পের মূল উপাদান এবং এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের উপাদান (পরিমান)	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	জুন '১৬ পর্যন্ত অর্জন		বর্তমান বছরের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২০১৭		বর্তমান বছরের এপ্রিল '১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			আর্থিক	ভৌত (%উপাদান)	আর্থিক	ভৌত (%উপাদান)	আর্থিক (% উপাদান)	ভৌত (%উপাদান)
০১	কর্মকর্তার বেতন	৬৫.০০	২২.৪৬	০.৩৪	২০.৫০	০.৮২	১৪.৭২	০.৫৯
০২	কর্মচারীর বেতন	১৩.০০	২.৫১	০.০৪	২.২৫	০.০৯	১.৮৬	০.০৭
০৩	ভাতা	৮০.০০	১৪.৫৪	০.২২	১৬.০০০	০.৬৪	১২.৩২৬	০.৪৯
০৪	প্রশিক্ষণ (কৃষক, SAAO & অফিসার)	১২৪৫.২৩	৪৫৯.৪৭	৬.৯৬	২২৮.১৯	৯.১৩	১২৬.০২	৫.০৪

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের উপাদান (পরিমান)	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	জুন '১৬ পর্যন্ত অর্জন		বর্তমান বছরের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২০১৭		বর্তমান বছরের এপ্রিল '১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			আর্থিক	ভৌত (%উপাদান)	আর্থিক	ভৌত (%উপাদান)	আর্থিক (% উপাদান)	ভৌত (%উপাদান)
০৫	পরিকল্পনা / পর্যালোচনা / সমাপনী কর্মশালা	৬৭.০০	২১.৪০	০.৩২	১১.০০	০.৪৪	৪.৪০	০.১৮
০৬	কৃষিমেলা	৬৭.৫০	১৫.০০	০.২৩	২৮.৫০	১.১৪	২৮.৫০	১.১৪
০৭	উদ্বুদ্ধকরণ সফর	৩৩২.১৮	১১৫.৮৪	১.৭৬	১১৫.৩৭	৪.৬১	৩৪.৫৭	১.৩৮
০৮	জনবল নিয়োগ	২৫.০০	৬.৯৭	০.১১	৬.৫০	০.২৬	৬.৩১	০.২৫
০৯	প্রকল্প পর্যবেক্ষণ/মধ্যবর্তী মূল্যায়ণ/ প্রভাব মূল্যায়ণ	১২০.০০	৬৪.০০	০.৯৭	১৭.০০	০.৬৮	৯.৬০	০.৩৮
১০	বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী	৬৯৪.৪৫	২৭৩.০১	৪.১৪	১৬৫.০১	৬.৬০	১৬৫.০০	৬.৬০
১১	কৃষক গ্রুপ গঠন/ বর্তমান কৃষক গ্রুপকে শক্তিশালী করণ	১৭৬.০০	৬৩.৭৯	০.৮৭	৩৯.৯১	১.৬০	২৭.৩৫	১.০৯
১২	অন্যান্য	২৭৩.৫৭	৮২.২০	১.২৫	৪৫.৭৭	১.৮৩	৩১.৬৪	১.২৭
১৩	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২৩.০০	৬.৭০	০.১০	৪.০০	০.১৬	৩.০৪	০.১২
১৪	মূলধনী খরচ (কৃষিযন্ত্র/যানবাহন/অফিস যন্ত্র/ আসবাবপত্র)	৩১৯৩.০৭	১৩৪৩.৮৭	২০.৩৬	১৮০০.০০	৭২.০০	১৮০০.০০	৭২.০০
১৫	সম্ভাব্য ও ভৌত মূল	২২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট:	**৬৬০০.০০**	**২৪৯১.৭৬**	**-**	**২৫০০.০০**	**১০০.০০**	**২২৬৫.৩৪**	**৯৫%**
							৯০.৬১%	

মন্তব্য: আর্থিক এবং ভৌত অগ্রগতি ডিএই অঙ্গে সন্তোষজনক।

৩.৪ বারটান অঙ্গের আর্থিক অগ্রগতি : ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৯৫ লক্ষ টাকা। অগ্রগতি ৯৫%। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ১৩৩ লক্ষ টাকা। অগ্রগতি ৯৯ %। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ এডিপির পরিমাণ ১৬০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল পর্যন্ত অগ্রগতি ৮৯%।

(ক) প্রকল্পের ক্রম পুঞ্জিত আর্থিক ও ভৌতঅগ্রগতি

সারণি-৯ (ক) প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/আরএডিপি	প্রকৃত অর্থ বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	অর্জন		মন্তব্য
				আর্থিক(%)	ভৌত(%)	
২০১৪-১৫	৯৫.০০	৯৫.০০	৯৫.০০	৯০.৩৯ (৯৫.১৮%)	৯৫.১৪%	
২০১৫-১৬	১৩৩.০০	১৩৩.০০	১৩৩.০০	১৩২.০৬ (৯৯.২৯%)	৯৯.২৯%	
২০১৬-১৭	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১২৫.১৪ (৭৮.২১%)	৭৯.০০%	এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				৩৪৭.৮২ (৪৯.৬৮%)	৫১.০০%	

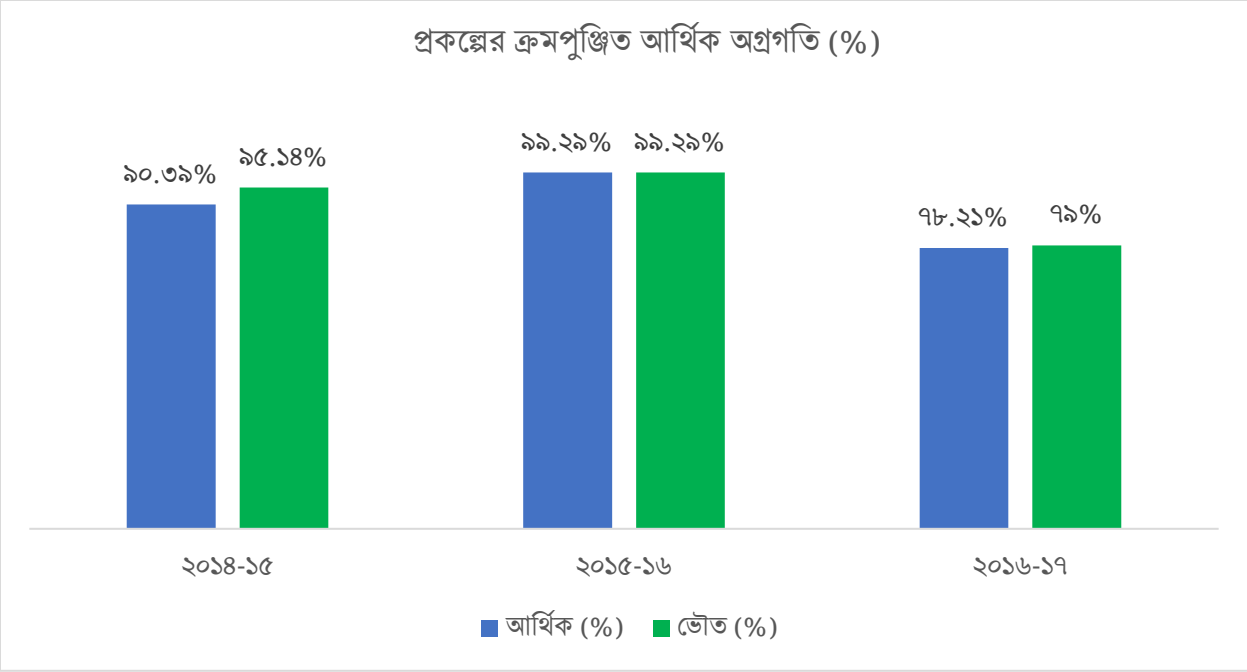

লেখচিত্র ৫ – প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (শতকরায়)

(খ) আনুমানিক ভৌত অগ্রগতি (Estimated Cost):

সারণি-১৯ আনুমানিক ভৌত অগ্রগতি (Estimated Cost):

(লক্ষ টাকায়)

		মোট	টাকা	প্রকল্পের মোট ভৌত অগ্রগতি (%)
ক)	i. মূল	৭০০.০০	৭০০.০০	৫১%
	ii. সংশোধিত	--	--	
খ)	২০১৬ এর জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	৩২২.৪৫	৩২২.৪৫	
গ)	চলতি বছরের বরাদ্দ ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	১৬০.০০	১৬০.০০	
ঘ)	চলতি মাসের অগ্রগতি (এপ্রিল-২০১৭)	১৩.৩৩	৯.৫৩	
ঙ)	বছরের চলতিমাস পর্যন্ত অগ্রগতি (এপ্রিল-২০১৭)	১২৫.১৪	১২৫.১৪	
চ)	চলতি মাস পর্যন্ত ছাড়কৃত তহবিল	১৬০.০০	১৬০.০০	

(গ) প্রকল্পের মূল উপাদান এবং এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ

সারণি-২০ প্রকল্পের মূল উপাদান এবং এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের উপাদান	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাজেট	জুন' ১৬ পর্যন্ত অর্জন		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এপ্রিল' পর্যন্ত অগ্রগতি	
			আর্থিক	ভৌত %	আর্থিক	ভৌত %	আর্থিক	ভৌত %
০১	কর্মকর্তাদের বেতন	৪২.০০	-	-	-	-	-	-
০২	কর্মচারীর বেতন	৮.০০	-	-	-	-	-	-
০৩	ভাতাদি	৫৩.০০	-	-	-	-	-	-
০৪	প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা/এসএ এও/কৃষক-কৃষাণী)	৩৪২.৯৫	১১৩.৭১	৩৩.১৫%	১১৫.৩০	৩৩.৬২%	৯৩.৫৩	৮১.১১%
০৫	কর্মশালা/ সেমিনার/ মিটিং	৪৮.০০	১২.৯১	২৬.৮৯%	১১.৩০	২৩.০৪%	৭.৯২	৭.০৮%

০৬	হায়ারিং (চার্জ আউটসোসিং)	১৩.০০	৪.৯১	৩৭.৭৬%	৫.৫০	৪২.৩০%	৪.৫১	৮২.০০%
০৭	সরবরাহ সেবা / মুদ্রণ ও বাঁধাই	৮৩.২৭	২০.০২	২৪.০৪%	২৫.০৭	৩০.১০%	১৮.৫৭	৭৪.০৭%
০৮	দেশী পরামর্শক (স্থানীয়)	১৮.০০	-	-	১.৫০	৮.৩৩%	-	-
০৯	মেরামত ও সংরক্ষণ	৫.০০	১.৩৪	২৬.৮০%	১.৩৩	২৬.৬০%	০.৬১	৪৫.৮৬%
১০	সম্পদ সংগ্রহ / ক্রয়	৭২.৭৮	৬৯.৫৩	৯৫.৫২%	-	-	-	-
১১	প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	১৪.০০	-	-	-	-	-	-
মোট=		৭০০.০০	২২২.৪২	৩১.৭৭%	১৬০.০০	২২.৮৫%	১২৫.১৪	৭৮.২১%

৩.৫ মাঠ পর্যায়ে সুবিধাভোগী কৃষক থেকে প্রাপ্ত অগ্রগতির পর্যালোচনা

৩.৫.১ উত্তরদাতার বিন্যাস: প্রকল্প এলাকার ৬ টি বিভাগে ১৪ টি জেলার ২৮ টি উপজেলা থেকে ২১৯৮ জন সুবিধাভোগী ও ১৫২১ জন কন্ট্রোল গ্রুপ চাষীদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উপকারভোগীদের মধ্যে ৯২% পুরুষ ও ৮% মহিলা উত্তরদাতা রয়েছেন। কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে ৯৬% পুরুষ ও ৪% মহিলা রয়েছে। উপাত্ত ফলাফল নিম্নে প্রদান করা হলো:

উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রাইমারি পাশ হলো প্রায় ২৮%; স্বাক্ষরতা জ্ঞান সম্পন্ন ২০%, ৮ম শ্রেণি পাশ হলো প্রায় ২২%; এসএসসি পাশ প্রায় ১৮% অন্যান্য ১২% এইচএসসি, বিএ এবং কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত আছেন।

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭০% পুরুষ ও মহিলা, (২০-৫০) বছরের বয়সের বিরাট এক কর্মক্ষম গ্রুপ রয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে সবাই প্রকল্পের কৃষক গ্রুপের আদর্শ গ্রামের সাথে জড়িত। প্রত্যেক উত্তরদাতা মনে করেন, কৃষক গ্রুপ গঠনের নীতিমালা মেনে গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। ৮৮ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের গ্রুপের রেজিস্ট্রেশন নাই। তবে ১২% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের রেজিস্ট্রেশন কো-অপারেটিভ সোসাইটির সাথে হয়েছে। অনেকে মনে করেন, কৃষক গ্রুপের কোন প্রতিষ্ঠিত গঠনতন্ত্র না থাকায় রেজিস্ট্রেশন করা যাচ্ছে না।

৩.৫.২ সমিতির সদস্য : সমিতির ৭৮% গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ৪০ জন। ০৮%গ্রুপে সদস্য ৩৫ জন এবং ১৪% গ্রুপে সদস্য ৩০ জন যা ডিপিপি'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সদস্যদের মধ্যে ৯৬%উত্তরদাতা বলেছেন তাদের গ্রুপে মহিলা সদস্য আছে। কিন্তু ৪% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের গ্রুপে কোন মহিলা সদস্য নাই।

৩.৫.৩ সমিতিতে উত্তরদাতার অবস্থান: প্রায় ৬০%উত্তরদাতা সমিতির সাধারণ সদস্য, ১৮%সভাপতি, ১৪%সেক্রেটারি (সম্পাদক) এবং ৯% কোষাধ্যক্ষ রয়েছেন।

প্রায় ৯৭%উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের গ্রুপে নিজস্ব দপ্তর রয়েছে এবং প্রায় ৯৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে, গ্রুপে নিয়মিত সভা হয়।

৩.৫.৪ গ্রুপ শক্তিশালীকরণ: গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে ৯৮%বলেছেন যে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে। ৬৮%মনে করেন প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা বেশি উপকৃত হয়েছেন। ৪৬% কৃষক কৃষি মেলা থেকে নতুন যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এবং ৮২% মনে করেন যে, যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনা করে তাদের জ্ঞান বেড়েছে। গ্রুপের প্রায় ২৪ জন সদস্য প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ২০ জন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন।

সারণি-২১ গ্রুপ শক্তিশালীকরণে প্রকল্পের কার্যক্রম

শক্তিশালীকরণের পদ্ধতি	উত্তরদাতা (%)
প্রশিক্ষণ	৯৮
প্রদর্শনী	৬৮
কৃষিমেলা	৪৬
কৃষি যন্ত্র ব্যবস্থাপনা	৮২

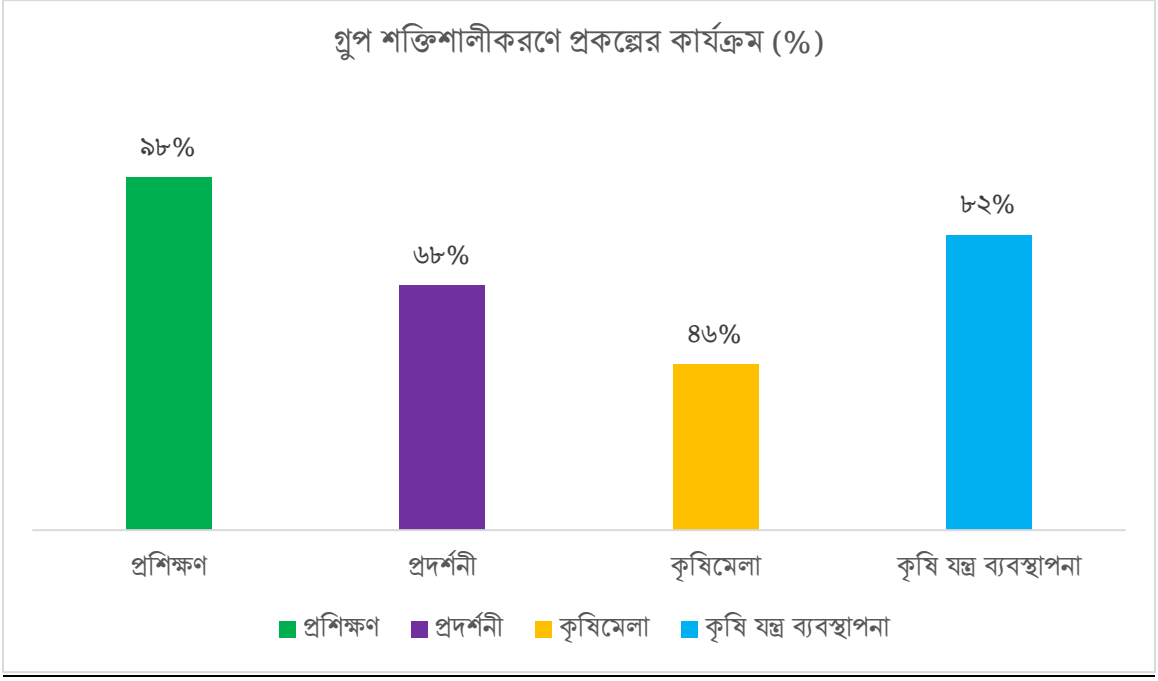

লেখচিত্র ৬ – গ্রুপ শক্তিশালীকরণে প্রকল্পের কার্যক্রম (শতকরায়)

৩.৫.৫ প্রদর্শনী : প্রায় ৫৬ % উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা প্রকল্পের প্রদর্শনীর সাথে যুক্ত আছেন। প্রকল্পের প্রদর্শনীর ধরণ এবং শতকরা কত জন প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন তা নিম্নে সারণি-২২ এ দেয়া হলো।

সারণি-২২ পুষ্টি সংক্রান্ত প্রদর্শনী অবহিতকরণ কার্যক্রম :

ক্রমিক	কৃষি বা পুষ্টি সংক্রান্ত প্রদর্শনী/ অবহিতকরণ কার্যক্রম	উত্তর সংখ্যা (একাধিক)	শতকরা	ক্রমিক	কৃষি বা পুষ্টি সংক্রান্ত প্রদর্শনী/ অবহিত করণ কার্যক্রম	উত্তর সংখ্যা (একাধিক)	শতকরা (%)
১	উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড ধানের জাত প্রদর্শন	৬১৪	২৭.৯%	১৪	খামারজাত সার, কম্পোষ্ট, ভার্মি কম্পোষ্ট	২৫১	১১.৪
২	ধানের গুণগত বীজ উৎপাদন	৫৬২	২৫.৬%	১৫	কৃষি মেলা পরিদর্শন	৩৭৯	১৭.৩
৩	গম উৎপাদন	২২৫	১০.২%	১৬	ফসল বাজারজাত করন	২০৯	৯.৫
৪	ভুট্টা উৎপাদন	৩৭০	১৬.৮%	১৭	এল.এল.পি ব্যবহার	৫৫০	২৫.০
৫	বসত বাড়িতে সবজি ও ফল বাগান স্থাপন	৪৬০	২০.৯%	১৮	পাওয়ার টিলার ব্যবহার	৭৫৮	৩৪.৫
৬	স্কুল প্রাঙ্গণে সবজি ও ফল বাগান স্থাপন	৮৭	৩.৯%	১৯	পাওয়ার মাড়াইকরণ ব্যবহার	৪৬০	২০.৯
৭	ডাল জাতীয় ফসল (মসূর, মুগ, ছোলা, মাসকলাই) উৎপাদন	১৫৭	৭.২%	২০	পাওয়ার স্পের ব্যবহার	২৩৫	১০.৭
৮	তৈলবীজ (সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, অন্যান্য) উৎপাদন	১১২	৫.১%	২১	পা চালিত স্প্রেয়ার ব্যবহার	৪২৪	১৯.৩
৯	মসলা জাতীয় ফসল (কালজিরা, আদা, রসুন, পেয়াঁজ) উৎপাদন	৩২	১.৫%	২২	ফসল সংগ্রহ উত্তর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি	১০০	৪.৫
১০	আলু উৎপাদন	২৭৩	১২.৪%	২৩	শস্য বাজারজাত করার পূর্বে গ্রেডিং, ক্লিনিং ও প্যাকেজিং	৫৮	২.৬
১১	তরমুজ, মিষ্টি আলু, শষা ও খিরা উৎপাদন	১৭০	৭.৭%	২৪	মৎস্য চাষ	১৪১	৬.৪

ক্রমিক	কৃষি বা পুষ্টি সংক্রান্ত প্রদর্শনী/ অবহিতকরণ কার্যক্রম	উত্তর সংখ্যা (একাধিক)	শতকরা	ক্রমিক	কৃষি বা পুষ্টি সংক্রান্ত প্রদর্শনী/ অবহিত করণ কার্যক্রম	উত্তর সংখ্যা (একাধিক)	শতকরা (%)
১২	নিরাপদ (রাসায়নিক বালাইনাশক মুক্ত) সবজি উৎপাদন	২৬৭	১২.১%	২৫	গাভী পালন	১২২	৫.৬
১৩	অপ্রচলিত মিশ্র ফল বাগান স্থাপন	১১৫	৫.৩%	২৬	হাঁস মুরগী পালন	১৯৩	৮.৮

৩.৫.৬ আয়বর্ধক কার্যক্রম : প্রায় ৮৮% উত্তরদাতা আয়বর্ধক কাজে যুক্ত (বেজলাইন সার্ভে ৬০%) এবং তারা বিভিন্ন আয়বর্ধক ফসল উৎপাদনে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এ প্রশিক্ষণের মধ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে ফল বাগান ৬০%, কেঁচোসার উৎপাদন কৌশল ৩২%, নিরাপদ ফসল উৎপাদন ৪৮%, ভাসমান সবজী উৎপাদন কৌশল ৩৫%, বিষমুক্ত সবজী উৎপাদনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। লব্ধজ্ঞান প্রয়োগ করে অনেকেই ছোট খাটো খামার তৈরি করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, নিয়ন্ত্রন এলাকায় মাত্র ১৭.২% উত্তরদাতা আয়বর্ধক কাজে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

সারণি-২৩ কৃষক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	উত্তর সংখ্যা (একাধিক)	শতকরা (%)
আধুনিক পদ্ধতিতে ফল বাগান স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা	১৩০৮	৫৯.৫
কেঁচো সার উৎপাদন কৌশল	৭০৪	৩২.০
আধুনিক পদ্ধতিতে ডাল, তৈল, গম, ভুট্টা ও কন্দাল ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি	৬৮১	৩১.০
আধুনিক পদ্ধতিতে মশলা, তরমুজ, ফ্রেঞ্চ ধান ও বসতবাড়িতে সবজি উৎপাদন	৪০৮	১৮.৬
নিরাপদ ফসল উৎপাদন কৌশল	১০৫৪	৪৮.০
বসতবাড়িতে সবজি ও ফল বাগান স্থাপন প্রযুক্তি অথবা ভাসমান সবজি উৎপাদন কৌশল	৭৭৮	৩৫.৪
বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন কৌশল	৯৬৭	৪৪.০
কেঁচো সার উৎপাদন কৌশল/জৈব সার উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি	৬৭২	৩০.৬

এ প্রশিক্ষণের ফলে খামারের উৎপাদন বেড়েছে, আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদন খরচ কমেছে এবং নিরাপদ ফসল উৎপাদিত হচ্ছে।

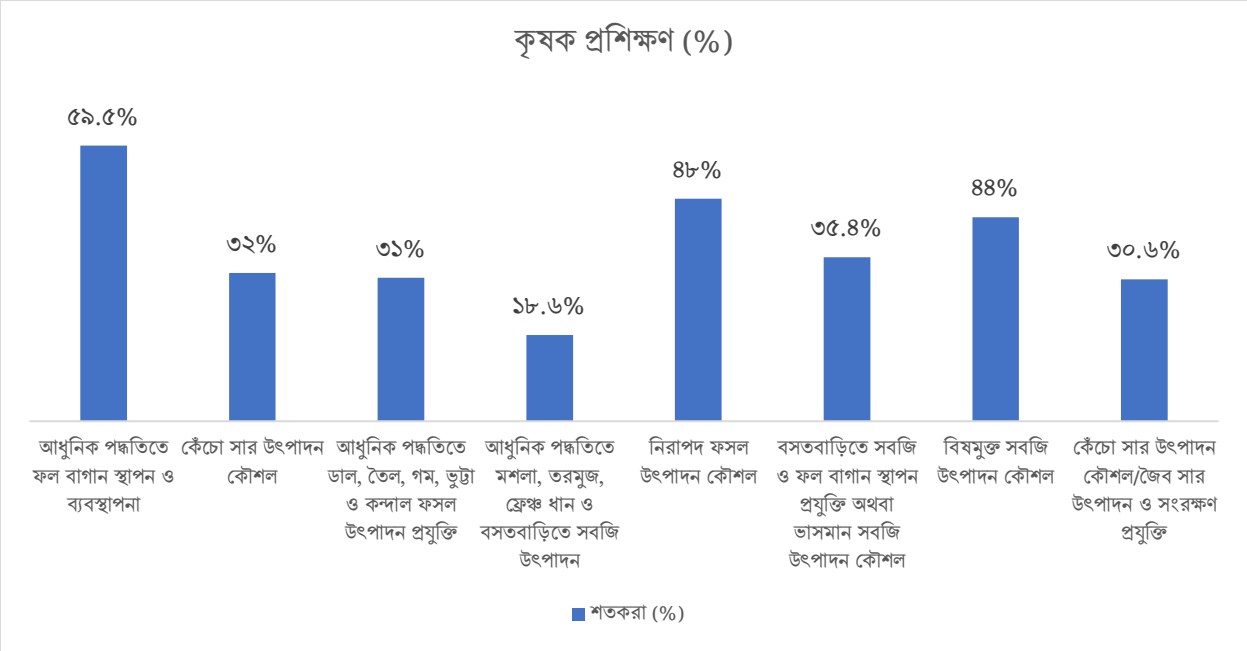

লেখচিত্র ৭ – কৃষক প্রশিক্ষণ

TOR-৩: প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা মূল্যায়ন

ডিপিপি আনুযায়ী প্রকল্পের (ডিএই অঙ্গ) লগ ফ্রেমের অগ্রগতি পর্যালোচনা:

প্রকল্প কার্যক্রম	যাচাইযোগ্য নির্দেশক	অর্জন	পর্যবেক্ষণ
১. ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (১৫-২০%), বসতবাড়ির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ শস্য প্রাচুর্য বৃদ্ধি (১৫-২০%) ২. সামর্থ্য বৃদ্ধি (কৃষক/এসএএও/ইমাম/এনজিওকর্মী/ডিএই কর্মকর্তা/অন্যান্য পেশাজীবী)	প্রশিক্ষণ প্রদান ৭৭,৭৩০ জন কৃষকের মধ্যে ১০,৯৫০ জন এসএএও/ইমাম/এনজিও কর্মী ১,৯৫০ জন ডিএই কর্মকর্তা।	সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪৩৭৪০ জন। ডিএই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ৩৫৬১০ জন এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ৩৫৪০ জন। বারটান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ২৪৩০ জন এবং অন্যান্য ২১৬০ জন। প্রকল্পে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে ৫৫%, প্রদর্শনী সম্পন্ন হয়েছে ৭০%, উদ্বুদ্ধকরণ সফর সম্পন্ন হয়েছে ৪০%।	➢ বাকী প্রায় ৪০% প্রশিক্ষণ জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। ➢ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ, প্রদর্শণী, উদ্বুদ্ধকরণ সফর জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। ➢ কৃষি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে মেকানিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
	কৃষক গ্রুপ গঠন (৮৮০ টি) এবং কৃষক গ্রুপ শক্তিশালীকরণ (১৫৭টি)	৮৮০ টি কৃষক গ্রুপ গঠন ও ১৫৭ টি শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে। কৃষক গ্রুপ গঠণ হয়েছে ১০০%।	➢ কৃষক গ্রুপ গুলি কৃষি ও পুস্টি উন্নয়নে কার্যকারী ভূমিকা পালন করছে। ➢ কৃষক গ্রুপ গুলির গঠনতন্ত্র ও সরকারি নিবন্ধন না থাকায়, গ্রুপ ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।
	কৃষক গ্রুপে কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ	প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে ১০০%। কিন্তু এলএলপি বিতরণ করা হয়েছে ৮০ টি উপজেলায় ৯২%।	➢ কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামতের ব্যবস্থা নাই। ➢ কৃষক গ্রুপে মেকানিক প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। ➢ কৃষকের জামানতের তহবিল দিয়ে উন্নত যন্ত্রপাতি যথা রেপার, ড্রাইয়ার ও মিনি ট্রাক ক্রয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
	শস্য প্রদর্শনী স্থাপন ১৫,৫০৫টি	প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে ৯৭৪৭টি(৩৭%)।	➢ বাকী প্রদর্শনী সম্পন্ন করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রকল্প কার্যক্রম	যাচাইযোগ্য নির্দেশক	অর্জন	পর্যবেক্ষণ
	প্রকল্প শেষে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (১৫-২০%)	শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের ৫-১০% গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ধান উৎপাদন মাঠ পর্যায়ে ৪.৫ টন থেকে ৫ টনে দাড়িয়েছে। KII পর্যালোচনা থেকে জানা যায় যে, চিলমারি উপজেলায় ২০১৪ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ২% শস্য প্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে মাগুরার শালিখা উপজেলায় ৭% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায় শস্য প্রাচুর্য ৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।	➢ ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে প্রকল্প এলাকায় ধান উৎপাদন ৪.৫ টন থেকে ৫ টনে উন্নীত হয় ও মুগ ডাল উৎপাদন, ভুট্টা,বসতবাড়িতে শাক-শবজী ও ফল বাগান সম্পন্ন হয়েছে ৫৩ ভাগ। ➢ পুষ্টি সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও বিদ্যালয়ে শাক-সবজী বাগান স্থাপন করা হয়েছে। ➢ প্রকল্পে অংশগ্রহণে খাদ্যের নিরাপত্তা ও পারিবারিক গড় আয় বেড়েছে। ➢ প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৪০% লোক খাদ্যে পুষ্টির মান সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ			
১. কৃষক/এসএএও/ইমাম/ এনজিওকর্মী/কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	➢ ১০০% প্রশিক্ষণ/ জ্ঞানবর্ধক সফর/শস্য প্রদর্শনী স্থাপন/ কৃষক গ্রুপ গঠন এবং ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হবে।	➢ কৃষি প্রশিক্ষণ ৫৫% ➢ প্রদর্শনী ৭০% ➢ উদ্বুদ্ধকরণ সফর ৪০% ➢ পুষ্টি প্রশিক্ষণ ৬০%	➢ প্রশিক্ষণ,প্রদর্শনী, উদ্বুদ্ধকরণ সফর ও পুষ্টি প্রশিক্ষণ যথাক্রমে ৪৫%, ৩০%, ৬০% ও ৪০% অবশিষ্ট রয়েছে।
২. প্রকল্প এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ, সকল কৃষকের জন্য আয়বর্ধক কার্যক্রম	➢ ১০-১৫% প্রকল্প এলাকায় বিস্তৃত হবে।	➢ প্রতি ইউনিয়নে ১-৫% জনগোষ্ঠি প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে জড়িত।	➢ প্রকল্পের ব্যবহৃত উন্নত প্রযুক্তি পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনসধারণ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।
৩. কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণ		➢ উৎপাদন বেড়েছে। ➢ সন্তান স্কুলে যায়। ➢ সঞ্চয়ের মনোভাব বেড়েছে। ➢ নিরাপদ শাক-সবজি উৎপাদন ও ব্যবহার বেড়েছে। ➢ খাদ্যের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।	➢ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ণে এবং সুষম খাদ্য প্রাপ্তিতে, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া ও ভিডিও সিডি বিতরণ করা যেতে পারে।

বারটান অঙ্গের লগ ফ্রেমের অগ্রগতি পর্যালোচনা:

উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে	ফলাফল
পুষ্টি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো।	কর্মশালা ২ টি।	একটি সম্পন্ন হয়েছে। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ২০০ জন। স্থানঃ মিল্কী অডিটোরিআম, ঢাকা।	সেমিনারের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান বেড়েছে।
পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা।	পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণে ১০২ ব্যাচ কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেছে। ১০৫ ব্যাচ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছে। ১৭ ব্যাচ বিসিএস ক্যাডার অংশগ্রহণ করেছে।	৩০৬০ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ৩১৫০ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ৪৮৪ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন	প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে পুষ্টি বিষয়ক দক্ষতা ও জ্ঞান বেড়েছে।
স্কুল ছাত্রীদের ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা।	উপজেলা পর্যায়ে স্কুলগুলিতে ৬৬ টি ক্যাম্পেইন হয়েছে।	এর মধ্যে ৬৬০০ জন ছাত্রী এই ক্যাম্পেইন অংশগ্রহণ করেছে।	ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্কুলের ছাত্রীদের পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন হয়েছে।
উদ্বুদ্ধকরণ সফর	কৃষক-কৃষাণী উদ্বুদ্ধকরণ সফর, উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ,এন.জি.ও. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্মকর্তা, বিসিএস ক্যাডার কৃষক-কৃষাণী ১৭৫ ব্যাচ (ক্যাম্পেইন), এসএএও ১৪৫ ব্যাচ, কর্মকর্তা ২৯ ব্যাচ।	১০২ টি ট্যুর সম্পন্ন হয়েছে। ১০৫ টি ট্যুর সম্পন্ন করেছেন। ১৭ টি ট্যুর সম্পন্ন করেছেন। ১০২ ব্যাচ সম্পন্ন করেছে। ৬৬ টি সম্পন্ন করেছে। ১৭ ব্যাচ সম্পন্ন করেছে।	এই ভ্রমণ এর মাধ্যমে সকলে পুষ্টি ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে।

TOR-৪,৫,৬: প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় পণ্য ও মেধা ভিত্তিক সেবা সংগ্রহের (procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনও বিধি (পিপিএ, পিপিআর এর গাইডলাইন) প্রতিপালন করা হয়েছে/ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা;

i. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত / সংগ্রহ করা হচ্ছে এমন পণ্য ও সেবার অবস্থা এবং প্রয়োজনীয়/ যথার্থ জনবলের মাধ্যমে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা;

ii. অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, সেবাক্রয়/ সংগ্রহে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনা অদক্ষতা, প্রকল্পের ব্যয় বা মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা ও পর্যালোচনা এবং সমস্যারকারণ বিশ্লেষণ;

৩.৭ ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা

iii. ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়। প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ও বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। অফিস সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে কোটেশন পদ্ধতি ও তদুর্ধ ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সকল ধরণের কেনাকাটা ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক করা হয়েছে। নিম্নে প্রধান প্রধান কম্পোনেন্টের ক্রয়ের বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো।

iv. ক্রয় পরিকল্পনাতে গাড়ি ও পিক আপ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির কথা থাকলেও তা করা হয়নি। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে অধিদপ্তর নির্ধারিত ভেন্ডর প্রগতির নিকট থেকে গাড়ি ও পিক আপ ক্রয় করে। এছাড়া প্রকল্পের জন্য হোন্ডা ব্র্যান্ডের ২৫ টি মোটর সাইকেল এটলাস বাংলাদেশ এর নিকট থেকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্রয় করা হয়। এ প্রক্রিয়াতে ক্রয়ের ফলে প্রকল্পের ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে।

v. এ প্রকল্পের লিমিটেড টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির ধারাবাহিক ধাপগুলো হচ্ছে; পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান, দরপত্র তালিকাভুক্ত করা, মূল্যায়ন কমিটি তালিকাভুক্ত দরপত্র বিশ্লেষণ করে যোগ্যতার মাপকাঠিতে ঠিকাদার নির্বাচন করে প্রস্তাবনা আকারে প্রকল্প পরিচালকের কাছে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেন।

৩.৭.১ ডিএই অঙ্গ :

vi. **যন্ত্রপাতি ক্রয়** : ডিএই অঙ্গে ৮৮০ টি কৃষক গ্রুপে পাওয়ার টিলার, ৫২৮০ টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ৮৮০ টি ফুটপাম্প, ২০০ টি পাওয়ার স্প্রেয়ার, ১০৫০ টি পাওয়ার থ্রেসার, ৫৩৯ টি এলএলপি সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি থেকে ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া ৪৫ টি ফটোকপিয়ার, ৩৩ টি ফ্যাক্স মেশিন উন্মুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়। এ ক্রয় প্রক্রিয়া নভেম্বর ২০১৫ তে শেষ হয়। এছাড়া ৪৫ টি মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়। এ ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ক্রয় প্রক্রিয়া সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ক্রয় করা হয়েছে। ২ টি ডাবল কেবিন পিক আপ সরাসরি প্রগতির কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে [সারনী ২৪]

vii. **৩.৭.২ বারটান অঙ্গ:** বারটান অঙ্গে একটি ডাবল কেবিন পিকআপ ভ্যান, ২ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২ টি লেজার প্রিন্টার, ২ টি ডিজিটাল ক্যামেরা এবং কিছু অন্যান্য আসবাবপত্র নয়টি প্যাকেজের মাধ্যমে কোটেশন পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়। পিকআপ ভ্যান ক্রয়ের ক্ষেত্রে অডিট আপত্তি রয়েছে। অডিট আপত্তিতে বলা হয়েছে যে, অর্থ মন্ত্রনালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রন অধিশাখা-৬ এর স্মারক নং-০৭.১৫৬.০২৬.০৬২.০০.০১.২০০৪-৩২৪ তাং-২৯/০৫/২০১৩ ইং অনুযায়ী একটি ডাবল পিকআপ ক্রয়ে রেজিস্ট্রেশন ও সি এন জি কনভারশন ফি সহ ৪০,৯২,০০০/- টাকার বেশি ব্যয়ের সুযোগ নেই। উল্লেখিত গাড়িটি রেজিস্ট্রেশন ও সি এন জি কনভারশন ফি ছাড়াই ৫৪,৬৮,৭৫০/- টাকায় ক্রয় করা হয়েছে। এতে সরকারের নূনতম ১৩,৭৬,৭৫০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/সংস্থা কর্তৃক কোন ব্যবস্থাদি গৃহীত হয় নাই। [সারনী ২৫)]

সারণি ২৪ ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ডিএই অঙ্গ

অর্থ বছর	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি কাজ মোতাবেক ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	পরিকল্পিত ক্রয় পদ্ধতি/ধরন	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী সরবরাহের তারিখ	প্রকৃত সরবরাহের তারিখ	বাস্তবায়িত ক্রয় পদ্ধতি/বর্তমান অবস্থা/ মন্তব্য
২০১৪-১৫	জিডি-৮	ডাবল কেবিন পিক-আপ	সংখ্যা	০১টি	DPM	৬০.০০	২৬/৫/১৫	১৪/৬/১৫	১৪/৬/১৫	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী থেকে ৫৮.২৩ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়।
	জিডি- ৮	মটর সাইকেল	সংখ্যা	২০টি	DPM	৩০.০০	৪/৫/১৫	২৮/৫/১৫	২৮/৫/১৫	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী থেকে ক্রয় করা হয়।
	জিডি- ১	ডেস্কটপ কম্পিউটার		০২টি	Quotation	৪.৯৮	২৭/৪/১৫	৭/৫/১৫	৭/৫/১৫	আরএফকিউ অনুসরণে ক্রয় করে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে।
		লেজার প্রিন্টার		০২টি						
		স্ক্যানার		৪৪টি						
	জিডি- ৬	ফ্যাক্স মেশিন		১২টি		২.৪০	২৮/৪/১৫	৫/৫/১৫	৫/৫/১৫	
	জিডি- ২	ফটোকপিয়ার		০১টি		১.৩০	১৬/৪/১৫	২৯/৪/১৫	২৮/৪/১৫	
	জিডি- ৩	মাল্টিমিডিয়া সহ ল্যাপটপ		০১ সেট		১.৫০	১৮/৫/১৫	২৮/৫/১৫	২৭/৫/১৫	
	জিডি- ৬	সোফা		০২ সেট		১.৪৪	২/৩/১৫	১৫/৩/১৫	১৫/৩/১৫	
		এক্সিকিউটিভ চেয়ার		০৩টি						
	জিডি- ৫	এয়ারকুলার		০১টি		১.০০	১৩/৪/১৫	২৩/৪/১৫	২৩/৪/১৫	
২০১৫-১৬	জিডি-৮	ডাবল কেবিন পিক-আপ	সংখ্যা	০১টি	DPM	৬০.০০	৭/১২/১৫	৩/১/১৬	৩/১/১৬	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ থেকে ৫৬.৮৭৯৬৫ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়।

অর্থ বছর	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি কাজ মোতাবেক ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	পরিকল্পিত ক্রয় পদ্ধতি/ধরন	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী সরবরাহের তারিখ	প্রকৃত সরবরাহের তারিখ	বাস্তবায়িত ক্রয় পদ্ধতি/বর্তমান অবস্থা/ মন্তব্য
	জিডি-৮	মটর সাইকেল	সংখ্যা	০৯টি	DPM	১৩.৫০	২৩/৩/১৬	২১/৪/১৬	২১/৪/১৬	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী থেকে ক্রয় করা হয়।
	জিডি- ২	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	৪৫ টি	OTM	৫৮.৫০	১৪/৯/১৫	১২/১১/১৫	১২/১১/১৫	৪৫টি ফটোকপিয়ার ৪৬.৮০ লক্ষ টাকা এবং ৩৩টি ফ্যাক্স মেশিন ৩.৯৬ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়। প্রকল্পভুক্ত জেলা ও উপজেলায় দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃহ হচ্ছে।
	জিডি- ৬	ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	৩৩ টি	OTM	৬.৬০	১৪/৯/১৫	১২/১১/১৫	১২/১১/১৫	
	জিডি- ৩	মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ	সংখ্যা	৪৪টি	OTM	৬৬.০০	৯/১১/১৫	৭/১/১৬	৭/১/১৬	৪৪টি মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ ৬৪.৬০০৮ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়। প্রকল্পভুক্ত জেলা ও উপজেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ এবং দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃহ হচ্ছে।
	জিডি- ৯	পাওয়ার টিলার	সংখ্যা	৩৩৩টি	DPM	৪৯৯.৫০	৯/১১/১৫	৭/১/১৬	৭/১/১৬	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী থেকে ক্রয় করে কৃষক গ্রুপে বিতরণ করা হয়।
	জিডি- ১০	হ্যান্ড স্প্রেয়ার	সংখ্যা	৫২৮০টি	DPM	২৬৪.০০	১৩/৯/১৫	১১/১১/১৫	১১/১১/১৫	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট লি. থেকে ক্রয়

অর্থ বছর	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি কাজ মোতাবেক ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	পরিকল্পিত ক্রয় পদ্ধতি/ধরন	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী সরবরাহের তারিখ	প্রকৃত সরবরাহের তারিখ	বাস্তবায়িত ক্রয় পদ্ধতি/বর্তমান অবস্থা/ মন্তব্য
										করে কৃষক গ্রুপে বিতরণ করা হয়।
	জিডি- ১১	ফুট পাম্প	সংখ্যা	৮৮০ টি	DPM	১৩২.০০	৯/১১/১৫	৭/১/১৬	৭/১/১৬	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী থেকে ক্রয় করে কৃষক গ্রুপে বিতরণ করা হয়।
	জিডি- ১৪	এলএলপি	সংখ্যা	২৭০টি		১৩৫.০০	৯/১১/১৫	৭/১/১৬	৭/১/১৬	
২০১৫-১৬	জিডি- ৭	এক্সিকিউটিভ সেক্রে. টেবিল	সংখ্যা	০১টি	Quotation	২.৭৬	১১/১০/২০১৬	২৫/১০/১৬	২৫/১০/১৬	আরএফকিউ অনুসরণে ক্রয় করে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে।
		ফুল সেক্রে. টেবিল	সংখ্যা	০২টি						
		কম্পিউটার টেবিল	সংখ্যা	০৪টি						
		কম্পিউটার চেয়ার	সংখ্যা	০৪টি						
		ভিজিটর চেয়ার	সংখ্যা	২০টি						
		আলমিরা	সংখ্যা	০১টি						
		ফাইল কেবিনেট	সংখ্যা	০৪টি						
২০১৬-১৭	জিডি- ৯	পাওয়ার টিলার	সংখ্যা	৫৪৭টি	DPM	৮২০.৫০	৬/৯/১৬	৬/১১/১৬	৬/১১/১৬	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী থেকে ক্রয় করে কৃষক গ্রুপে বিতরণ করা হয়।
	জিডি- ১২	পাওয়ার থ্রেসার	সংখ্যা	১০৫০টি	DPM	৬৩০.০০	৬/৯/১৬	২০/১২/১৬	১০/১/২০১৭	
	জিডি- ১৩	পাওয়ার স্প্রেয়ার	সংখ্যা	২০০টি	DPM	৮০.০০	৬/৯/১৬	৭/১১/১৬	৭/১১/১৬	
	জিডি- ১৪	এলএলপি	সংখ্যা	৫৩৯টি	DPM	২৬৯.৫০	৬/৯/১৬	৮/১২/১৬	৮/১২/১৬	

পরিশিষ্ট-৫ পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণে ক্রয় কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ চেকলিস্ট

সারণি ২৫ - ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা বারটান অঞ্চ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি কাজ মোতাবেক ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	পরিকল্পিত ক্রয় পদ্ধতি/ধরণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবানের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী সরবরাহের তারিখ	প্রকৃত সরবরাহের তারিখ	বাস্তবায়িত ক্রয় পদ্ধতি/বর্তমান অবস্থা/মন্তব্য
জিডি-১	ডাবল কেবিন পিক আপ	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	৫৬.৬৮	জানুয়ারি ২০, ২০১৫	৫/৫/১৫	৮/৬/১৬	১৭/৬/১৬	সরাসরি প্রগতির কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে
জিডি-২	ডেস্কটপ কম্পিউটার- ল্যাপটপ- লেজার প্রিন্টার	সংখ্যা	২ ১ ২	কোটেশন	২.৯৯	অক্টোবর ২৯, ২০১৫	১২/১১/১৫	২৬/১/১৬	২৬/১/১৬	আরএফকিউ অনুসরণে ক্রয় করে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে।
জিডি-৩	মাল্টিমিডিয়া- প্রোজেক্টর- ল্যাপটপ- ডিজিটাল- ক্যামেরা-	সংখ্যা	১ ১ ১ ২	কোটেশন	২.০৮	সেপ্টেম্বর ১৬, ২০১৫	২৩/৯/১৫	৫/১১/১৫	৫/১১/১৫	আরএফকিউ অনুসরণে ক্রয় করে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে।
জিডি-৪	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১	কোটেশন	১.২৯	সেপ্টেম্বর ১, ২০১৫	১০/৯/১৫	৫/১১/১৫	৫/১১/১৫	আরএফকিউ অনুসরণে ক্রয় করে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে।
জিডি-৫	স্ক্যানজেট	সংখ্যা	১	বিলের মাধ্যমে	০.০৫২	জুন ১৬, ২০১৫	১৬/৬/১৫	১৬/৬/১৫	১৬/৬/১৫	সরাসরি
জিডি-৬	আইপিএস	সংখ্যা	১	বিলের মাধ্যমে	০.৩০	জুন ১৯, ২০১৬	১৯/৬/১৬	১৯/৬/১৬	১৯/৬/১৬	সরাসরি
জিডি-৭	এয়ারকুলার	সংখ্যা	২	কোটেশন	১.৯৯	এপ্রিল ৪, ২০১৬	১৩/৪/১৫	২৯/৫/১৬	২৯/৫/১৬	আরএফকিউ অনুসরণে ক্রয় করে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে।
জিডি-৮	ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	১	বিলের মাধ্যমে	০.১৯৫	জুন ১৯, ২০১৬	৩০/৬/১৬	৩০/৬/১৬	৩০/৬/১৬	সরাসরি
জিডি-৯	ল্যান্ড ফোন	সংখ্যা	১	বিলের মাধ্যমে	০.০৩২	মে ১০, ২০১৬	১০/৫/১৬	১০/৫/১৬	১০/৫/১৬	সরাসরি
জিডি-১০	আসবাবপত্র	এলএস	এলএস	কোটেশন	৩.৬৯৫	মে ১৫, ২০১৬	৩০/৫/১৬	২৩/৬/১৬	২৩/৬/১৬	আরএফকিউ অনুসরণে ক্রয় করে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

TOR-৭: প্রকল্পে সৃষ্ট সুবিধা/উপযোগিতা অব্যাহত রাখার সুপারিশ

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধা এবং উপযোগীতা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে।

ডিএই অঙ্গঃ

- সরকারি নিবন্ধন নিশ্চিত করা।
- সমিতি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যারা জড়িত আছে তাদের সমিতি পরিচালনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সমিতির সঞ্চয় ও জামানত তহবিল বিনিয়োগের নীতিমালা তৈরি করা।
- নিয়মিত সঞ্চয় করার প্রতি সদস্যদের আগ্রহী করে তোলা।
- কৃষক গ্রুপের নিয়মিত সভা করা।
- প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে সচল রাখা।
- কৃষক গ্রুপ গুলোর উন্নত প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহনের ব্যবস্থা করা এবং কৃষির মেলায় অংশগ্রহনের জন্য প্রনোদনা দান করা।
- উচ্চ ক্ষমতা সম্পন চাষযন্ত্র (ট্রাক্টর ও থ্রেসার) দরকার, গ্রুপ সদস্যদের জন্য তুলনামূলক স্বল্প খরচে চাষ করার ব্যবস্থা করা।
- অধিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও অধিক কৃষকদের প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা।
- জনগনকে প্রকল্পের উপকারিতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত করা।
- গ্রামের পতিত জমিতে মিশ্র ফল বাগান করার জন্য বেকার জনগোষ্ঠিকে উৎসাহিত করা।
- সমিতিগুলোর কার্যক্রম কৃষি সম্প্রসারণ মনিটরিং সেলের মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।
- উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের উপস্থিতির হার প্রকল্প এলাকায় বৃদ্ধি করা।
- কৃষকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য কৃষি মেলার ব্যবস্থা করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানোর জন্য কার্যকরি সহায়তার ব্যবস্থা করা।

বারটান অঙ্গঃ

- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা ছাড়া ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের (যারা সরাসরি পুষ্টির সাথে সম্পর্কিত) আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জেলা উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত নবম/তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা।
- উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণে ইউপি সদস্য, চেয়ারম্যানদের আরও অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা ।
- প্রশিক্ষণার্থীদের দুপুরে খাবারের বাজেট বৃদ্ধিসহ কৃষক/কৃষাণীদের নাশতার জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়িত উঠান বৈঠকে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণে বিশেষ করে বেসিক নিউট্রিশন অন্তর্ভুক্ত করা।
- কৃষাণ /কৃষাণী ছাড়া অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাক ও প্রশিক্ষোণত্তর মূল্যায়ন আরও জোরদার করা।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর প্রশিক্ষণার্থীদের এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পুষ্টি সম্মত তথা সুষম খাদ্য গ্রহণে তাদের তুলনামূলক ধারণা নিরূপণ করা।
- প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ করে আরও ব্যাপকভাবে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা।

TOR-৮: SWOT বিশ্লেষণ

প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য স্থানীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কাজটি প্রকল্পের নির্বাচিত ১০ টি উপজেলায় এবং ২টি বিভাগে (রংপুর ও চট্টগ্রাম) সম্পাদন করা হয়। তদুপরি নির্বাচিত ১৪টি উপজেলায় ৮৪ জন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বারটান অঞ্চের প্রকল্প ব্যবস্থাপকসহ মোট ৮৬ জন KII থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। KII থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত সংকলন করে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(ক) সবল দিক

- প্রায় ৮৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের উৎপাদিত খাদ্যে পরিবারের সারা বছরের খোরাক হয়ে থাকে (বেজলাইন সার্ভে ৭৪.১%) ফলে পরিকল্পিতভাবে ফসল উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা বেড়েছে এবং খাদ্য ও প্রোটিন এর অভাব পূরণ হওয়ার সম্বাবনা সৃষ্টি হচ্ছে;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বহুমুখী শস্য আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শস্য বিন্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- প্রায় ৮৮% উত্তরদাতা আয়বর্ধক কাজে যুক্ত (বেজলাইন সার্ভে ৬০%) সুফলভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ফলে আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পদ্ধতিগত ফসল চাষের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ধান চাষ, অন্যান্য সবজি ও মিশ্র ফলদ বাগান সৃজন করা সম্ভব হচ্ছে;
- এলাকার সবজী চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা হয়েছে এবং উদ্বৃত্ত পণ্য বাজারজাত করা হচ্ছে;
- প্রকল্পের উন্নত কৃষি কৌশল ব্যবহারে স্থানীয় জনগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়।
- মানুষের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ও বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কৃষকের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটেছে ।
- চাষাবাদের খরচ কমার ফলে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৬ সালে আয় বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা (বেজলাইন সার্ভেতে বার্ষিক আয় ১৪৭,৬৩৬ টাকা)
- চাষাবাদে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ তৈরী হচ্ছে।
- বেকারত্ব দূর হয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পুষ্টি জ্ঞান বেড়েছে
- খাদ্য উৎপাদন কৌশল ও দৈনিক খাদ্য তালিকায় পুষ্টির পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে;
- অপুষ্টিজনিত রোগ ও সুষম খাবার সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে;
- শাকসবজী পুষ্টিমান বজায় রেখে রান্নার নিয়ম সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে এবং

(খ) দুর্বল দিক

- প্রকল্পটি ২০১৪ সাল হতে চালু হলেও সুযোগ সুবিধা ২০১৬ সাল হতে পেতে শুরু করেছে।
- একটি ইউনিয়নের একটি গ্রাম নিয়ে কৃষক গ্রুপ গঠন করার কারণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।
- প্রকল্পে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অপ্রতুল।
- সঠিক সময়ে সঠিক বীজ ও চারা পাওয়া যায় না, মানসম্মত বীজের সংস্থান প্রকল্পে অপ্রতুল;
- প্রকল্প ডিজাইনের দুর্বলতা আছে, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের সুযোগ নাই;
- স্থানীয় মেকানিক ও কৃষক গ্রুপের সদস্যদের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নাই;
- পাওয়ার থ্রেসারের সাথে মোটর সরবরাহ করা হয়নি ফলে মোটরের অভাবে থ্রেসার বন্ধ থাকে;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষি শ্রমিকের অভাব ফলে ফসল উত্তোলন ও মাড়াই কার্য ব্যাহত হয়;
- যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ হওয়ায় বিশেষ করে হাওর এলাকায় পণ্য বাজারজাত ব্যবস্থা দুর্বল এবং খরচ বেশি;
- প্রকল্পে রিপার ড্রায়ার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ও সিডার এর ব্যবস্থা নাই;
- প্রকল্পে মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বল বিধায় কাজের মান খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়; এবং
- প্রকল্পে পুষ্টি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ নাই।

(গ) সুযোগ

- প্রশিক্ষণের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- সবজী ও ফল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে ও দাম স্থিতিশীল থাকছে;
- সবজী ও ফল বাগানে ফল চাষে পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে, ফলে পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে;
- অন্য এলাকা থেকে আমদানীকৃত সবজীর ওপর নির্ভরশীলতা কমে গেছে;
- প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সুফলভোগীরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে;
- কাজের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দারিদ্র্য বিমোচনে এবং পুষ্টি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে;
- যান্ত্রিক চাষাবাদের ফলে সময়মত চাষের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে, উৎপাদন বাড়ছে;
- গ্রীষ্ম মৌসুমে এলাকায় জনসাধারণের প্রকট সেচ সমস্যার সমাধান হচ্ছে এবং
- খাদ্যের অপচয় রোধ এবং অতিরিক্ত ব্যয় কমছে ও আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- উৎপাদন খরচ কমে যাওয়ায় কারণে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- নির্দিষ্ট ও স্বল্প সময়ের মধ্যে যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়।
- কৃষকদের মধ্যে দলবদ্ধতা তৈরী হচ্ছে।
- কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সমিতির সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করছে।
- উন্নতমানের কম্পোস্ট সার তৈরী সহজতর হয়েছে।
- খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করনের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এসেছে|

(ঘ) ঝুঁকি

- এলাকার জনসংখ্যার তুলনায় কৃষক গ্রূপের সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল।
- সমিতি পরিচালনায় কমিটির জ্ঞানের অভাব।
- সমিতির কোন গঠনতন্ত্র নাই ।
- গ্রুপের রেজিস্ট্রেশন নাই এবং সঞ্চয় ব্যবহারের নীতিমালা নাই।
- প্রকল্প শেষে দল ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।
- মহিলা লিডার অপ্রতুল।
- কৃষি উপকরণের অভাবে এবং আর্থিক সমস্যার কারণে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।
- দুর্গম অঞ্চলে কৃষি পণ্য বাজারজাত করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল; প্রকল্পে পণ্য বহনের জন্য ট্রলি অথবা হালকা ট্রাকের বন্দোবস্ত নাই।
- প্রশিক্ষণে ফসল বাজারজাত ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও পশুপালনের বিষয় যোগ করা যেতে পারে তা নাহলে ঝুঁকি থেকে যেতে পারে।
- কৃষক গ্রূপে সভাপতি/সম্পাদকের নিকটতম আত্মীয় দলে বেশি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- সুফলভোগীদের বাদ দিয়ে সভাপতি/সম্পাদক নিজেরাই পুরো কৃষি যন্ত্রপাতি নিজেদের দখলে আনতে পারে।
- কৃষি উপকরণগুলোর যথাযথ ব্যবহার না হওয়া বা রক্ষনাবেক্ষন না করা।

TOR ৯-১০: পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থান

পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন পন্থা যথাঃ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন যথা: ভূট্টা, শাক-সবজি ইত্যাদি এবং বসত বাড়িতে সবজি ও ফলমূল উৎপাদনের মাধ্যমে চর, হাওর, দারিদ্র প্রবণ এবং কৃষিতে সম্ভাবনায় এলাকায় বসবাসরত জন সাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গৃহীত ব্যবস্থা সমূহের অগ্রগতি নিম্নে উল্লেখ করা হল:

নিরাপদ শাক-সবজী উৎপাদন : প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ শাক-সবজী উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৮৭% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা নিরাপদ শাক-সবজী উৎপাদন করেছেন। বীষমুক্ত খাবার উৎপাদনের জন্য তারা আইপিএম, সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ, কম্পোস্ট সার ইত্যাদি উৎপাদনের পদ্ধতি শিখেছেন। অবশ্যই ৪৩% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা প্রকল্পের আগেও নিরাপদ শাক-সবজী উৎপাদন করেছেন।

উদ্বৃত্ত ফসল কৃষকেরা বাজারে বিক্রয় করে। তন্মধ্যে ১৩% উত্তরদাতা জমি থেকে সরাসরি বিক্রয় করেন। ৮৪ %উত্তরদাতা স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করেন। অনেকে পাইকারদের কাছে বিক্রয় করেন। এতে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করলে কেজি প্রতি প্রায় ১ টাকা এবং পাইকারের মাধ্যমে উপজেলা বাজারে বিক্রয় করলে প্রায় ২০ টাকা পরিবহন খরচ হয়। কৃষকেরা ফসলের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য মাড়াই, বাছাই ও মোড়কজাত করে থাকেন।

সারণি -২৬ প্রকল্পে নিরাপদ শাক-সবজী উৎপাদনের পদ্ধতি (উত্তর সংখ্যা একাধিক) :

পদ্ধতি	প্রকল্প এলাকা (শতকরা)	নিয়ন্ত্রণ এলাকা (শতকরা)
আইপিএম	৩৮.৬%	১৬.৮৬%
সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার	৫৬.০%	২৮.৯৯%
খামারজাত সারের (Farmyard manure) ব্যবহার	১১.৪%	৩.৮৫%
কম্পোস্ট সার	৬৫.৬%	৫০%
ভার্মী কম্পোস্ট	৪২.৭%	৩৪.৩২%
অন্যান্য রাসায়নিক সার ব্যবহার	৪৭.৭%	৩৪.৬২%

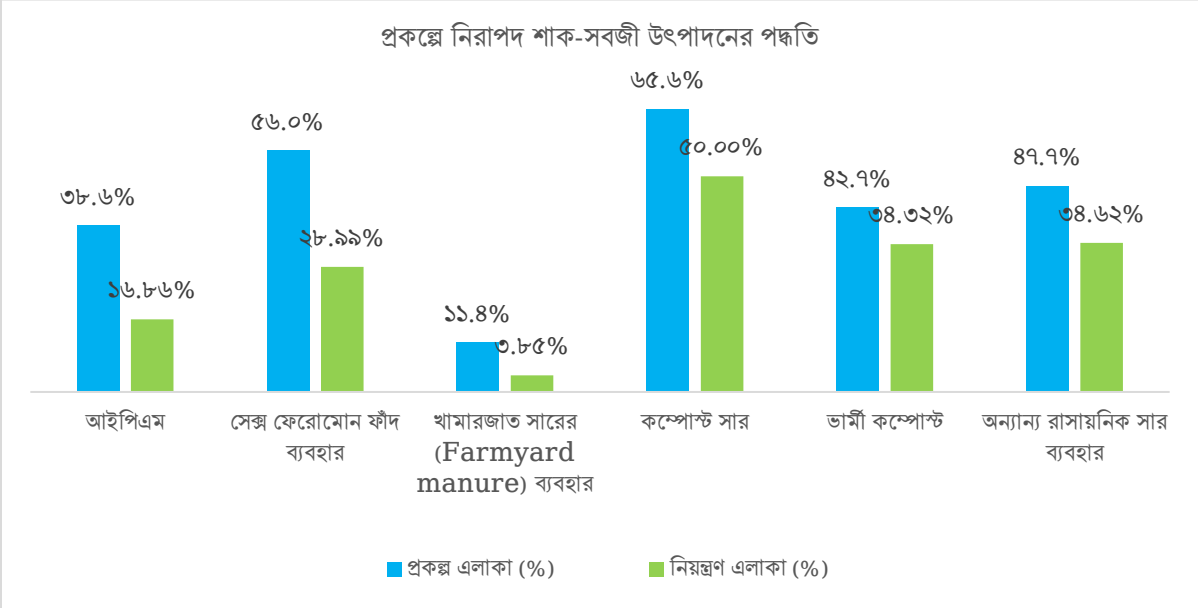

লেখচিত্র ৮ – প্রকল্পে নিরাপদ শাক-সবজী উৎপাদনের পদ্ধতি

প্রক্রিয়াজাতকরণ: প্রায় ৪০% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা পণ্যের প্রক্রিয়াজাত করেন (বেজলাইন সার্ভে ১৯%)। প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মধ্যে ৩৫%উত্তরদাতা চাল প্রক্রিয়াজাত ১৮%চিড়া ও ২০% মুড়ি প্রক্রিয়াজাত করেন। নিয়ন্ত্রণ এলাকায় পণ্যের প্রক্রিয়াজাত করেন শতকরা ২৮ ভাগ।

সারণি -২৭ প্রকল্পে উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ :

প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের নাম	উত্তর সংখ্যা (একাধিক)	শতকরা
চাল	৭৭১	৩৫.১%
আটা	২০৯	৯.৫%
চিড়া	৩৮২	১৭.৪%
মুড়ি	৪৫৩	২০.৬%
বেসন	৪২	১.৯%
শুটকি মাছ	৭৭	৩.৫%
আচার	১৮২	৮.৩%
আমতা	৫১	২.৩%
ছানা	১৩	০.৬%
মিষ্টি	২	০.১%
দৈ	২২	১.০%

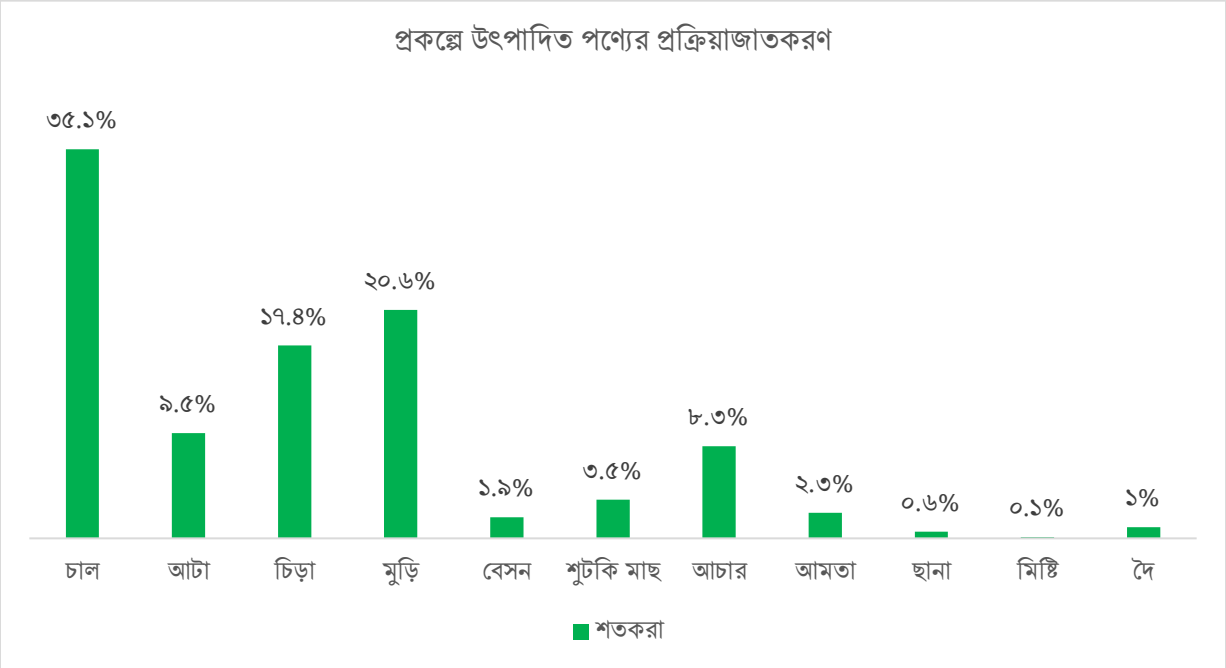

লেখচিত্র ৯ – প্রকল্পে উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ

প্রক্রিয়াজাতকরণে ২% উত্তরদাতা বলেছেন যে, নিজের পরিবারের লোক ছাড়াও বাইরে থেকে তারা লোক নিয়োগ করেন। এ লোকবলের মধ্যে (১-৭) জন মহিলা এবং (১-৩) জন পুরুষ বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ করে থাকেন।

ক্ষুদ্র খামার : প্রায় ৭% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা ক্ষুদ্র খামার বা কুটিরশিল্প স্থাপন করেছেন। এর মধ্যে চাতাল মাড়াইকরণ, হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য খামার ও বসতবাড়িতে সবজী বাগান অন্যতম। তারা ১ থেকে ৭ জন কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ করে থাকেন।

সারণি -২৮ ক্ষুদ্র খামার/কুটিরশিল্প স্থাপনা

ক্ষুদ্র খামার/ কুটির শিল্প	উত্তর সংখ্যা (একাধিক)	শতকরা	কর্মচারীর সংখ্যা
পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল ও সবজির নার্সারি	০	০.০%	
চাতাল/ মাড়াইকল	৬	০.৩%	২-৭
আটার কল	০	০.০%	
হাঁস মুরগীর খামার	৩২	১.৫%	১-৩
মৎস্য খামার	৩৫	১.৬%	১-৩
গরুর খামার	৮৭	৩.৯%	১-৪
বসতবাড়িতে সবজি বাগান	১৬	০.৭%	১-২
প্রচলিত ফল বাগান	১৩	০.৬%	১-২
অপ্রচলিত মিশ্র ফল বাগান	১০	০.৪%	২

পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা : প্রায় ৮৫% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের উৎপাদিত খাদ্যে পরিবারের সারা বছরের খোরাক হয়ে থাকে (বেজলাইন সার্ভে ৭৪.১%)। প্রায় ৭৬% এর মতে বছরে তাদের কিছু খাবার উদ্বৃত্ত থাকে (বেজলাইন সার্ভে ৭৭.৫%)। তবে প্রায় ৫% উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, বছরে ২/১ মাস খাবার বাজার থেকে ক্রয় করতে হয় (বেজলাইন সার্ভে ৫.৩%)। নিম্নের সারণি থেকে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে এলাকার খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি -২৯ পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা (উত্তর সংখ্যা একাধিক):

খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা	প্রকল্প এলাকা (শতকরা)	নিয়ন্ত্রণ এলাকা (শতকরা)	বেসলাইন সার্ভে (শতকরা)
নিজস্ব খামারে উৎপাদিত খাদ্য শস্যে সারা বছরের খোরাক হয়	৮৪.৮০%	৭২.১৬%	৭৪.১%
খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত থাকে	৭৬.০০%	৬৬.৪৯%	৭৭.৫%
বছরে কিছু মাস খাদ্য কিনে খান	৪.৭০%	১৭.১৬%	৫.৩%

বিগত ৩ বছরে পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবর্তন : প্রায় ৯৭% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং এর মধ্যে তাদের আয় বেড়েছে; সন্তান স্কুলে যায়, অনেকে আসবাবপত্র ক্রয় করেছেন এবং খাদ্যের মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়ন্ত্রণ এলাকায় প্রায় ৮৩% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে অনেক উন্নতি হয়েছে

সারণি -৩০ পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে পরিবর্তন (উত্তর সংখ্যা একাধিক):

নিয়ামক সমূহ	প্রকল্প এলাকা (শতকরা)	নিয়ন্ত্রণ এলাকা (শতকরা)
আয় বেড়েছে	৮২.৩	৭৬.৩
সন্তান স্কুলে যায়	৫২.৯	৪৯.৪
আসবাব পত্র ক্রয়	৩১.১	২৭.২
ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ক্রয়	২৮.৫	২৪.৯
গৃহ উন্নয়ন	৩৪.৬	২৭.৮
সঞ্চয় বৃদ্ধি	৬১.৫	৪৭.৬
খাদ্যের মান বৃদ্ধি	৮৩.৩	৬৫.৭

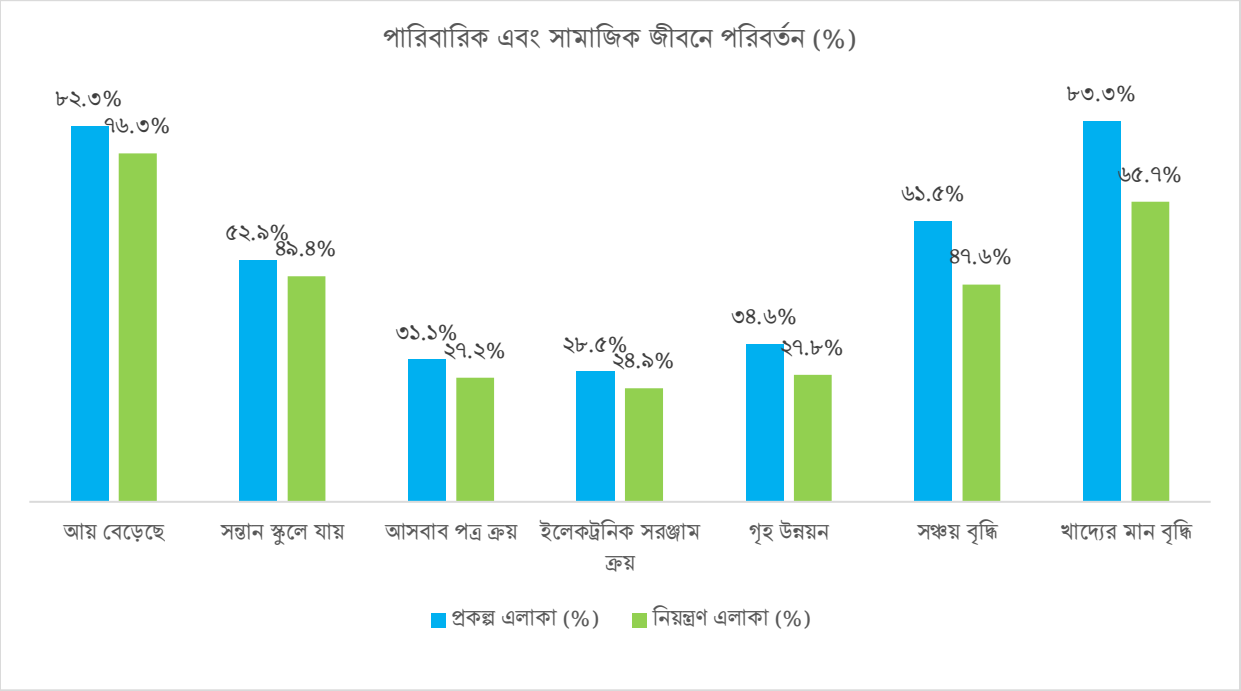

লেখচিত্র ১০ – পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন

পারিবারিক আয়/ব্যয় : উত্তরদাতাদের ২০১৪ সালে গড়ে আয় ছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। ২০১৪ সালে ব্যয় ছিল ১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা এবং ২০১৬ সালে ব্যয় ছিল ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা (বেজলাইন সার্ভ থেকে দেখা যায় গড় বার্ষিক আয় ছিল ১৪৭,৬৩৬ টাকা)। তন্মধ্যে কৃষকের আয় বেড়েছে সবচেয়ে বেশি কৃষিখাতে, তারপর ব্যবসায়ে।

সারণি -৩১ পারিবারিক আয়/ব্যয়

সাল	উত্তরদাতা প্রতি গড় আয় (টাকা)		উত্তরদাতা প্রতি গড় ব্যয় (টাকা)		উদ্বৃত্ত (টাকা)	
	প্রকল্প এলাকা	নিয়ন্ত্রণ এলাকা	প্রকল্প এলাকা	নিয়ন্ত্রণ এলাকা	প্রকল্প এলাকা	নিয়ন্ত্রণ এলাকা
২০১৪	১,৫৯,৪০৭	১৪৫,৮৯৮	১,২৯,১২৮	১১৭,৮৮৫	৩০,২৭৯	২৮,০১৩
২০১৫	১,৭০,৮৩৮	১৫৫,৩০৪	১,৪১,০১৮	১২৬,৪৬৪	২৯,৮২০	২৮,৮৪০
২০১৬	১,৮৫,২২২	১৮২,৫০১	১,৫৫,৫৯৮	১৫১,০৮৪	২৯,৬২৪	৩১,৪১৭

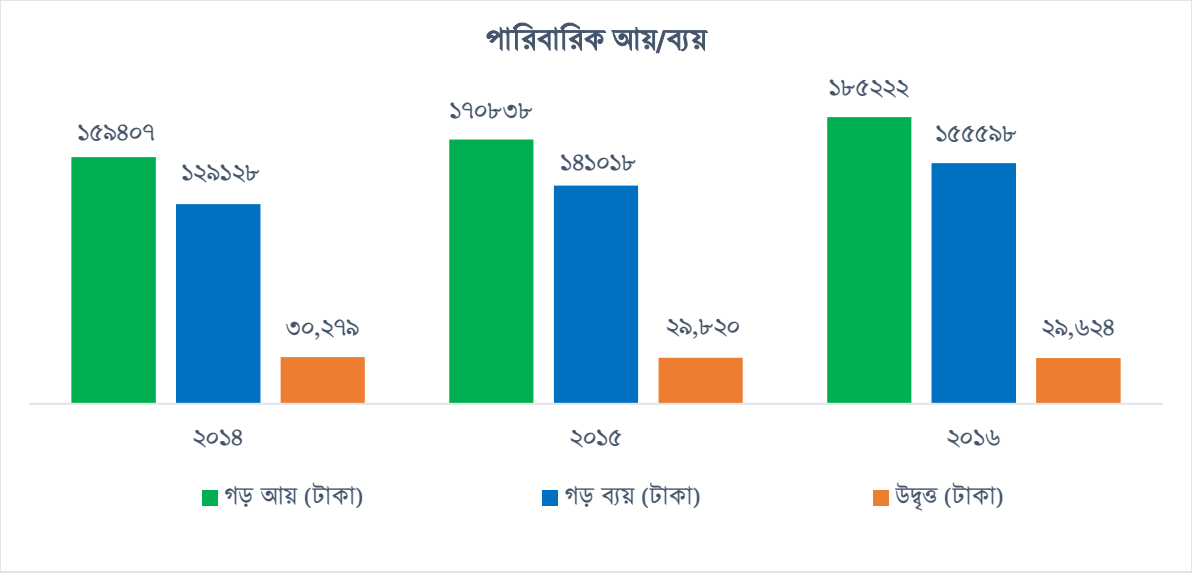

লেখচিত্র ১১ – পারিবারিক আয়/ব্যয়

পর্যবেক্ষন: উল্লিখিত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের সদস্যদের পারিবারিক উন্নতি সহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্তা এসেছে এবং খাদ্যে পুষ্টিমানের উন্নতি হয়েছে। তবে এখানে সকল সদস্যে উৎপাদিত খাদ্য-শস্যে তাদের সারা বছরের খোরাক হয়ে উঠে না। প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ শাক সবজির উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বেশির ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন তারা আইপিএম, সেক্স ফেরোমন ফাঁদ, কম্পোস্ট সার প্রভৃতি ব্যবহার করে নিরাপদ শাক সবজি উৎপাদন করছেন। কৃষকগণ উৎপাদিত পণ্যসমূহ পারিবারিকভাবে ব্যবহার করেও আয়বর্ধক কার্য হিসেবে কিছু পণ্য বাজারজাত করেন। প্রক্রিয়াকরণ পণ্যের মধ্যে চাল, আটা, চিড়া, মুড়ি, শুটকি মাছ, ছানা, মিষ্টি উল্লেখযোগ্য। আবার, আয়বর্ধক কার্যক্রম হিসেবে অনেকেই ক্ষুদ্র খামার/কুটির শিল্প স্থাপন করেছেন। যেমন চাতাল, আটার কল, হাঁস-মুরগী; মৎস্য ও গবাদিপশুর খামার ইত্যাদি। এখানে প্রতীয়মান হয় যে, কৃষকের আয় বেড়েছে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে কৃষি খাতে এবং তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অনেক উন্নতি হয়েছে। কৃষকের সন্তান স্কুলে যায়, অনেকে আসবাবপত্র ক্রয় করেছেন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা:

- মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় ৮৫%উত্তরদাতা তাদের উৎপাদিত খাদ্যে সারা বছরের খোরাক হয় বলে জানিয়েছেন। প্রায় ৫%-১০% উত্তরদাতা বলেছেন তাদের বছরে ২-৩ মাসের খাবার ক্রয় করতে হয়।
- এছাড়া ক্ষুদ্র খামার সৃষ্টির ফলে পুষ্টিযুক্ত খাবারের সংস্থান বেড়েছে।
- নিরাপদ শাক সবজী উৎপাদনের ফলে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার সহজলভ্য হচ্ছে।

প্রকল্পের প্রভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ

- কিছু এলাকায় খামার তৈরি হয়েছে ।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিল্প স্থাপন সহজ হবে বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন।
- প্রকল্পের অগ্রগতির সাথে সাথে খামার ও কুটির শিল্প স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।
- স্বল্প সংখ্যক যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।
- যান্ত্রিক্ চাষাবাদ প্রবর্তনের ফলে কিছু সংখ্যক লোকের ড্রাইভার ও মেকানিক হিসেবে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।
- উৎপাদিত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে শতকরা ৩%উত্তরদাতা বেতনভূক্ত লোকবল নিয়োগ করেছেন বলে মাঠ পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের সময় জানিয়েছেন।
- অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষিকাজে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ।

TOR-১১: পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য আদর্শ গ্রাম গঠনের বিষয় মূল্যায়ন

স্বনির্ভর আদর্শ গ্রাম :

বাংলাদেশে গ্রামে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতার শিকার হচ্ছে। বর্তমানে "সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ" প্রকল্পটি একটি সময়োচিত প্রকল্প হিসাবে কাজ করছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আদর্শ গ্রাম বলতে এমন একটি গ্রাম বোঝায় যে গ্রামের জনগণ একটি স্বনির্ভর সমাজে বসবাস করে। যে গ্রামের বসতবাড়ি ও এর চারিপাশের অবস্থান সম্পূর্ণভাবে পরিবেশ বান্ধব। যে গ্রামের অবস্থান কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৮৮০ গ্রামকে মডেল গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেখানে সুস্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টির গুরুত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে লক্ষ্যভুক্ত গ্রামবাসীকে প্রকল্পের আওতায় এনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। যার ফলে মা ও শিশু পুষ্টিহীনতা থেকে মুক্তির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হচ্ছে। যার ফলঃশ্রুতিতে তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনের উন্নয়ন ঘটছে। পুষ্টিহীনতা থেকে রেহাই পাওয়ার কারণে বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই গ্রামগুলিতে শিক্ষার আলো প্রসারিত হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণের উপাত্ত পর্যালোচনা

উত্তরদাতা বিন্যাস : মোট ১১০২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৬% পুরুষ ও ৫৪% মহিলা এবং ৭৭৯ জন কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার মধ্যে ৬৬%পুরুষ ও ৩৪% মহিলা। সুবিধাভোগী উত্তরদাতার মধ্যে ২০ থেকে ৫০ বছর বয়সী উত্তরদাতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যা প্রায় শতকরা ৩৯%। [সারণি -৩২]

সারণি -৩২ : বয়সভিত্তিক উপকারভোগী উত্তরদাতা

বয়স গ্রুপ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
১৫-৩০	২৫৭	২৩.৩২
৩১-৪০	৪২৭	৩৮.৭৮
৪১-৫০	২৮৩	২৫.৬৬
৫১-৬০	১১২	১০.২০
৬০+	২২	২.০৪
মোট	১১০২	১০০

উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ : ৫০%উত্তরদাতা বলেছেন তারা উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাত করেন এবং বাকী ৫০% উত্তরদাতা বলেছেন তারা উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাত করেন না। প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মধ্যে ৯৬%উত্তরদাতা চাল প্রক্রিয়াজাত করেন। ৫৪% মুড়ি, ৪৫ ভাগ চিড়া ও আচার প্রক্রিয়াজাত করেন। এছাড়া আটা, বেসন, সরিষার তেল, শুটকি মাছ, আমতা ইত্যাদি পণ্য কম সংখ্যক উত্তরদাতা প্রক্রিয়াজাত করেন। নিয়ন্ত্রণ এলাকায় প্রায় ৪২%উত্তরদাতা বলেছেন তারা উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাত করেন। [সারণী-৯] এ প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ডে কোন বেতনভূক্ত লোকবল নিয়োগ করা হয়েছিল কি না সে বিষয়ে ৩% উত্তরদাতা হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন এবং বাকী ৯৭% উত্তরদাতা না সূচক উত্তর দিয়েছেন । [সারণি -৩৩]

সারণি -৩৩ প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যসমূহ (উত্তর সংখ্যা একাধিক)

ক্রমিক	প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের নাম	**প্রকল্প এলাকা (শতকরা)**	**নিয়ন্ত্রণ এলাকা (শতকরা)**
১	চাল	৯৫.৯%	৯২.৮%
২	আটা	৪৪.৭%	২২.৯%
৩	চিড়া	৪৫.৩%	৩৯.৮%
৪	মুড়ি	৫৪.১%	৪৯.৪%
৫	বেসন	৪.৭%	০.০%
৬	শুটকি মাছ	৩৪.১%	২০.৫%
৭	আচার	৪৫.৯%	২১.৭%
৮	আমতা	৮.৮%	৩.৬%
৯	ছানা	১.২%	৩.৬%
১০	মিষ্টি	২.৯%	২.৪%
১১	দৈ	২.৪%	২.৪%

ক্ষুদ্র খামার/ কুটির শিল্প স্থাপন : প্রায় ৯২%উত্তরদাতা বলেছেন তারা কোন ক্ষুদ্র খামার/কুটির শিল্প স্থাপন করেন নি এবং বাকী ৮ % উত্তরদাতা বলেছেন তারা ক্ষুদ্র খামার/কুটিরশিল্প স্থাপন করেছেন। ক্ষুদ্র খামারের মধ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ ফল ও শাক-সবজীর বাগান, হাসকিং মেশিন, হাঁস-মুরগীর খামার, গরুর খামার, বসতবাড়িতে সবজী চাষ, প্রচলিত ফল বাগান, অপ্রচলিত মিশ্র ফল রয়েছে। নিয়ন্ত্রণ এলাকায় ৪.৬%উত্তরদাতা বলেছেন তারা কোন ক্ষুদ্র খামার/কুটির শিল্প স্থাপন করেছেন। [সারণি -৩৪]

সারণি -৩৪ক্ষুদ্র খামার/ কুটির শিল্প স্থাপন

ক্রমিক নং	ক্ষুদ্র খামার/ কুটির শিল্প	উত্তর সংখ্যা (একাধিক)	শতকরা
১	পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল ও সবজির নার্সারি	৩	৩.৫৭%
২	হাসকিং মেশিন	৩	৩.৫৭%
৩	চাতাল/ মাড়াইকল	০	০.০০%
৪	আটার কল	০	০.০০%
৫	হাস মুরগীর খামার	১৯	২১.৪৩%
৬	মৎস্য খামার	৪৫	৫০.০০%
৭	গরুর খামার	২৬	২৮.৫৭%
৮	বসত বাড়ীতে সবজি বাগান	৩৫	৩৯.২৯%
৯	প্রচলিত ফল বাগান	১০	১০.৭১%
১০	অপ্রচলিত মিশ্র ফল বাগান	১৩	১৪.২৯%

পারিবারিক আয়/ব্যয় : প্রকল্প এলাকায় উত্তরদাতাদের ২০১৪ সালে গড় আয় ছিল ১২৪,৫১৩ টাকা এবং গড় ব্যয় ছিল ১১১,৯৪০ টাকা। ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে গড় আয় ১৫৫,১৫০ টাকায় এবং গড় ব্যয় ১৩৭,৯৩১ টাকায় উন্নত হয়েছে। নিম্নের সারণি থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকা এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকায় ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বৃত্তের উপর তেমন প্রভাব পড়েনি। [সারণি -৩৫]

সারণি-৩৫ পারিবারিক আয়/ব্যয়

সাল	উত্তরদাতা প্রতি গড় আয় (টাকা)		উত্তরদাতা প্রতি গড় ব্যয় (টাকা)		উদ্বৃত্ত (টাকা)	
	প্রকল্প এলাকা	নিয়ন্ত্রণ এলাকা	প্রকল্প এলাকা	নিয়ন্ত্রণ এলাকা	প্রকল্প এলাকা	নিয়ন্ত্রণ এলাকা
২০১৪	১২৪,৫১৩	১২৭,৯৪০	১১১,৯৪০	১০৮,৬৩০	১২,৫৭৩	১৯,৩১০
২০১৫	১৪০,৮১৩	১৩৬,৯১৯	১২২,৭২৩	১১৯,৮৬১	১৮,০৯০	১৭,০৫৮
২০১৬	১৫৫,১৫০	১৫৫,৪১০	১৩৭,৯৩১	১৩৫,৬৬৭	১৭,২১৯	১৯,৭৪৩

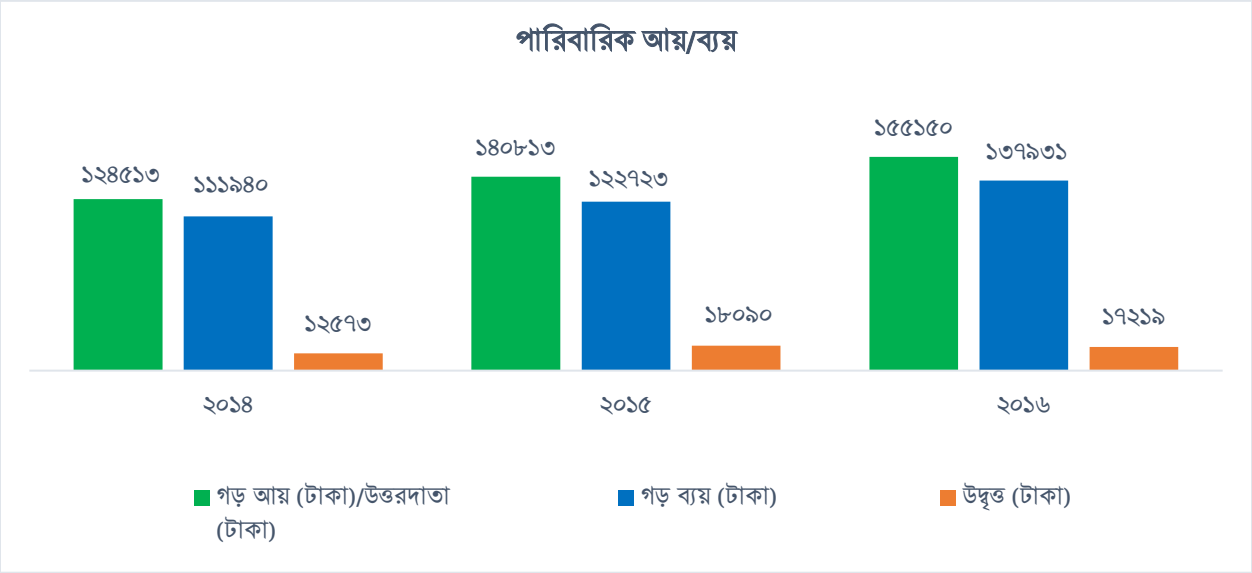

লেখচিত্র ১২ – পারিবারিক আয়/ব্যয় (নিয়ন্ত্রন এলাকায়)

প্রকল্প থেকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন : এ প্রকল্পে অংশগ্রহণের ফলে ৯৩% উত্তরদাতার জীবনে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবর্তন এসেছে। বাকী ৭% উত্তরদাতার পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি। উন্নতি হওয়ার মূলে যে নিয়ামকসমূহ কাজ করেছে তার মধ্যে খাদ্যের মান বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, পরিবারে রোগবালাই হ্রাস, সন্তানের স্কুলে গমন এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। নিয়ন্ত্রণ এলাকায় ৮২.৫% উত্তরদাতার জীবনে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবর্তন এসেছে। [সারণি ৩৬]

সারণি -৩৬ উত্তরদাতার জীবনে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবর্তন

ক্রমিক নং	নিয়ামক সমূহ	উত্তর সংখ্যা (একাধিক)	শতকরা
১	খাদ্যের মান বৃদ্ধি	৯৮৩	৯৫.৯%
২	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার	৮১৯	৭৯.৯%
৩	পরিবারে রোগবালাই হ্রাস	৬০১	৫৮.৬%
৪	আয় বৃদ্ধি	৭৯০	৭৭.১%
৫	সন্তানের স্কুলে গমন	৬৫২	৬৩.৬%

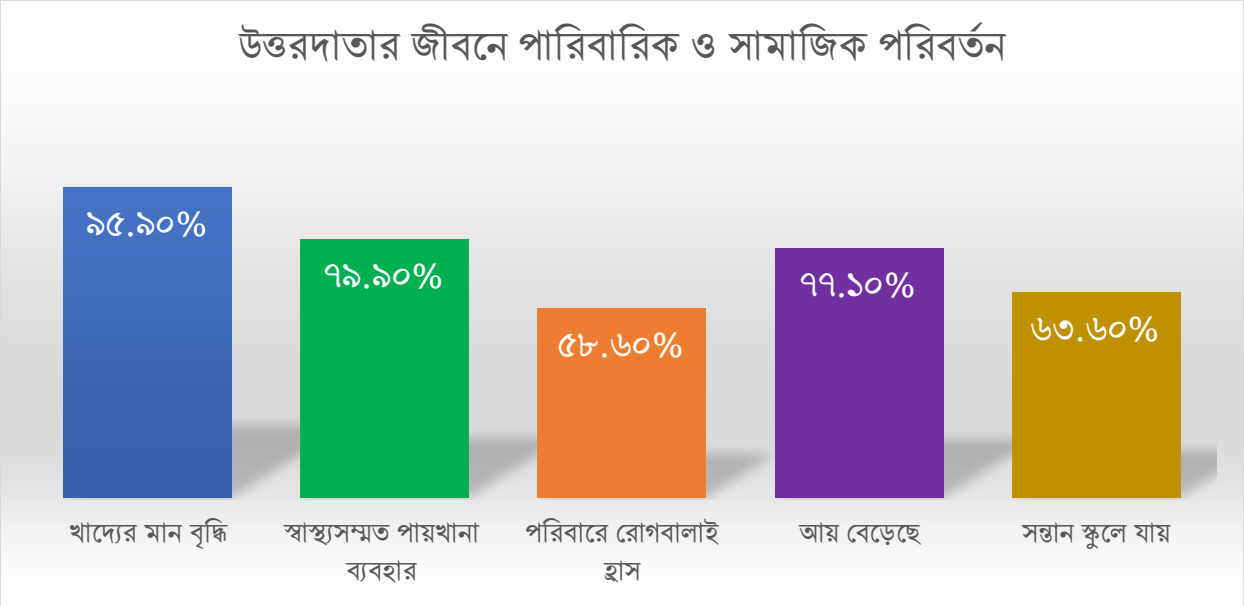

লেখচিত্র ১৩ – উত্তরদাতার জীবনে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবর্তন

পর্যবেক্ষন: পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য স্বনির্ভর আদর্শ গ্রাম গঠনের মাধ্যমে জনসাধারণ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মুক্ত জীবন যাপন লাভ করবে। গ্রামে বসবাসরত কৃষক/কৃষাণী তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে থাকেন। এ সব প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের মধ্যে রয়েছে মুড়ি, চিড়া, তেল, শুটকি মাছ, আমতা, ছানা, মিষ্টি, দই ইত্যাদি। একইভাবে ক্ষুদ্র খামার ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে যেমনঃ পুষ্টিসমৃদ্ধ ফলমূলের বাগান , হাস্কিং মেশিন, চাতাল, আটার কল, হাঁস-মুরগীর খামার, মাছের খামার, গরুর খামার, বসতবাড়িতে সবজী বাগান ও মিশ্র ফলের বাগান করে নিজেদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করছেন এবং কিছু বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা তারা সাবলম্বী হচ্ছেন।

পারিবারিক আয়/ব্যয়: উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে দেখা গিয়েছে যে, ২০১৪ সালে পরিবারের গড় আয় ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঁচশ তের টাকা ও গড় ব্যয় ছিল এক লক্ষ এগার হাজার নয় শত চল্লিশ টাকা। এছাড়া ২০১৫ সালে পরিবারের গড় আয় ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশ তের টাকা ও গড় ব্যয় ছিল এক লক্ষ বাইশ হাজার সাতশ তেইশ টাকা। একইভাবে ২০১৬ সালে পরিবারে এ আয় বৃদ্ধি পেয়ে মোট এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা হয়েছে এবং সেখানে ব্যয় এক লক্ষ সাইত্রিশ হাজার নয়শ একত্রিশ টাকা অর্থাৎ এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগী গ্রামের মানুষের বিশেষতঃ করে কৃষক/কৃষাণীগণ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হচ্ছেন।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন : প্রকল্পের উত্তরদাতার ফলাফল থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, প্রায় প্রতি পরিবারে খাদ্যের মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করছে এবং ঐসব পরিবারে রোগবালাই কমেছে, তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এসকল পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে।

TOR-১২: উচ্চ মূল্যের ফসল এবং স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদ

বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উচ্চ মূল্যের ফসল এবং স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদের মাধ্যমে বহুমুখী শস্য আবাদ এলাকা ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতা পর্যালোচনা:

উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন : প্রকল্পের পূর্বে কৃষকের প্রধান উৎপাদিত ফসল ছিল ধান ও গম। অনেক জমি এ সময়ে পতিত থাকতো। প্রকল্পে গ্রহনের পর ধানের উৎপাদন বেড়েছে। প্রকল্প পূর্ব ধানের গড় উৎপাদন ছিল ৪.৪ টন/হেক্টর। ২০১৫ সালে ধান উৎপাদন বেড়ে প্রায় ৬ টন/হেক্টর হয়েছে। গম, ভুট্টা ও শাক সবজির উৎপাদন বেড়েছে সারণি ৩৭।

স্বল্প পানি চাহিদার ফসল উৎপাদন: একই সময়ে স্বল্প পানি চাহিদার শস্য উৎপাদনও বেড়েছে প্রায় ১৫%। এর মধ্যে লাউ, মিষ্টি কুমড়া উৎপাদন বেড়েছে ১০%, ডাল মুগ, মটর, মাসকলাই উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ২১%, সরিষা ৭৯%, বাদাম ৬%, আলু ২৭%, তরমুজ ইত্যাদি ফসলের আবাদ ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমান বেড়েছে (সারণি ৩৭)। এছাড়া বসতবাড়িতে সবজি বাগান বেড়েছে প্রায় ১০০%। প্রচলিত ফল বাগান বেড়েছে প্রায় ৩৯%। যাহা নিয়মিত সেচ ব্যবস্থা ব্যতিত স্বল্প পানিতে উৎপাদিত হয়।

সারণি -৩৭ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ এবং ফসল উৎপাদন:

ফসলের নাম	গড় জমির পরিমাণ (শতাংশ)			গড় উৎপাদন (কেজি)		
	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৪	২০১৫	২০১৬
ধান	১৭৪	২১১	২৫০	৪৪০৭	৫১৪২	৫০৩৬
গম	১৬২	৪০	১৯১	৬০০	৬২০	৬৫২
ভুট্টা	৫০	৪৯	৫৭	১৪৩৬	১৬১১	১৬৫২
শাকসবজি	৩৪	৪১	৪০	১৫৬৪	২৫০৮	২২০৪
লাউ	১২	১৩	১২	১২০৭	১১২৩	১৩২০
মিষ্টি কুমড়া	১৯	৪২	১৮	৫৯৬	১১৫২	৬৬৭
চাল কুমড়া	৮	৫	৮	৩২০	২৩৭	৭০৪
ডাল ফসল:						
মুগ	২৫	১৯	২৫	১১৯	৬৩	১৪৫
মসুর	৭৮	৭	৭১	৩৩০	১১	৩০৭
মটর	৬৪	১৪০	৩২	২৬০	১৩	৩০৯
মাস কলাই	৪৬	১১	৪৯	২৬৪	৭৩	৩০৯
ছোলা	৩৬	৫৮৬	৩০	৩১৫	১	৭৬
তৈলবীজ						
সরিষা	৬৩	৪০	৬৫	৩৪৫	৫০২	৬১৯
তিল	২৮	৩২	৩২	১৩৩	২৬	১৪৪
বাদাম	৪৯	৫	৫০	৬২২	১৩৩	৬৬১
মসলা	২০	০	২০	১১৩	০	১২০
আলু	৩১	৩৬	২৯	১৪৮৪	১৮৮৪	১৫৬০
তরমুজ	১৩৬	২১	১৩৬	৩৭১৪	৯৩৩	৩৮৩১
ক্ষিরা	২০	৭	২১	২৮৪৬	৫১০০	২৫৭৩
বসত বাড়িতে সবজি বাগান	৮	৩	১০	২৬৬	৮৮	২৮৯
প্রচলিত ফল বাগান	২৫	৬	২৫	৭৩২	৩০০	১০১৭
অপ্রচলিত মিশ্র ফল বাগান	১০	১	২১	১২৭২	২৩	৫৩২
পতিত জমি	৩৪	২৫	২৮	০	০	০

উৎস: মাইডাস মাঠ জরীপ-২০১৭

পর্যবেক্ষন: মাঠ ফসলে স্বল্প পানির চাহিদার ফসলের মধ্যে ভুট্টা, সবজী, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, ডাল মুগ, মটর, মাসকলাই ,সরিষা, বাদাম , আলু , তরমুজ ইত্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বসতবাড়িতে সবজি বাগান বেড়েছে এবং প্রচলিত ফল বাগানের চাষযোগ্য এলাকা এবং উৎপাদন বেড়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমানে। বসতবাড়িতে নিয়মিত সেচ ব্যবস্থা ব্যতিত স্বল্প পানিতে ফল-মূল ও সবজী উৎপাদিত হচ্ছে।

মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে সবজি ও ফল বাগান প্রদর্শনী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার

TOR-১৩: কৃষি যান্ত্রিকীকরণ

গ্রুপের যন্ত্রপাতি ব্যবহার : প্রকল্পে ৮৮০ টি কৃষক গ্রুপের মধ্যে প্রায় ১০০ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের গ্রুপ পাওয়ার টিলার বরাদ্দ পেয়েছে। এলএলপি পেয়েছে ৮২ % ফুট পাম্প পেয়েছে ৯৪%। পাওয়ার স্প্রেয়ার পেয়েছেন ২৫, হ্যান্ড স্প্রেয়ার পেয়েছেন ৯৮% এবং পাওয়ার থ্রেসার পেয়েছেন ৯৩%। বরাদ্দ প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতি গুলো কৃষক গ্রুপের সদস্য গণ চাষাবাদের জন্য ব্যবহার করছেন এবং গ্রুপের বাইরে কৃষকদের কাছে ভাড়া দিচ্ছেন। এ যন্ত্রপাতি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃষক গ্রুপ খরচ বহন করে থাকে সারণি ৩৮।

পাওয়ার থ্রেসার মেশিন

ট্র্যাক্টর ট্রেলার

সারণি-৩৮ কৃষক গ্রুপের যন্ত্রপাতি ব্যবহার

কৃষি যন্ত্র	সুবিধাভোগী (%)	কন্ট্রোল গ্রুপ (%)
পাওয়ার টিলার	৯৯	৯৩
এলএলপি	৮১	৫২
ফুট পাম্প	৯৪	৩৫
পাওয়ার স্প্রেয়ার	২৬	৫
হ্যান্ড স্প্রেয়ার	৯৮	৭৯
পাওয়ার থ্রেসার	৯৩	২৪

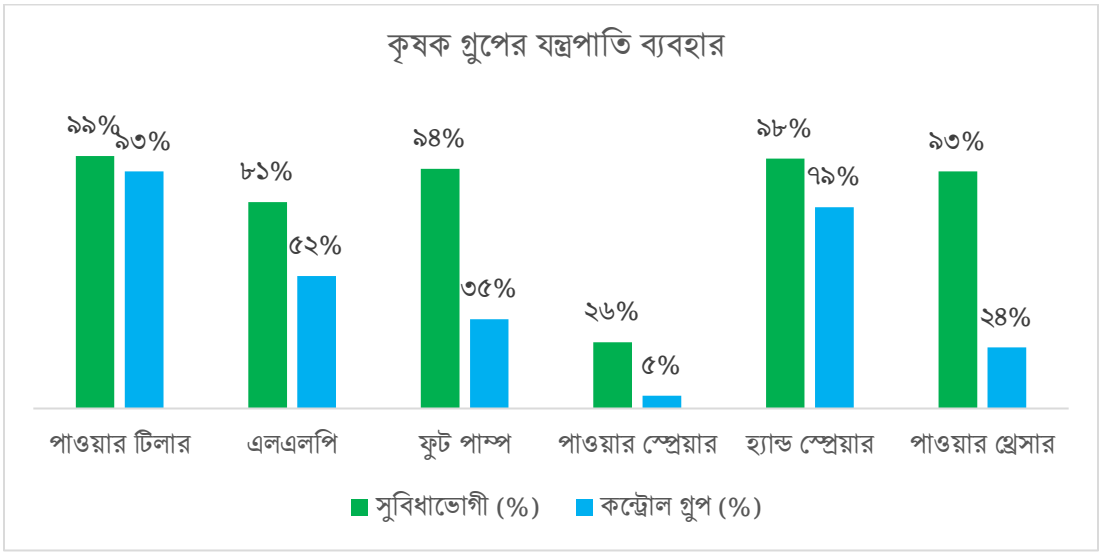

লেখচিত্র ১৪ – কৃষক গ্রুপের যন্ত্রপাতি ব্যবহার

গ্রুপ সঞ্চয় এবং যন্ত্রপাতির জামানত : প্রায় ৯২% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের গ্রুপে সঞ্চয় আছে এবং তার পরিমাণ গড়ে প্রায় প্রতি উপজেলায় ২৬৮,৯২৮ টাকা। তদুপরি তাদের লব্ধকৃত যন্ত্রপাতির ভাড়া থেকে আরো আয় হচ্ছে। গ্রুপ সদস্যরা পাওয়ার টিলার ভাড়া নিলে গড়ে ভাড়া দেয় প্রতিদিন ১০৪৫ টাকা। কিন্তু গ্রুপের বাইরের কৃষক পাওয়ার টিলার ভাড়া নিলে তারা ১৩০০ টাকা পরিশোধ করে। একইভাবে এলএলপি নিলে গ্রুপ সদস্য ভাড়া দেয় ৩৮০ টাকা, অন্যরা গড়ে ভাড়া দেয় ৬১৪ টাকা। পাওয়া থ্রেসার গ্রুপের মধ্যে ভাড়া হয় ৪৫০ টাকায় কিন্তু গ্রুপের বাইরের কৃষক ভাড়া দেয় ৫৩৫ টাকা। এ টাকা গ্রুপের অ্যাকাউন্টে জমা থাকে। এছাড়া উপজেলায় প্রতিটি গ্রুপের অ্যাকাউন্টে প্রায় ১৯ হাজার টাকা নিরাপত্তা জামানত হিসাবে জমা আছে। গ্রুপ সদস্যরা এ টাকা সুদে-আসলে, বৃদ্ধি মাধ্যমে উপকৃত হয়। এ টাকা বিনিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নাই।

সারণি -৩৯ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের খরচ

ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রের নাম	প্রকল্পের কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার			
	কতজন গ্রুপ সদস্য ভাড়া নিয়েছে		কতজন অন্যান্য কৃষক ভাড়া নিয়েছে	
	কৃষকের সংখ্যা (গড়)	ভাড়া/ দর (গড়) টাকা	কৃষকের সংখ্যা (গড়)	ভাড়া/ দর (গড়) টাকা
পাওয়ার টিলার	৩৩	১০৪৫	২৯	১২৮৯
এল.এল.পি	২৫	৩৮০	২৩	৬১৪
ফুট পাম্প	২৭	৮০	২০	৫৭
পাওয়ার স্প্রেয়ার	১১৮	৫৯	১৮	১৮
হ্যান্ড স্প্রেয়ার	৩২	২২	৩০	২৫
পাওয়ার থ্রেসার	৩২	৪৫০	২৮	৫৩৫

উৎস: মাঠ জরিপ (জরিপের নাম উল্লেখ করতে হবে)

সারণি -৪০ কৃষক গ্রুপে যন্ত্রপাতি নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ

ক্রমিক	জেলা	নির্বাচিত উপজেলায় KII আই এর সংখ্যা	যন্ত্রপাতি নিরাপত্তা জামানত (টাকা)
	কুড়িগ্রাম	২	৩৮১,০০০
	মাগুরা	২	৫২০,৯০০
	গাইবান্ধা	২	৪২৫,৬০০
	মৌলভীবাজার	২	৪৫৮,৮০০
	ময়মনসিংহ	২	১৯৮,০০০
	লক্ষীপুর	২	১৪,৮২০,৯০০
	বগুড়া	২	২৯৭,৮০০
	মোট	১৪	৩,৭৬৫,০০০
প্রতি উপজেলায়		গড়	২৬৮,৯২৮
প্রকল্পের জামানত (প্রাক্কলিত)			২৩,৬৬৫,৭১৪

উৎস: মাইডাস KII

পর্যবেক্ষণ: স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের সুযোগ নাই, স্থানীয় মেকানিক ও কৃষক গ্রুপের সদস্যদের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নাই, পাওয়ার থ্রেসারের সাথে মোটর সরবরাহ করা হয়নি। ফলে মোটরের অভাবে থ্রেসার বন্ধ থাকে, প্রকল্প এলাকায় কৃষি শ্রমিকের অভাবের কারণে ফসল উত্তোলন ও মাড়াইকার্য ব্যাহত হয়, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ হওয়ায় বিশেষ করে হাওর এলাকায় পণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা দুর্বল এবং খরচ বেশি পড়ে, মিনি ট্রাক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রকল্পে রিপার ডায়ার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ও সিডার এর ব্যবস্থা নাই। সঞ্চয় এবং জামানত বিনিয়োগের নীতিমালা নাই।

TOR-১৪: কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা (ডিপিপিতে শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০% পর্যন্ত বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা দেয়া আছে) ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতা পর্যালোচনা:

শস্য বিন্যাস: প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে শস্য বিন্যাসে পরিবর্তন এসেছে। শস্য বিন্যাসে শীতকালীন ফসলের সংখ্যা বেড়েছে এবং নতুন নতুন ফসল যুক্ত হয়েছে। যেমন: মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, মশুর, সরিষা, খেসারী, মরিচ,বোরো,গম ,শসা ,তিসি ,রসুন,ধনিয়া ইত্যাদি ফসলের যুক্ত হয়েছে। এছাড়া কম পানি লাগে এমন ফসল যেমন সরিষা, মশলা, মুগ, মসুর ফসল বিন্যাসে যুক্ত হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শস্য উৎপাদন ১০ থেকে ২০ ভাগ বেড়েছে। [সারণি -৪১]

সারণি- ৪১ প্রধান শষ্য বিন্যাস

জেলার নাম	উপজেলার নাম	শষ্য বিন্যাস প্রকল্পকালীন					
		২০১৪-২০১৫			২০১৫-২০১৬		
		রবি	খরিপ ১	খরিপ ২	রবি	খরিপ ১	খরিপ ২
কুঁড়িগ্রাম	চিলমারী	বোরো গম সরিষা	পাট পতিত	রোপা আমন	বোরো গম সরিষা সবজি	পাট পতিত	রোপা আমন
মাগুড়া	শ্রীপুর	বোরো গম পেঁয়াজ রসুন মশুর খেসারী মটর ধনিয়া	পাট আউশ বোরো আমন	রোপা আমন মুগ সবজি তিল	মশুর সরিষা খেসারী মরিচ বোরো গম শসা তিসি রসুন ধনিয়া	তিল মরিচ কলা আউশ মশুর তিল পাট	মুগ সবজি আমন
	শালিখা	বোরো মশুর সরিষা সবজি	পাট তিল আউশ সবজি পতিত	আমন মুগ সবজি	বোরো সরিষা মশুর সবজি	পাট আউশ তিল পতিত	আমন মুগ সবজি
গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	বোরো ভুট্টা আলু	বোরো পতিত	রোপা আমন	বোরো ভুট্টা আলু	বোরো পতিত	রোপা আমন
	সাদুল্ল্যাপুর	বোরো সবজি আলু	বোরো সবজি পতিত	রোপা আমন সবজি	বোরো সবজি আলু গম আলু	বোরো সবজি পাট	রোপা আমন সবজি
মৌলভীবাজার	জুড়ী	বোরো পতিত	আউশ পতিত	রোপা আমন	বোরো মিষ্টি আলু সবজি পতিত	আউশ সবজি পতিত	রোপা আমন

জেলার নাম	উপজেলার নাম	শষ্য বিন্যাস প্রকল্পকালীন					
		২০১৪-২০১৫			২০১৫-২০১৬		
		রবি	খরিপ ১	খরিপ ২	রবি	খরিপ ১	খরিপ ২
	বড়লেখা	বোরো পতিত	আউশ পতিত	রোপা আমন	বোরো সবজি পতিত	আউশ পতিত	রোপা আমন
লক্ষীপুর	রামগতি	সুয়াবিন বাদাম মরিচ রবিশষ্য	আউশ চিচিঙ্গা শসা ধাণ সবজি	বোরো আমন	সুয়াবিন বাদাম মরিচ রবিশষ্য	আউশ চিচিঙ্গা শসা	রোপা আমন
	রায়পুর	বোরো সুয়াবিন রবিশষ্য	আউশ পতিত	আমন	বোরো সুয়াবিন রবিশষ্য	আউশ পতিত	আমন
ময়মনসিংহ	ফুলপুর	বোরো সরিষা গম আলু	পাঁট পতিত	রোপা আমন	বোরো সরিষা গম আলু	পাঁট পতিত	রোপা আমন
বগুড়া	ধনুট	বোরো মরিচ	পাঁট পতিত	রোপা আমন সবজি	বোরো মরিচ গম আলু ভুট্টা	পাঁট সবজি পতিত	রোপা আমন সবজি
	সোনাতলা	সরিষা বোরো আলু	পতিত	রোপা আমন	তথ্য পাওয়া যায়নি		

উৎস: মাইডাস KII -২০১৭

শষ্য প্রাচুর্য্য: মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী কৃষকগুপের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় যে, চর এলাকায় ২০১৫-১৬ তে শস্য প্রাচুর্য্য বেড়েছে প্রায় ১৫%, দরিদ্র প্রবণ এলাকায় বেড়েছে ১২ %এবং হাওড় এলাকায় বেড়েছে ১০ %। সমগ্র প্রকল্প এলাকায় ২০১৫-১৬ তে বেড়েছে প্রায় ১৪ %। [সারণি **-৪২]** চর এবং হাওর এলাকার চাষযোগ্য জমি বছরে ৫ থেকে ৭ মাস পানির নীচে থাকে, ফলে শস্য প্রাচুর্য্য তুলনামূলক ভাবে দরিদ্র প্রবণ বা নিবিড় শস্য উৎপাদন এলাকা হতে অনেক কম।

সারণি -৪২ শস্য প্রাচুর্য্য

প্রকল্প এলাকা	**শস্য প্রাচুর্য্য (শতকরা)**		**শতকরা বৃদ্ধির হার**
	২০১৪-১৫	**২০১৫-১৬**	
চর এলাকা	১৭৫	১৮৫	১৫
দরিদ্র প্রবণ এলাকা	১৯০	২০২	১২
হাওড় এলাকা	১১৫	১২৫	১০
সমগ্র প্রকল্প এলাকা	১৯৬	২১০	১৪

উৎস: মাইডাস জরিপ -২০১৭

পর্যবেক্ষণ: যদিও শীতকালিন ফসল বোরো পরিবর্তে শস্য বিন্যাসে অনেক নতুন ফসল যুক্ত হয়েছে এবং শস্য প্রাচুর্য্য বৃদ্ধির দিকে উন্নতির লক্ষণ (১০%-১৫%) পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু ডিপিপিতে শস্যের নিবিড়তার লক্ষ্য মাত্রা ১৫-২০% পর্যন্ত অর্জন করতে হলে স্বল্প মেয়াদী অধিক ফসল শষ্য বিন্যাসে যুক্ত করতে হবে।

TOR-১৫: পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টি ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতা পর্যালোচনা

পুষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসমূহ: প্রকল্প থেকে পুষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে সুষম খাদ্য গ্রহণ প্রশিক্ষণ যা প্রায় ৭৭% প্রশিক্ষণার্থী পেয়েছেন। পুষ্টিসম্মত উপায়ে খাদ্য তৈরি ও রন্ধন পদ্ধতি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৬০% প্রশিক্ষণার্থী। বাকী প্রশিক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে বসতবাড়িতে শাক-সবজীর চাষ প্রশিক্ষণ, ফসল চাষ প্রশিক্ষণ, হাঁস-মুরগী গবাদি পশু পালন প্রশিক্ষণ, পুষ্টি উন্নয়নে নারীর ভূমিকা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। [সারণি -৪৩]

ফল বাগান প্রদর্শনী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

ফল বাগান প্রদর্শনী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

সারণি- ৪৩ পুষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসমূহ:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	উত্তর সংখ্যা (একাধিক)	%
১.	সুষম খাদ্য গ্রহণ	৮৫২	৭৭.৩%
২.	পুষ্টি সম্মত উপায়ে খাদ্য তৈরি ও রন্ধন পদ্ধতি	৬৬০	৫৯.৯%
৩.	অপুষ্টি জনিত রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার	২৮২	২৫.৬%
৪.	বসতবাড়িতে শাক-সবজির চাষ প্রশিক্ষণ	৬৫২	৫৯.২%
৫.	বাড়ির আঙ্গিনায় ফল চাষ প্রশিক্ষণ	৩৯৮	৩৬.১%
৬.	পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়নে বনজ ও ভেষজ গাছের প্রশিক্ষণ	১৬৮	১৫.২%
৭.	বাড়ির আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন প্রশিক্ষণ	২৯৯	২৭.১%
৮.	পুষ্টি উন্নয়নে মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ	২১০	১৯.১%
৯.	পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ প্রশিক্ষণ	১২৮	১১.৬%
১০.	পুষ্টি উন্নয়নে নারীর ভূমিকা প্রশিক্ষণ	২৭৪	২৪.৯%
১১.	ফসল সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ	২৬৭	২৪.২%
১২.	নিরাপদ খাদ্য প্রশিক্ষণ	৩৩৪	৩০.৩%

পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিতের মাধ্যম : পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে কৃষকের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মাধ্যম যেমন: বইপুস্তক ও লিফলেট পড়ে, পুষ্টি বিষয়ক সভা সমাবেশ থেকে, রেডিও টিভিসহ বিভিন্ন সামাজিক, মাধ্যম থেকে জানতে পেরেছে। তন্মধ্যে দেখা যায় ৫৯% টেলিভিশন

দেখে এবং কৃষি অফিস থেকে ৫০% পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। পুষ্টি প্রশিক্ষণ প্রকল্প থেকে জ্ঞান লাভ হয়েছে কি না সে সম্বন্ধে ২৭৭ জন উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানতে পেরেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উত্তরদাতার সংখ্যা ৮১% বাকী শতকরা ১৯ % এ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পাননি। [সারণি -৪৪]

সারণি – ৪৪ পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিতের মাধ্যম

ক্রমিক নং	প্রচার মাধ্যম	উত্তর সংখ্যা (একাধিক)	%
১	বারটনে থেকে প্রশিক্ষণ	২৬৩	২৩.৯%
২	কৃষি অফিস (ডিএই) থেকে প্রশিক্ষণ	৫৫৫	৫০.৪%
৩	বারটনে থেকে সরবরাহকৃত বইপুস্তক	৩৫	৩.২%
৪	পোষ্টার	৯০	৮.২%
৫	লিফলেট	৯৪	৮.৫%
৬	সভা-সমাবেশ	২৩৫	২১.৩%
৭	টেলিভিশন	৬৫২	৫৯.২%
৮	রেডিও	২৪৫	২২.২%
৯	মোবাইল ফোন এসএমএস	৭১	৬.৪%
১০	হেডিং	০	০.০%
১১	মাইকিং	৩৫	৩.২%
১২	পথ নাটক	১০৯	৯.৯%
১৩	বাউল গান	১২৯	১১.৭%
১৪	মুখের কথা	৫৬৫	৫১.৩%

বসতবাড়ি ও এলাকার বিদ্যালয়ে শাক-সবজী ও ফলমূলের বাগান স্থাপনার কর্মসূচি : বসতবাড়িতে শাক-সবজী বা ফলমূলের বাগান করা হয়েছে কি না এ সম্পর্কে ৫৩% উত্তরদাতা বলেছেন তারা বাগান করেছেন এবং বাকী ৪৭% উত্তরদাতা বলেছেন তারা বাগান করেননি। এলাকার বিদ্যালয়ে পুষ্টি সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও বিদ্যালয়ে শাক-সবজীর বাগান স্থাপন করা হয়েছে কী না সে সম্পর্কে ৯২% উত্তরদাতা বলেছেন হয়নি এবং প্রায় ৮%উত্তরদাতা বলেছেন হয়েছে। [সারণি - ৪৫]

সারণি – ৪৫ শাক-সবজী ও ফলমূলের বাগান স্থাপন

স্থাপনার স্থান	উত্তরদাতার সংখ্যা (%)	
	হ্যাঁ	না
বসতবাড়ি	৫৩	৪৭
বিদ্যালয়	৮	৯২

পুষ্টি সংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞান : পুষ্টি ও সাধারণ জ্ঞান নিরুপণের জন্য মোট ২৮টি প্রশ্ন মাঠ পর্যায়ে করা হয়েছিল। প্রশ্নগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল “খাবার পানির উৎস কী” “একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের প্রতিদিন কত লিটার পানি পান করা প্রয়োজন”, “কোন দানাদার খাদ্যে ভিটামিন এ বেশী থাকে”, “রান্নার পর ভাতের মাড় ফেলে দেওয়া হয় কী না”, “শাক-সবজী ধোয়ার নিয়ম কী”, “শাক-সবজী রান্নার পদ্ধতি কী”, “কোন ডালে আমিষ বেশি থাকে”, “কত মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের মায়ের দুধই যথেষ্ট”, “রক্তশূন্যতা কী কারণে হয়”, “গলগন্ড কী কারণে হয়”, এ প্রশ্নগুলি মোট ১০২৭ জন উত্তরদাতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৩৫% উত্তরদাতার জানা নেই বলেছেন, ভুল উত্তর দিয়েছেন ২৫% আর সঠিক উত্তর প্রদান করেছেন ৩৯%। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পুষ্টি বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে ৪০% অবগত আছেন। ফলে পুষ্টি বিষয়ক ক্যাম্পেইন এর প্রয়োজন রয়েছে।

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্জন : ৯০% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছেন। ৫৫% উত্তরদাতা খাদ্যাভ্যাস বদল সম্পর্কে, ৫২% উত্তরদাতা মা ও শিশুর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে, ৫০% উত্তরদাতা বসত বাড়িতে পুষ্টিসমৃদ্ধ সবজী/ফল চাষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন এবং ২৭% প্রশিক্ষণার্থী অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণলব্ধ হয়েছেন। [সারণি -৪৬]

সারণি - ৪৬ প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্তি

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্তি	উত্তর সংখ্যা (একাধিক)	%
১	পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান	১০২৩	৯২.৮%
২	উন্নত ফসলের প্রযুক্তি জ্ঞান	৪১৩	৩৭.৫%
৩	বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি জ্ঞান	৩০৬	২৭.৮%
৪	খাদ্যাভাস বদল সম্পর্কে জ্ঞান	৬০৫	৫৪.৯%
৫	মা ও শিশুর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জ্ঞান	৫৭৩	৫২.০%
৬	গর্ভবতী নারীর সুষম খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান	৪৬৫	৪২.২%
৭	বসত বাড়িতে পুষ্টি সমৃদ্ধ সবজি/ ফল চাষ	৫৪৫	৪৯.৫%
৮	ফসল সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা জ্ঞান	১৮৩	১৬.৬%
৯	ফসল বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা জ্ঞান	১৩৯	১২.৬%

পর্যবেক্ষন: প্রকল্পে পুষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৭৭ %প্রশিক্ষণার্থী সুষম খাদ্য বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা পেয়েছেন। এ ছাড়া পুষ্টিসম্মত খাদ্য তৈরি ও বসতবাড়িতে শাক সবজীর চাষ বিষয়ে ৬০%প্রশিক্ষণার্থী পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছেন। পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে যেমন :বইপুস্তক, লিফলেট, পুষ্টিবিষয়ক সভা সমাবেশ, রেডিও টেলিভিশন এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম থেকে জানতে পেরেছেন। পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিতের প্রধান মাধ্যম হলো টেলিভিশন এবং প্রকল্প কার্যক্রমে প্রায় ২৫% উত্তরদাতা পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। বসতবাড়ি ও বিদ্যালয়ে পুষ্টিসমৃদ্ধ শাকসবজী ও ফলমূলের বাগান স্থাপন কর্মসূচিতে বসতবাড়িতে ৫৩% উত্তরদাতার নিকট হতে জানা গেছে। তারা পুষ্টিসমৃদ্ধ শাক সবজী ও ফলমূলের বাগান করেছেন। ৮%ভাগ উত্তরদাতা বিদ্যালয়ে শাকসবজী ও ফলমূলের বাগান করেছেন।

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আওতায় কৃষক দল গঠন কার্যক্রম

চতুর্থ অধ্যায়

FGD, KII এবং আঞ্চলিক কর্মশালার ফলাফল

FGD দলের সর্বমোট উপস্থিতি ছিল ১২১ জন তন্মধ্যে মহিলা ৮ জন এবং পুরুষ ১১৩ জন। বয়স ২৫ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন। FGD দলের সদস্যরা ছিলেন কৃষিবিদ, উপজেলা কৃষি অফিসার, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সভাপতি, হিসাব রক্ষক, সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষক, ইমাম, ইউপি সদস্য, গ্রাম্য মাতব্বর, সাংবাদিক, সম্পাদক, সাধারণ সদস্যবৃন্দ ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ।

এফজিডি, জুড়ী, হবিগঞ্জ

এফজিডি, বড়লেখা, হবিগঞ্জ

৪.১ কৃষি ও পুষ্টি প্রকল্প সমাজের কি উন্নয়ন করছে বলে আপনি মনে করেন ?

কৃষি ও পুষ্টি প্রকল্প চালু হওয়ার পর সমাজে বেশ কিছু উন্নতি সাধিত হয়েছে।

- কৃষকরা সচেতন হয়েছে।
- বিষমুক্ত নিরাপদ শাকসবজি উৎপাদন হচ্ছে।
- আগে যারা বিষমুক্ত শাক সবজি উৎপাদিত হত না।
- পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় ধারণা উন্নত হয়েছে।
- ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ফসল উৎপাদন খরচ কমে যাচ্ছে।
- কৃষি খাতে আধুনিক যন্ত্রপাতি অল্প খরচে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরী হয়েছে।
- প্রান্তিক কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠি খাবারের পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে। কোন খাবারে কি ধরণের পুষ্টি তা জানতে পেরেছে।
- কোন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে আর্থিক সাশ্রয় হয় তা জানা যায়।
- উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষি যন্ত্রপাতি পেয়ে কৃষকরা অনেক লাভবান হয়েছে।
- ১টি ইউনিয়নের একটি গ্রাম নিয়ে কৃষক গ্রুপ গঠন করার কারণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠি এর সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।
- প্রশিক্ষণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি আরো বাড়ানো উচিৎ।
- কৃষকরা খাদ্যে সয়ংসম্পূণর্তা অজন করতে পেরেছে।
- মানুষের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে।
- কৃষকের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটেছে ।
- চাষাবাদের খরচ কমার ফলে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- চাষাবাদে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ তৈরী হচ্ছে।
- বেকারত্ব দূর হয়ে কর্মসংস্থানের খাত বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.২ প্রকল্পের সুফল ভোগীদের জীবনমানের কি পরিবর্তন ঘটেছে?

- চাষাবাদের খরচ আগের তুলনায় কমে যাওয়ার কারণে বেশী ফসল উৎপাদন হচ্ছে এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে।
- অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয়েছে। পুষ্টি জ্ঞানের ধারণা পেয়েছে।
- কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি পেয়েছে।
- স্বল্প সংখ্যক কৃষক এর দ্বারা উপকার পেয়েছে এবং সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। তবে কৃষকের কৃষি জ্ঞান এবং কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পেলেও চূড়ান্ত সুবিধা ভোগ করতে আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।
- কৃষকরা অনেক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
- এখন অল্প খরচে কৃষি যন্ত্রপাতি পাওয়া যাচ্ছে।
- কৃষদের সন্তানেরা স্কুলে যেতে পারছে।
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

৪.৩ প্রকল্প এলাকার পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি ?

- এলাকার খাদ্য নিরাপত্তা এখনো নিশ্চিত হয়নি তবে আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে। বর্তমানে কৃষকরা ফসল বিক্রি করে বেশী টাকা আয় করে এবং অধিক ফসল বিক্রি করতে পারছে। কারণ কৃষকদের চাষাবাদের খরচ কমে গেছে।
- সঠিক সময়ে সঠিক দেওয়ার কারণে পোকা মাকড়ে উপদ্রব কমে গেছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঔষধ মাঝে মাঝে ফসলের ক্ষতি সাধিত হয়। এ কারণে খাদ্য নিরাপত্তা পুরোপুরি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।
- পূর্বে মানুষ ভাতের উপর নির্ভরশীলতা বেশি ছিল। বর্তমানে ফলমূল, দুধ, ডিম, এবং বিষমুক্ত শাকসবজি খাদ্যাভাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- প্রকল্পটির মেয়াদ আরো (৫-১০) বছর বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে পুরোপুরি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।
- উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে খাদ্য ঘাটতি অনেকাংশে কমে গেছে।
- বসতবাড়িতে সবজি চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৪ প্রকল্প থেকে আপনারা কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা ? পেয়ে থাকলে প্রশিক্ষণ থেকে কিভাবে লাভবান হয়েছেন।

- নিরাপদ বিষমুক্ত শাক সবজি উৎপাদনের প্রশিক্ষণ।
- মিশ্র ফলবাগান করার প্রশিক্ষণ।
- উন্নত বীজ উৎপাদনের প্রশিক্ষণ ও ভার্মি কম্পোষ্টের প্রশিক্ষণ।
- পুষ্টিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ, কেঁচোসার উৎপাদনের প্রশিক্ষণ।
- সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন খরচ কমেছে।
- যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ
- উন্নতমানের চাষাবাদের প্রশিক্ষণ পেয়েছি।
- খাদ্য নিরাপত্তার প্রশিক্ষণ
- মিশ্রফল বাগানের প্রশিক্ষণ।
- পূর্বের তুলনায় বেশী আয় করার এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করার সুযোগ তৈরী হয়েছে।
- উন্নত বীজের কারণে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- খাদ্যাভ্যাসের পরির্বতন এসেছে।

৪. ৫ প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ কক্ষ, প্রশিক্ষণ উপাদান সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

- দ্বিসুরা কৃষক গ্রুপের সভাপতি ও সেক্রেটারীর মতে তারা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও জেলা কৃষি কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সভাকক্ষে প্রজেক্টরের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। অন্য গ্রুপ গুলো ও একই ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।
- প্রশিক্ষণগন দক্ষ ও আন্তরিক ছিলো। সুন্দর পরিবেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কালীন বিভিন্ন পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।
- দক্ষ লোক দ্বারা প্রশিক্ষণের কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে।
- প্রকল্পের প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকতা এবং উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা । উপজেলা মিলনায়তন কক্ষে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- video দেখিয়ে প্রশিক্ষণ দিলে সবচেয়ে ভালো হয়।

৪.৬ প্রশিক্ষণের উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

- যুগোপোযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান, মাঠ পর্যায়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিৎ।
- উপজেলাগুলোতে চাহিদা ভিত্তিক ট্রেনিং সেন্টার থাকা দরকার।
- পরিপূর্ণভাবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণের সময় বৃদ্ধি করা।
- দক্ষ প্রশিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো দরকার।
- পুষ্টি সম্পর্কিত বইগুলো কৃষকদের নিকট পৌছে দেয়া দরকার।
- যেহেতু অধিকাংশ কৃষকই অশিক্ষিত, সুতরাং তাদেরকে খাতা কলমে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মাঠ পযায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিৎ।
- অভিক্ষ প্রশিক্ষক ও আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিৎ।
- প্রশিক্ষণের পরিধি বাড়িয়ে বেশী সংখ্যক কৃষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।
- নিত্য নতুন বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিৎ।
- প্রতিটি দলে একজন করে সদস্যকে কৃষি যন্ত্রপাতির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিৎ। তা যন্ত্রপাতি মেরামতের অভাবে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
- সচেতনতা ও আগ্রহ বাড়ানো দরকার।
- ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার।
- আবাসিক সুবিধা থাকা দরকার।

৪.৭ টেকসই উন্নয়নের জন্যে আর কি কি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

- দীর্ঘমেয়াদী ফল ভোগ করা যায় সে ধরনের কাজের প্রতি কৃষকদেরকে আগ্রহী করে তোলা।
- যেমন:- কলাবাগান, মিশ্র ফল বাগান ও একক ফল বাগান করা।
- বেশী কৃষককে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে এসে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
- যতগুলো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে সকল কৃষককে সব ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- সার্বক্ষণিক মনিটরিংএর ব্যবস্থা করা ও কৃষি যন্ত্রপাতি সযত্নে রাখার ব্যবস্থা করা। কৃষকদের মাঝে ঐক্য বজায় রাখার জন্যে প্রতি মাসে কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক সকলকে নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা। কিভাবে ভালো মানের ফসল উৎপাদন করা যায়। সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।
- আদর্শ কৃষকদের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য কৃষকদের সারেজমিনে দেখিয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ তৈরী করে দেয়া দরকার এবং অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত কৃষকদেরকে প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা দরকার।
- কাগজে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং কৃষি পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- video –র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং উন্নত বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া।

৪.৮ প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা ? না হয়ে থাকলে কারণ গুলি কি কি ?

- অনেকেই মনে করেন প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।
- আবার অনেক কৃষক মনে করেন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাগুলি সকলে সঠিকভাবে জানে না এবং যে সুবিধাগুলি বরাদ্দ আছে তাও সঠিক সময়ে না পাওয়ার কারণে কৃষকরা কৃষি যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে না।
- কৃষি কর্মকর্তারা কৃষকদের সঠিকভাবে খোঁজ খবর না নেওয়ার কারণে কৃষকদের মাঝে হতাশা বিরাজ করে।
- সঠিক ভাবে মনিটরিং হচ্ছে না এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সবার সাথে সমান ভাবে সহযোগিতা না করে শুধু কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী কৃষকের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।
- প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে করতে আরো কিছুটা সময় লাগবে।
- অনেকে মনে করেন প্রকল্প সঠিকভাবে চলছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৯ এলাকার সকল জনগণই কি এই প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত? না হলে মোট জনগোষ্টির কত ভাগ? সকলকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে আর কি উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে?

- এলাকার ১০% জনগন প্রকল্পের সাথে জড়িত, তবে এলাকার বাকী জনগণ প্রকল্প থেকে সুবিধা নিতে পারে। প্রকল্পের সাথে সকলকে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রতিটি এলাকার জনগনকে নিয়ে বড় পরিসরে মিটিং করা উচিৎ। প্রকল্পের উপকার সম্পর্কে জনগনকে জানানোর মাধ্যমে জনগন প্রকল্প সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠবে।
- অনেকের মতে, আনুমানিক ৫% কৃষক প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। বাকিরা প্রকল্প সম্পর্কে জানেনা। প্রকল্পের মেয়াদ এবং পরিধি দুটোই বাড়ানো উচিৎ।
- এত কম পরিমাণ লোক প্রকল্পের সাথে জড়িত যে তা শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা যায় না। কৃষক দল আরো বাড়ানো উচিৎ।
- বাহুবল উপজেলাতে কোন খামার ও কুটির শিল্প স্থাপিত হয়নি। কারণ এলাকার কৃষকেরা সম্প্রতি চাষাবাদ ও কৃষিযন্ত্রপাতি সম্পর্কে কৃষি অফিস হতে জানতে পেরেছে। সকলকে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা উচিৎ নতুবা কৃষকদের মাঝে বিভেদ তৈরী হতে পারে।
- একটি ইউনিয়নের শুধু একটি গ্রামের ৪০ জন কৃষক নিয়ে এই গ্রুপ গঠন করা হয়েছে যা মোট জনগোষ্ঠির ৭-৮%। এ সংখ্যা খুবই সামান্য। কৃষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে, উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে এবং সর্বোপরি যন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
- পাওয়ার টিলারের পরিবর্তে বড় ট্রাক্টর সরবরাহ করা প্রয়োজন। মাড়াই কলের সাথে আলাদা মেশিন দিয়ে চাকা সিস্টেম করে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা।

৪.১০ এ প্রকল্পের প্রভাবে কতগুলি খামার / কুটির শিল্প স্থাপিত হয়েছে? এর ফলে যুবক সহ কত লোকের (পুরুষ/মহিলা) কর্মসংস্থান হয়েছে বলে আপনি মনে করেন।

- কিছু এলাকায় সামান্য কিছু খামার তৈরী হয়েছে এবং এতে সল্প সংখ্যক যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।
- বিসিকের সাথে যদি এই প্রকল্পের পরিচালকের একটি সমন্বয় হয় তাহলে এই এলাকায় খামার বা কুটির শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হলে শিল্প স্থাপন সহজ হবে।
- তবে প্রকল্পের কাজ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আশা করা যায় ভবিষ্যতে কিছু খামার ও কুটির শিল্প স্থাপন করা সম্ভব হবে।
- খামার এবং কুটির শিল্প স্থাপিত হয়েছে, তবে তার সংখ্যা খুবই কম।
- খামার কুটির শিল্পের সংখ্যা খুবই নগন্য এবং সঠিক সংখ্যাটি জানা নেই।

FGD, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

৪.১১ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধা / উপযোগীতা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আপনাদের সুপারিশ কি ?

- সমিতি গুলো নিবন্ধন নিশ্চিত করা।
- সমিতি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যারা জড়িত আছে তাদের সমিতি পরিচালনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- নিয়মিত সঞ্চয় করার প্রতি আগ্রহী করে তোলা।
- নিয়মিত মিটিং করা।
- সমিতি গুলোর কার্যক্রম একটি মনিটরিং সেল এর মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।
- সরকারে আন্তরিকতা দরকার এবং সকল সুবিধা কাজে লাগানোর জন্যে সচেষ্ট হওয়া দরকার।
- প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো সঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে সচল রাখা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা এবং কৃষি মেলার আয়োজন করা।
- উচ্চ ক্ষমতা সম্পন চাষ যন্ত্র দরকার এবং প্রতি ইউপিতে কমপক্ষে ১০টি করে দেওয়া যেতে পারে।
- সবার জন্য স্বল্প খরচে চাষ করার ব্যবস্থা করা।
- কোন পতিত জমি যেন না থাকে সেজন্যে বেকার জনগোষ্ঠিকে সুযোগ করে দেওয়া।
- প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করা।
- কৃষকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- সরকারের কৃষি বান্ধব নীতি গ্রহণ করে প্রাকৃতিক দুযোগের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানো ব্যবস্থা করা।
- অধিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও অধিক কৃষকদের প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা।
- জনগনকে প্রকল্পের উপকারিতা সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝানো দরকার।

৪.১২ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিতে প্রভাব এবং এ বিষয়ে করণীয় কি?

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

- বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি, সমুদ্রের জলোচ্ছাসের কারণে জমির লবনাক্ততাসহ নানাবিধ দুর্যোগের আঘাত;
- কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছাস, অসময়ে বৃষ্টিপাত, ঘনকুয়াশার দ্বারা কৃষি ব্যবস্থাপনা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবে;
- উর্বর মাটির পরিমাণগত ও গুণগত অবনতি ঘটবে;
- বন্যার স্থায়িত্বের দীর্ঘসূত্রতা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রার বৈচিত্র্যতা, দীর্ঘস্থায়ী খরা, শীত-গ্রীষ্ম ও বর্ষায় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতে পরিবর্তন;
- ঘূর্ণিঝড়ে জমি লবণাক্ত হওয়া, জমির ফসল নষ্ট হওয়া, ভাঙন ও ভূমিধ্বসে জমির পরিমাণ কমে যাওয়া;
- নদীগুলোতে পানির প্রবাহ কমে যাবে;
- তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের কারণে আদ্রতার পরিবর্তন হয় যা কীটপতঙ্গ, রোগব্যাধী ও অণুজীবের বৃদ্ধির সহায়ক;
- মানুষ, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, বন্য পশুপাখি কীটপতঙ্গের প্রাণহানি;

করণীয়:

- জলবায়ু পরিবর্তনে প্রথমেই মানুষকে সচেতন হতে হবে। বিভিন্ন নীতি কৌশল বাস্তবায়নের সময় জলবায়ু সম্পর্কিত বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;
- বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষি খাত। কীটনাশক ব্যবহার না করা। রাসায়নিক সার ব্যবহার না করা।
- নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনা।
- বনায়ন করা;
- প্রতি বছর দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকার তো বটেই জনগণকেও খাদ্যশস্য মজুদ করে রাখতে হবে;
- টেকসই বাঁধ দিতে হবে যাতে জনপদে পানি না ঢুকতে পারে;
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের এবং খাওয়ার উপযোগী করতে হবে;
- নিচু এলাকার ঘর তৈরির সময় জায়গা উঁচু করতে হবে এবং যাতে ক্ষতি না হয় এমন ব্যবস্থা করতে হবে;
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দুর্যোগ তহবিল করতে হবে;
- নদী ভাঙন রোধের ব্যবস্থা করতে হবে;
- জলবায়ুর প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা, সচেতন হওয়া এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.১৩ কৃষি উৎপাদন সাসটেইন (sustain) করতে হলে এ বিষয়ে করণীয় কি?

- প্রকল্পের প্রশিক্ষন, প্রদর্শনী ও অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
- প্রকল্পের যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- প্রকল্পের যন্ত্রপাতি নিরাপদভাবে ব্যাবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে কৃষকগণ কোন প্রকার দুর্ঘটনার শিকার না হন।
- প্রকল্পের কৃষক গ্রুপে মেকানিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষনের সুযোগ তৈরি করা।
- সঞ্চয় ও জামানত তহবিল বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- কৃষক গ্রুপের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ।
- কৃষক গ্রুপের সঞ্চয় বিনিয়োগ কাজে উৎসাহিত করতে ক্ষুদ্র খামার এবং কুটির শিল্প স্থাপন করা।
- ডিএই বারটানের সাথে ত্রিপক্ষিয় সহযোগিতা চুক্তি করতে হবে যাতে চাষিরা সরকারি আধুনিক প্রযুক্তি সহযোগিতা পেতে পারে।

KII এর মতামত পর্যালোচনা

৪.১৪ প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ কক্ষ, প্রশিক্ষণ উপাদান সর্ম্পকে মন্তব্য সমূহ:

▪ প্রশিক্ষন ভাল ছিল। প্রজেক্টরের ব্যবহার, বোর্ড, কলম, ষ্টিকার ও বই পুস্তকের ব্যবহার, ভাল ছিল।
▪ লিফলেট ভাল ছিল।
▪ উপস্থাপনা ভাল।
▪ কৃষকদের পুষ্টি জ্ঞান বৃদ্ধি এবং উচ্চ মুল্যের শস্যের আবাদ বৃদ্ধি করতে প্রশিক্ষনলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগছে।
▪ কৃষি গবেষনা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রশিক্ষক জ্ঞানী ছিলেন, প্রশিক্ষনের তথ্য, বই পুস্তক, লিফলেট, প্রজেক্টর, সবকিছু প্রশিক্ষণে সহায়তা করেছে।
▪ বিষয়ভিত্তিক দক্ষ কর্মীদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান, মাঠ বিষয়ক শিক্ষা হাতে কলমে প্রশিক্ষন প্রদান,
প্রযুক্তি স্থাপন, সম্পসারনের জন্য যুক্তিযুক্ত।
▪ প্রশিক্ষকের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সমৃদ্ধ করেছে।
▪ হাতে কলমে প্রশিক্ষন পাওয়া গিয়েছে।

৪.১৫ প্রশিক্ষণ উন্নতির জন্য পদক্ষেপসমূহ:

ক্রমিক নং	পদক্ষেপসমূহ
১	কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কৃষকদের কমপক্ষে ৫(পাঁচ) দিনের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।
২	প্রশিক্ষনের জন্য দক্ষ প্রতিষ্ঠানকে মনোনিত করা।
৩	একাধিক প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা।
৪	প্রশিক্ষনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
৫	মোটিভেশন ট্যুরের ব্যবস্থা করা।
৬	এস. এস. এ. ও.-দের উচ্চতর প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করলে সেই জ্ঞান কৃষক পর্যায়ে পৌঁছাবে।
৭	পুষ্টি উপকরন সরবরাহ করা।
৮	সমন্বিত পুষ্টি গ্রুপের সকল সদস্যদের কমপক্ষে সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা
৯	উদ্বুদ্ধকরন ভ্রমনের ব্যবস্থা করার
১০	Multimedia Presentation এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান।
১১	অধিক সংখ্যক সদস্যকে প্রশিক্ষনের আওতায় নিয়ে আসা।
১২	কৃষক কৃষানীকে ইউনিয়নভিত্তিতে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা গেলে সকল শ্রেনীর কৃষক সুযোগ পাবে।
১৩	প্রশিক্ষনার্থীদের আবাসিক সুবিধা থাকা প্রয়োজন।
১৪	মাঠ পরিদর্শক থাকা প্রয়োজন।
১৫	মাঠ পরিদর্শকরা ব্যবহারিক হলে ভাল।
১৬	পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত নমুনাসহ প্রশিক্ষন হলে ভাল হয়।
১৭	প্রকল্পের আওতাধীন সুবিধাভোগীদের আরও যন্ত্রপাতি দিতে হবে।
১৮	প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সুবিধাভোগীদের ভাতা বৃদ্ধি।
১৯	প্রত্যেক মৌসুমের শুরুতে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হলে ভাল হয়।
২০	উপকারভোগী কৃষক গ্রুপকে প্রশিক্ষণ করাতে হবে
২১	যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কর্তৃপক্ষের কর্তৃত থাকা প্রয়োজন
২২	ফসলের প্রদশর্নী বৃদ্ধি করা যেতে পারে
২৩	কৃষকদের বিভিন্ন উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার সর্ম্পকে জানানোর ব্যবস্থা থাকা
২৪	বিভিন্ন পেশার মানুষকে প্রশিক্ষক করানো

ক্রমিক নং	পদক্ষেপসমূহ
২৫	বিভিন্ন কৃষি নিভর জেলাতে ভিজিটের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের সুযোগের ব্যবস্থা করা।
২৬	বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া এবং ডকুমেন্ট তৈরী করে কৃষকদের মাঝে বিতরনের ব্যবস্থা করা।
২৭	আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
২৮	সফল কোন কর্মকান্ড প্রদর্শন করা।
২৯	প্রশিক্ষনে অগ্রসরমান সকল কৃষকের, ফিল্ড ভিজিট (এসএপিপিও, এসএএও, কৃষক/কৃষানীসহ) আয়োজন এবং এদের রিফ্রেসাস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৩০	নির্দিষ্ট মৌসুমে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করা।
৩১	প্রশিক্ষণে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।
৩২	উপসহকারী কৃষি কমকর্তাদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
৩৩	আধুনিক চাষাবাদ সর্ম্পকে ধারনা দেয়া।
৩৪	সকল ক্যাডার কমকর্তাদের টিওটি করানো।
৩৫	নিত্য নতুন প্রযুক্তি সর্ম্পকে প্রশিক্ষন প্রদান।
৩৬	হোয়াইট বোর্ডের ব্যবস্থা করা।

৪.১৬ টেকসই উন্নয়নের জন্য আর কি কি প্রশিক্ষন প্রয়োজন:

ক্রমিক নং	পদক্ষেপসমূহ
১	উপজেলা কৃষি কমকর্তাসহ উপসহকারী কমকর্তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
২	কৃষকদের প্রশিক্ষনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও দলের বাইরের কৃষকদের প্রশিক্ষন প্রদান।
৩	প্রদর্শনী খামার বৃদ্ধি।
৪	মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ।
৫	প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ।
৬	পাওয়ার টিলার চালানোর প্রশিক্ষণ।
৭	সবজি বাজারজাতকরন প্রশিক্ষণ।
৮	উপজেলা পর্যায়ের কৃষি অফিসকে প্রশিক্ষণসহ দক্ষ ও শক্তিশালী করা।
৯	আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে দক্ষ জনবল অন্তর্ভুক্তকরণ।
১০	সম্বনিত কৃষি উন্নয়নের জন্য সকল প্রকল্পের সকল প্রকার কৃষি, মৎস, হ্যাচারী ইত্যাদির প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
১১	ফসল উৎপাদন ও ফসল বহুমুখীকরণ।
১২	পুষ্টি ও খাবার সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ।
১৩	কৃষক গ্রুপ বৃদ্ধিকরণ।
১৪	আইসিটি, অফিস ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকিত প্রশিক্ষণ।
১৫	উদ্বুদ্ধকরন ভ্রমনের ব্যবস্থা করা।
১৬	নতুন নতুন প্রযুক্তি স্থাপন ও বাস্তবায়ন।
১৭	উদ্যেক্তা উন্নয়ন/সৃষ্টি এর উপর প্রশিক্ষণ।
১৮	ভালো ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং উৎপাদনের কৌশল জানাতে হবে।
১৯	জলবায়ু ও নতুন অভিযোজনের উপর প্রশিক্ষণ।
২০	উচ্চমুল্যের ফসল ফলানোর প্রশিক্ষন বৃদ্ধি করতে হবে।
২১	কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার এবং রক্ষনাবেক্ষনের উপর প্রশিক্ষন বৃদ্ধি করতে হবে।
২২	প্রকল্পের মনিটরিং এর ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে হবে।
২৩	টেকসই উন্নয়নের জন্য উদ্ভিদের বংশবিস্তার, উন্নত প্রযুক্তিতে ফলবাগান সৃজন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, জৈব সার ব্যবহার বৃদ্ধি, মৃত্তিকা সম্পদ সংরক্ষনে সুষম সার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে মহিলাদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ।
২৪	সকল শ্রেনী পেশার মানুষের সম্পৃক্ত করে দীঘ মেয়াদী প্রশিক্ষন দিয়ে বিভিন্ন কাযক্রম এর সাথে সম্পৃক্ত ভাল।

২৫	টেকসই উন্নয়নের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি ছাড়াও বিভিন্ন উৎপাদন কৌশল চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কের উন্নত ধারনা। কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি ও সংরক্ষন সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
২৬	বিভিন্ন পেশার মানুষকে একই সংঙ্গে প্রশিক্ষণ প্রদান।
২৭	আধুনিক যন্তপাতির সহজলভ্য করা।
২৮	মৌসুমি প্রশিক্ষণ।
২৯	ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
৩০	মিশ্র ফলবাগান স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩১	একটি আদর্শ ফলবাগান স্থাপনের ডিজাইন ও কলা কৌশল।
৩২	বিদেশি বিভিন্ন উচ্চ মুল্যের ফসলের আবাদ কৌশল।
৩৩	সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে কাযকরী সমিতির দাপ্তরিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
৩৪	সমিতির সদস্যদেরকে নিয়মিত মনিটরিং করা।

৪.১৭ উল্ল্যেখযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণ:

ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিবরন
১	৫(পাঁচ)টি ভার্মি কম্পোষ্ট স্থাপন করা হয়েছে
২	প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়/মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে সবজি ও ফলবাগান সৃজন করা হয়েছে। এতে বিদ্যালয়ের/মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রী সারা বছর সবজি প্রাপ্তি এবং দেশী ও অপ্রচলিত ফলের চাষাবাদ সর্ম্পকে ধারনা পাচ্ছে এ ধরনের কমকান্ড আগে বৃদ্ধি করা যেতে পারে
৩	প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কৃষকের আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে।
৪	মসলা জাতীয় ফসল যেমন তেজপাতার গ্রাম তৈরী করা
৫	প্রদর্শনী খামার তৈরী হয়েছে
৬	ভূট্টার খামার তৈরী হয়েছে
৭	প্রদর্শনী মেলা অনুষ্টিত হয়েছে
৮	সবজি উৎপাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৯	বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সবজির উৎপাদন হয়েছে
১০	এলাকায় কৃষি মেলা হয়েছে
১১	মাঠ দিবস ও কৃষি প্রদর্শনী হয়েছে
১২	ফুলপুর উপজেলার মাসুদপুর গ্রামে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে
১৩	প্রকল্পের মাধ্যমে হালুয়াঘাট উপজেলার ২৫-৩০% পতিত জমিতে ভূট্টা চাষাবাদ হচ্ছে
১৪	জৈব সার ব্যবহার হচ্ছে

৪.১৮ আঞ্চলিক কর্মশালাঃ

রংপুর ও চট্টগামে দুইটি আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশসমূহ বিশ্লেষণসহ এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন প্রযোজ্য অধ্যায়ে পেশ করা হয়েছে।

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার আঞ্চলিক কর্মশালা, জেলা কৃষি অফিস, চট্টগ্রাম

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার আঞ্চলিক কর্মশালা, জেলা কৃষি অফিস, রংপুর

পঞ্চম অধ্যায়
পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল

৫.১ মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিষয়ক অগ্রগতি:

মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী কৃষক, গৃহিনী, কৃষক গ্রুপ নেতা, সরকারি কর্মকর্তা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিকট হতে কৃষি ও পুষ্টি উন্নয়নে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। কৃষি উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৬৮% কৃষক গ্রুপের উত্তরদাতা প্রাইমারি থেকে এসএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। এতে প্রতিয়মান হয় যে, সমাজের একটি বৃহৎ অংশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৬% পুরুষ, ৪% মহিলা রয়েছে। কৃষক গ্রুপের পুরুষ ও মহিলা সদস্য সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ জন । প্রায় ৮৬%উত্তরদাতার গড়ে বসতবাড়ির পরিমান ২২ শতক। তারা জমি বর্গা নিয়ে অথবা বর্গা দিয়েও ফসল উৎপাদন করে থাকে। প্রকল্প এলাকায় শস্য বিন্যাসে শীতকালীন ফসলের পরিমান বেড়েছে এবং শাক সব্জি, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন যুক্ত হয়েছে।শস্য প্রাচুর্য প্রায় ১০-১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে ৯৮% মনে করেন যে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে। ৬৮%উত্তরদাতার মতে প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা উপকৃত হয়েছেন। ৮২% মনে করেন যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনা করে তাদের জ্ঞান বেড়েছে।

শতভাগ উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রকল্প থেকে তাদের গ্রুপে পাওয়ার টিলার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।, ৮০%উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা এলএলপি, পাওয়ার স্পেয়ার, থ্রেসার ও হ্যান্ড স্প্রেয়ার বরাদ্দ পেয়েছেন ও ব্যবহার করছেন অথবা গ্রুপের বাইরের কৃষকদের কাছে ভাড়া দিচ্ছেন। প্রায় ৯২% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের গ্রুপে সঞ্চয় আছে এবং তার পরিমান প্রায় ৩৯ হাজার টাকা। তাছাড়া যন্ত্রপাতি ভাড়া দিয়ে আয় করেছেন। এছাড়া নিরাপদ জামানত হিসেবে প্রতি গ্রুপে প্রায় ২৬ হাজার টাকা রয়েছে।

উত্তরদাতা গন অবহিত করেছেন যে, তারা আধুনিক পদ্ধতিতে ফল বাগান, কেঁচো সার উৎপাদন কৌশল, নিরাপদ ফসল উৎপাদন, ভাসমান শাক সবজি উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে প্রমিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।।প্রায় ৭% উত্তরদাতা বলেছেন তারা ক্ষুদ্র খামার বা কুটির শিল্প স্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে চাতাল, বসতবাড়িতে সবজি বাগান, হাঁস মুরগী খামার, মৎস খামার ইত্যাদি হয়েছে।

বেশীরভাগ উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের উৎপাদিত খাদ্যে বছরের খোরাক হয়ে থাকে। তবে অনেক পরিবারে বছরে এক থেকে দুই মাসের খাবার বাজার থেকে ক্রয় করতে হয়। প্রকল্পের কারনে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

৫.২ মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি বিষয়ক অগ্রগতি:

মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরদাতা প্রায় ১১০০ জনের মধ্যে ৪৬%পুরুষ ও ৫৪% মহিলা ছিল। পুষ্টি ও সাধারন জ্ঞান নিরুপনের জন্য ২৮টি প্রশ্ন করা হয়েছিল। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের প্রতিদিন কত লিটার পানি পান করা প্রয়োজন, কত মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের মায়ের দুধ পান করা প্রয়োজন, মায়েদের রক্ত শূন্যতা কি কারণে হয় এবং খাদ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কিত প্রশ্ন। এর মধ্যে ৩৯% উত্তরদাতা সঠিক উত্তর দিয়েছে।

প্রকল্প থেকে পুষ্টি এবং সুষম খাদ্য গ্রহনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন প্রায় ৭৭% উত্তরদাতা। অন্যান্য প্রশিক্ষনের মধ্যে পুষ্টিসম্মত খাদ্য তৈরী, বসতবাড়িতে শাক সবজি ও ফল চাষ, পুষ্টি উন্নয়নে নারীর ভূমিকা ইত্যাদি। বসতবাড়িতে শাক সবজি ও ফল বাগান করেছে ৫৩%। বিদ্যালয়ে পুষ্টি সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও বিদ্যালয়ে শাক-সবজি বাগান স্থাপন করেছেন, বলেছেন শতকরা ৮% উত্তরদাতা।শতকরা ৫০ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করেন। পণ্যের মধ্যে হলো: চাল, মুড়ি, চিড়া ইত্যাদি। এ প্রক্রিয়ায় প্রায় ৩% উত্তরদাতা বেতনভুক্ত লোকবল নিয়োগ করেন। প্রকল্পে অংশ গ্রহনের ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবারে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এসেছে।

৫.৩ ফলাফল (Findings)

- প্রকল্পে ফসল উৎপাদন বেড়েছে এবং খাদ্য ও প্রোটিন এর অভাব পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে; প্রকল্পের শস্য বিন্যাসে বহুমুখী শস্য আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্বল্প পানির চাহিদার ফসল যুক্ত হয়েছে, নিরাপদ ফসল উৎপাদনে কৃষক উৎসাহিত হচ্ছে।
- কৃষকদের মধ্যে দলবদ্ধতা, সঞ্চয়ী মনোভাব এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে চাষাবাদে আধুনিকায়ন হচ্ছে ; উন্নত কৃষি কৌশল ব্যবহারে জনগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়।
- মানুষের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হচ্ছে; দৈনিক খাদ্য তালিকায় পুষ্টিমান সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে; শাকসবজি পুষ্টিমান বজায় রেখে রান্নার নিয়ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হচ্ছে এবং সুষম খাবার গ্রহনে উৎসাহিত হচ্ছে।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে; সুফলভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ফলে আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছ
- চাষাবাদের খরচ কমার ফলে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে; সন্তানরা স্কুলে যায়; এবংসামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ সাল হতে চালু হলেও কৃষকরা সুযোগ সুবিধা পাওয়া শুরু করেছে জুলাই ২০১৫ সালের পর থেকে। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল প্রায় এক বছর কমে গেছে।
- একটি ইউনিয়নের একটি গ্রাম নিয়ে কৃষক গ্রুপ গঠন করার কারণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষক গ্রুপের গঠণতন্ত্র নাইফলে গ্রুপের সরকারী নিবন্ধন করা যাচ্ছে না। ,
- প্রকল্পে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অপ্রতুল। প্রকল্পে ১৩৩,১৪৫টি পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে অথচ মাত্র ৭৭,৭৩০ জনের প্রশিক্ষনের রাখা হয়েছে। তাই প্রশিক্ষনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
- প্রকল্প ডিজাইনের দুর্বলতা আছে, স্থানীয়ভাবে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের সুযোগ নাই; কৃষক গ্রুপের সদস্যদের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নাই;পাওয়ার থ্রেসারের সাথে মোটর সরবরাহ করা হয়নি ফলে মোটরের অভাবে থ্রেসার বন্ধ থাকে; এবং রিপার ডায়ার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ও সিডার এর ব্যবস্থা না থাকায় মৌসুমী কর্মকান্ড ধীর গতিতে সম্মন্ন হয় ও ফসলের অপচয় হয়।
- প্রকল্পে পুষ্টি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ নাই, ফলে প্রকল্প কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশ ও প্রকল্পের প্রস্থান পরিকল্পনা

TOR-১৬: প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়নে করণীয় / শিক্ষণীয় বিষয়

এই গবেষণার প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়নে করণীয় / শিক্ষণীয় বিষয় পরামর্শপ্রদান;

সুপারিশমালা:

স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য (২০১৮ সালের মধ্যে)

- প্রকল্পটি ২০১৯ সালে জুন মাসে সমাপ্ত হওয়ার কথা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের বিষটি বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের কৃষক দলের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে;
- মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে নিবিড় তদারকি আরো জোরদার করতে হবে;
- মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনী বাড়াতে হবে।
- যাবতীয় প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী এবং উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম ২০১৮ সালের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;
- পুষ্টি প্রশিক্ষণ ও প্রচারনা কৃষক এবং স্কুল ছাত্রদের মধ্যে জোরদার করতে হবে । এ ব্যাপারে ক্ষুদে বার্তা, রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কৃষক গ্রুপের জন্য একটি সংবিধান (নীতিমালা) তৈরী করতে হবে।
- কৃষক গ্রুপের সঞ্চয় ও জামানত, বিনিয়োগের নীতিমালা তৈরী করতে হবে।
- প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার আওতায় অবশিষ্ট ক্রয়ের কাজ বিশেষ করে বারটান অঙ্গে পরামর্শক নিয়োগ ত্বরান্বিত করতে হবে।
- বারটানের প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ করতে হবে (সারণি-৭.গ)।

দীর্ঘ মেয়াদে (প্রকল্প মেয়াদে, জুন ২০১৯) বাস্তবায়নযোগ্য :

- সংগঠন ব্যবস্থাপনার জন্য নেতৃত্ব উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সুফলভোগী দল শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে প্রকল্প শেষ হয়ে গেলেও সংগঠনগুলো নিজেদের চেষ্টায় প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘস্থায়ীভাবে কাজ করা যেতে পারে;
- প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ বিষয়ে, কৃষক গ্রুপের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে । এ ব্যাপারে বার্ড, কুমিল্লা ও আরডিএ, বগুড়ার সহিত যোগাযোগ করা যেতে পারে ।
- প্রকল্পের উদ্যেগে সমিতির খসড়া গঠনতন্ত্র তৈরী করা যেতে পারে এবং সমিতি গুলোকে রেজিষ্ট্রেশন করতে উদ্যোগ গ্রহন করতে পারে ।
- প্রশিক্ষণ কার্যকরি করার জন্য প্রশিক্ষনার্থীদের ভাতা প্রদান বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ব্যবসা সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শন, সফল চাষীদের কার্যপরিদর্শন এবং আর্থিক ফসল বাজারজাতকরণে মডিউল প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- সরকারী পর্যায়ে সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ ভাতা ও সংশ্লিষ্ট ভাতা বৃদ্ধি করলে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা পাবে।
- TOR-৮: SWOT বিশ্লেষণে প্রকল্পের দুর্বল দিক পর্যালোচনা করে হেখা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রকল্পভূক্ত হাওর এলাকায় হঠাৎ বন্যা ও অসময়ে বৃষ্টির কারণে প্রতিকূল পরিবেশে কৃষকরা সঠিকভাবে ফসল সংগ্রহ করতে পারছে না। ফসল সংগ্রহের সময় কৃষি শ্রমিকের অভাবের কারণে মাঠের অনেক ফসল সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি হয়। হাওর এলাকায় এসব সমস্যা সমাধানে প্রকল্পের তরফ থেকে রিপার, ড্রায়ার সরবরাহ করা গেলে কৃষক যথাসময়ে ফসল সংগ্রহ করতে পারবে। চর এলাকায় মানসম্মত ফসল বাজারজাত করার জন্য মিনি ট্রাক/ট্রলি এবং ইঞ্জিন নৌকা প্রয়োজন হয়। ডিপিপিতে এসব কৃষি যন্ত্রপাতির সংস্থান না থাকায় চর ও হাওর এলাকায় মানসম্মত কৃষি পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণে কৃষকরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। কৃষক গ্রুপের সঞ্চয় ও জামানতের টাকায় এ সকল সরঞ্জাম ক্রয় করা যেতে পারে।
- প্রকল্পটি কৃষক গ্রূপ ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রকল্পের আওতায় কৃষক গ্রুপে বিভিন্ন ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য ড্রাইভার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মেকানিকের প্রয়োজন হয়। ৮৮০টি কৃষক গ্রুপে

কৃষি যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য ৮৮০ জন ড্রাইভারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য স্থানীয় মেকানিকদের কাজের সংস্থান হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় কৃষি পণ্য উৎপাদন, কৃষি পণ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কাজে স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও গুদামজাতকরণে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে।

TOR-১৭: প্রকল্পের প্রস্থান পরিকল্পনা (Exit Plan)

প্রকল্পের প্রস্থান পরিকল্পনা (Exit Plan) সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পরামর্শ-

বহির্গমন কৌশল:

প্রকল্প শেষে এর বহির্গমন কৌশল (Exit Plan) নির্ধারণ করা জরুরি। যাতে, উন্নয়ন কর্মকান্ড দীর্ঘমেয়াদী হয় ও চলমান থাকে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে বাস্তবায়নকারী সংস্থার বর্তমান ভূমিকা কে পালন করবে, জামানত ও সমাপ্ত প্রকল্পের যন্ত্রপাতির মালিক কে হবে বিষয়গুলো পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকতে হবে।

- প্রকল্পের আওতায় ৮৮টি উপজেলায় ৮৮০টি কৃষক গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। কৃষক গ্রুপ এর কার্যক্রম মনিটরিং এবং কৃষক গ্রুপে সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারের সভাপতিত্বে উপজেলা পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ শেষে উপজেলা কৃষি অফিসার তথা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ গঠিত গ্রুপের কৃষি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেখাশুনা করবেন এবং সময় সময় কৃষি উন্নয়নমূলক কাজে পরামর্শ প্রদান করবেন। ডিএই'র জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাগণের মনিটরিং কার্যক্রমে কৃষক গ্রুপের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। এ ছাড়া বারটান শক্তিশালী করা হইতেছে ফলে পুষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রচার নিজেদের সম্পদে চালিয়ে যেতে পারবে।

- প্রকল্প মেয়াদ শেষে বাস্তবায়নকারী ডিএই ও বারটান খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে, পাশাপাশি প্রকল্প সমাপ্তির পর কীভাবে কৃষক গ্রুপ পরিচালিত হবে এবং তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, সঞ্চয় ও জামানত পরিচালনা এবং পুনঃবিনিয়োগ করা সম্পর্কে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত কার্যক্রম নীতিমালায় আলোকপাত করা যেতে পারে;
    - সমিতিগুলো নিবন্ধন করা।
    - সমিতির গঠনতন্ত্র বাস্তবায়ণ করা।
    - নিয়মিতভাবে মনিটরিং করার জন মনিটরিং সেল গঠন।
    - সঞ্চয়ী হওয়ার জন্য জোর দেওয়া/নিয়মিত সঞ্চয় করা।
    - অত্যাধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান ও ক্রয় করা।
    - নিয়মিত সভা করা।
    - সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় ও প্রকল্প হতে বিতরণকৃত কৃষি সামগ্রী প্রদান করার ফলে প্রকল্প শেষ হয়ে গেলে কৃষক দলগুলিতে সঞ্চয় থেকে যাবে এবং যন্ত্রপাতিগুলো থেকে যাবে। ফলে কার্যক্রম চলমান থাকবে এবং কৃষক উপকৃত হবে। যাবতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষক গ্রুপের মালিকানায় থাকবে।
    - পরবর্তীতে উন্নয়নশীল প্রকল্পে কর্মসূচিতে দলগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।
    - উন্নত বীজ সরবরাহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং কম্পোস্ট সার তৈরি করা।
    - প্রকল্পের জন্য সরকারী সুযোগ সুবিধা নিয়মিত থাকা।
    - গ্রুপের সংখ্যা বৃদ্ধি করে কৃষির উন্নয়ন সম্ভব। গ্রুপের সংখ্যা বৃদ্ধিতে কার্যকরী পদক্ষেপ।
    - প্রতি ইউনিয়নের সকল গ্রামগুলোকে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করে আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করা।
    - মৌসুমের শুরু বা বছরের প্রথমেই মাইক্রো এক্সটেনশন প্ল্যান তৈরি করে সেটি বাস্তবায়ন করা ।
    - বার্ষিক কর্মশালার ব্যবস্থা করা।
    - বাৎসরিক প্রযুক্তি মেলার ব্যবস্থা করা।

- প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং ব্রিজিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রাখা এবং উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে কার্যক্রম জোরদার করা।
- সরকারী অনুদান ও পরামর্শ অব্যাহত রাখা এবং এ বিষয়ে কৃষি বিভাগের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা।
- প্রকল্পের কাজের ধারাবাহিকতা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সৃষ্ট উপকারিতা প্রকল্প পরবর্তীতে গ্রুপের সঞ্চিত আয় দিয়ে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগের সংস্থান করা।
- প্রকল্প শেষে সরকারী দল দিয়ে সমিতির কাজের তদারকি করা।
- আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির চাষ বৃদ্ধি।
- উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির প্রশিক্ষণ প্রদান ও ব্যবহার বৃদ্ধি।

ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের চাহিদা রয়েছে। যেহেতু প্রকল্পটি স্বল্প সময়ে কৃষক সমাজের উন্নয়নে গতিশীলতা বৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, কাজেই এ জাতীয় প্রকল্প বৃহৎ পরিসরে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে। ভবিষ্যত প্রকল্পে চর, হাওড়, দরিদ্র প্রবণ ও কৃষিতে অগ্রসরমান এলাকাসহ সম্প্রতি বাংলাদেশের উন্নয়নের সাথে যুক্ত প্রাক্তন ছিটমহলগুলি অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।